বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১২ আষাঢ় ।। ১৪৩১।। শুক্রবার ।। ২৭ জুন, ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ১৮১ সংখ্যা।। ১২ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

এবছর রথযাত্রায় জিতবে কে, পুরী না দীঘা ?

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রথযাত্রার কে ঘিরে বাংলা এবং ওড়িশার মধ্যে কি টাগ অব ওয়ার শুরু হয়ে গেল? কারণ দীঘা প্রশাসনের দাবি প্রথম রথযাত্রায় দু লক্ষের বেশি মানুষের সমাগম হবে। অপরদিকে পুরি মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি ইতিমধ্যেই জগন্নাথ ধামে পাঁচ লক্ষের বেশি হিন্দু সনাতনীদের সমাগম হয়েছে। তবে দীঘার মত পুরীতে হোটেল নিয়ে কোন কালু বাজারের অভিযোগ নেই। প্রথা মেনে এদিন বিকেলে নেত্রদান হয়েছে। এরপর জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে আজ্ঞা মালা চাওয়া হয়। অর্থাৎ মন্দির লাগোয়া এলাকায় রথ আনার অনুমতি। দেবতার ঘর থেকে আজ্ঞা মালা মিলতেই মন্দিরের বিভিন্ন গেটে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার রথ নিয়ে আসা হয়। আনার পথেই এদিনের মত বিকেলে বন্ধ করে দেয়া হয় মন্দির। শুক্রবার সকালে শুরু

হবে রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পুজো। সেবায়েতদের পুজো শেষ হবার পর দুপুরে আসবেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান রাজা। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাজা রাস্তা ঝাড় দেয়ার পর শুরু হবে তিন ভগবানের মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা। পুরীতে এই রথযাত্রা কে ঘিরে বাটি উন্মাদনা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এজন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিঘাতে পুণ্যার্থীরা রথের দড়ি টানতে পারবেন না। স্পর্শ করতে পারবেন। কিন্তু পুরীতে রথের দড়ি ধরে টানা যাবে। পুরীর রথযাত্রায় বেশ কয়েকবার পদতিষ্ঠের খবর এসেছে। তাই প্রশাসন এবার প্রথম থেকেই অত্যন্ত সতর্ক। পুণ্যার্থীরা যাতে রথের রশি ধরে টান মারতে পারেন তার জন্য নিরাপত্তা বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এবারের রথযাত্রায় কে কাকে টেক্কা দেবে? বাংলা না ওড়িশা? শুক্রবার এই প্রশ্নের জবাব মিলবে।

কমিশনকে ব্যবহার করে এনআরসি করতে চায় বিজেপি

নয়া জামানা, কলকাতা পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসি কে বাংলায় নিয়ে আসতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহল থেকে এমনই অভিযোগ উঠেছে। আরোই অভিযোগে দেশ ধরে বৃহস্পতিবার দিঘাতে সাংবাদিকদের কাছে কমিশনের বিরুদ্ধে খুব উপড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য নির্বাচন কমিশন যেসব নিয়মের কথা বলছেন সেসব এনারসিকে বাংলায় আমদানি করতে। বিহারের নির্বাচনে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নতুন ভোটারদের নামতোলার জন্য যেসব নিয়ম এবং শর্ত আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন তাকে ভয়ংকর আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন নামের সংশোধন এবং নতুন করে নাম তোমার ক্ষেত্রে বাবা মায়ের জন্মের সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। এটা কি করে সম্ভব। গ্রামের গরীব মানুষজন ওই সব সার্টিফিকেট জোগাড় করবেন কি করে। বিজেপি চাইছে নতুন প্রজন্ম যেন ভোট না দিতে পারে। তার অভিযোগ লক্ষ্য বাংলার নির্বাচন। আর বিহার হল বিজেপি শাসিত রাজ্য। তাই বিহারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলা এসব করতে হলে গণ আন্দোলনের মুখে পড়তে হবে নির্বাচন কমিশনকে। সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে একগুচ্ছ নয়া নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিঘা থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র আপত্তি জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জি। তাঁর দাবি, কমিশনের এই নতুন নির্দেশিকা বিহার ভোটের আগে প্রকাশ করা হলেও

এর আসল উদ্দেশ্য বাংলার বিধানসভা ভোট। ২০২৬ সালে বাংলায় নির্বাচন রয়েছে। সেই ভোটকে নিশানা করেই এই নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে। এমনকি, নির্বাচন কমিশন গঠন করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি জানান, 'এই নির্দেশিকার আসল টার্গেট বিহার নয়, বাংলা। তাদের নিশানা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক, তাদের নিশানা আসল বাংলার সাধারণ মানুষ। কারণ, তারা ভয় পেয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই নির্দেশিকা কী করে জারি করা হল?' এদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে এক নতুন নির্দেশিকা পাঠানো হয়। ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি 'ডিক্লারেশন ফর্ম' পাঠানো হয়েছে। ডিক্লারেশন ফর্মে বলা হয়েছে নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা তৈরি করতে কিছু শর্তের কথা বলা হয়েছে।একটি শর্তে লেখা হয়েছে, যাঁরা ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০২ সালে মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সে কথা ডিক্লারেশন ফর্মে উল্লেখ করে দিতে হবে। এই নিয়ম নিয়েই ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, 'তাহলে কি যাঁরা ১৯৮৭ সালের আগে জন্মেছেন বা ২০০২ সালের পরে জন্মেছেন তাঁদের হবে না?' অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও

এই নয়া নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার আহ্বান জানিয়েছেন মমতা। উল্লেখ্য, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব দিঘায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বুধবারেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। সব প্রস্তুতি খুঁটিয়ে দেখেছেন। বৃহস্পতিবার প্রস্তুতি বৈঠকও সেরেছেন। তার মধ্যেই এই নয়া নির্দেশিকা হাতে পেতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

রথের দড়ি ধরে রাজনীতির লড়াই

নয়া জামানা, কলকাতাঃ দীঘার প্রথম রথযাত্রায় ২ লাখের বেশি মানুষ থাকবে বলে মনে করছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ঠিক হয়েছে রাস্তার দু'ধারে থাকবে ব্যারিকেড। রথের কোন দড়ি কেউ টানতে পারবেন না। পরিবর্তে ওই ব্যারিকেডের বাইরে থেকে দড়ি স্পর্শ করা যাবে। বিভিন্ন জায়গায় তিনটি রথ সময় নিয়ে থামবে। মাসির বাড়ি ওল্ড দিঘাতে।নিউ দীঘার মন্দির থেকে দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। প্রচুর লোক সমাগমের জন্য যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এজন্য রাস্তার দুই ধারে ব্যারিকেড করে দেয়া হবে। তবে এই রথযাত্রার রশি টানা নিয়ে রাজনীতির পারদ তুঙ্গে। দীঘার রথযাত্রায় নেতৃত্বে খুব মুখ্যমন্ত্রী। অপরদিকে পাল্টা রথযাত্রায় দুই জেলাতে শুভেন্দু অধিকারীর তিনটি কর্মসূচি। প্রত্যেকটিতেই রথের প্রথম দড়ি টানবেন বিরোধী দলের নেতা। আবার এর মধ্যেই আজ শুক্রবার থেকে তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির থেকে বিতরণ করা হবে পুরি থেকে আনা মহা প্রসাদ। পাঁচ দিন ধরে এই মহাপ্রসাদ বিলি করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় বেলা বারোটায় রথযাত্রার একটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এরপর তিনি যাবেন তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে। সেখান থেকে সূচনা করবেন রথযাত্রার। এরপর তিনি আসবেন মেচেদাতে আরো একটি রথযাত্রা সূচনা করতে। শুভেন্দু দাবি করেছেন পূর্ব মেদনীপুরে সনাতনী হিন্দুরা এই রথযাত্রায় অংশ নেবেন। এদের কেউ কলকাতা থেকে আসছেন না দীঘার মত। এখানেও প্রায় লক্ষাধিক পুন্যার্থী রথযাত্রায় অংশ নেবেন। এবছর রামনবমী কে কেন্দ্র করে শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রথযাত্রার কে ঘিরেও সেই প্রতিযোগিতা। বলা যেতে পারে ধর্ম নয়, বরং রথের রশি ঘিরে চলছে রাজনীতির দড়ি টানাটানি। যার একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস অপরদিকে বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি, ডিজি রাজীব কুমারসহ রাজ্য প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক।ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে রাস্তার দুই পাস ব্যারিকেড করে দেয়া হবে। ওখানেই দাঁড়াতে হবে পুণ্যার্থীদের।ব্যারিকেটেড লাভ পার্ট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে রথের দড়ি। তবে কোন পুন্যার্থী দড়ি ধরে টানতে পারবেন না। তাদের স্পর্শ করতে দেয়া হবে মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেবেন। এরপর মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনিই প্রথম রথের দড়ি ধরে টানবেন। রথযাত্রাকে ঘিরে দীঘায় উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। সব হোটেল ভর্তি। দীঘায় এখন নিরাপত্তা ও জোরদার করা হয়েছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আনা হয়েছে একাধিক পুলিশ কর্মীকে। আনা হয়েছে সাদা পোশাকের পুলিশ ও। ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকের পুলিশ মিশে থাকবেন। কোন অপ্রীতিকার ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মহাকাশ থেকে শুভাংশু বললেন, বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ দীর্ঘ ২৮ ঘন্টা সফর শেষ করে মহাকাশের স্পেস সেন্টারে পৌঁছে গেল শুভাংশু সহ চার নভোচ্চর। এই অভিযানে শুভাংশু শুক্লা ছাড়াও রয়েছেন আরো তিনজন। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সুভাংশু বলেছেন প্রথমে যখন যাত্রা করলাম তখন এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমি মহা আনন্দে। সতীর্থরা বলেছে গতকাল নাকি প্রায় ২৪ ঘন্টায় আমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। এটাও এক বিরল অভিজ্ঞতা। তবে মাধ্যাকর্ষণ শূন্য এখানে এসে আমার শিশুদের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। বলতে পারেন আমি এখন এখানে শিশুদের মত হাঁটছি। শিখছি কিভাবে খেতে হয়। এক অন্য অভিজ্ঞতা। পৃথিবী থেকে ৪১৩ কিলোমিটার দূরে ড্রাগন পাক খাচ্ছিল সেই সময় মনের মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলাম। ডকিং পিরিয়ডের আগে স্টেশন পৌঁছতে ২৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার বেগে ড্রাগন এগিয়ে চলেছিল। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন এই নভশ্চরদের থাকতে হবে। মহাশূন্যে তারা সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে।

ড্রাগন ৪ ইতিমধ্যে ২৪ ঘন্টা কাটিয়ে ফেলেছেন মহাকাশচারীরা। বিভিন্ন তথ্য আসার পরে তারা সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছেন। সেইসব তথ্য দ্রুত চলে যাচ্ছে নাসাতে।প্রত্যেক মহাকাশচারী বলেছেন আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত এই অভিজ্ঞতা। যা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।

মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি ও হড়পা বানে তলিয়ে গেল ২০ শ্রমিক

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি। সেই সঙ্গে হড়পা বান। এই দ্বিমুখী ফলায় তলিয়ে গেল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কুড়িজন শ্রমিক। তলিয়ে গিয়েছে দুটি গাড়িও। এরমধ্যে আবার দুজনকে অন্য জায়গা থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের কুলুতে।গতকাল থেকেই গোটা হিমাচলজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে। রাস্তাঘাট শুনসান।কুলুতে বেসরকারি উদ্যোগে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছিল। কিন্তু সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। এর ফলে শ্রমিকরা কাজ করতে না পেরে তাদের বিশ্রামের ছাউনিতেই অপেক্ষা করছিল।

ওই সময় আচমকা মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি এবং সেইসঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে আসে হরপা বান। কিছু বোঝার আগেই ছাউনিতে বিশ্রামরত কুড়িজন শ্রমিক জলে তোড়ে ভেসে যায়। তবে এই শ্রমিকেরা কোন রাজ্যের তা এখনো জানাতে পারেনি হিমাচল সরকার।

জঙ্গির খোঁজে দেশের ১৮ জায়গায় এন আই এর তল্লাশি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভারতে আরো কিছু জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। তাদের খোঁজে বৃহস্পতিবার তিন রাজ্যের ১৮ জায়গায় তল্লাশি চালালো এন আই এ। ওই তল্লাশি অভিযান করা সত্ত্বেও কোন জঙ্গি অথবা তাদের কোনও সঙ্গীর ভোট পাওয়া গিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে এনআইএ কিছু জানায়নি। তল্লাশি চালানো হয়েছে হরিয়ানার সাত জায়গায়। এছাড়া পাঞ্জাবেরনয় জায়গায় এবং উত্তরপ্রদেশের দুই জায়গায়। তল্লাশিতে কি মিলেছে সে সম্পর্কে অবশ্য কোন তথ্য মেলেনি এন আই এর তরফে।পাহেলগাঁও কাণ্ডের পর জঙ্গি যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছিল ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রর।দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার ও করা হয়। তদন্তে পরবর্তীতে তার সঙ্গে কমিশনের ভিসা অফিসারদের অন্তরঙ্গ ছবি এবং ফোন আলাপ উদ্ধার করা হয়। হাইকমিশনের ওই অফিসার কে ভারত ফিরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে।

এছাড়া একাধিক ইউটিউবার কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনআইএ আরো কিছু তথ্য হাতে পেয়েছে। তার ভিত্তিতেই তারা মনে করছে এখনো ভারতে বিভিন্ন

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদিরা আত্মগোপন করে রয়েছে। তাদের খোঁজেই বৃহস্পতিবার ১৮ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলে।

তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক হুমায়ুন কে শোকজ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অনুমতি না নিয়ে কালীগঞ্জে যাওয়ায় তৃণমূলের আরেক বিধায়ক হুমায়ুন কবীর কে শোকজ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ডলের কোন অনুমতি না নিয়ে তিনি গত বুধবার কালিগঞ্জে গিয়ে তামান্না খাতুনের মাকে আর্থিক সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। ওই শিশু মৃত্যুর ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তৈরি করেছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই আগবাড়িয়ে কেন তিনি ওই পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির নির্দেশে সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এদিনই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন কবিরকে। তবে ডলের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত তিনি কোন মন্তব্য করেননি। বলা হয়েছে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকে উত্তর দিতে হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার এই বিধায়ক ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীও। কিছুদিন আগে তিনি মন্ত্রিত্ব পথ থেকে অপসারিত হন। যদিও তিনি হুগলির পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন একসময়। আইপিএস এই অফিসার ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবং জয়ী হোন। কালীগঞ্জের ঘটনা নিয়ে তিনি ঘটনাস্থকেই সাংবাদিকদের বলেছিলেন তিনি একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যারা দুস্থ পরিবারকে সহায়তা করে থাকে।আমি বিধায়ক হিসেবে নই।

দেশের ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন বাতিল করছে নির্বাচন কমিশন

নয়া জামানা, দিল্লি ঃ দেশের ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি বাতিল করা সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। ২০১৯ সাল থেকে এই রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ম মেনে দেশের কোন নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তাই জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে ২৮০০ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কমিশনের নথিভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু নথিভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব নিয়মকানুন রয়েছে তারা মানেনি। কমিশনের খাতায় এরা প্রত্যেকেই অনুমোদনহীন রাজনৈতিক দল। এদের মধ্যে থেকেই ৩৪৫টি রাজনৈতিক দলকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের। কমিশন তদন্ত করে দেখেছে ওই সব দলের যে অফিসের ঠিকানা দেয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। ওইসব ঠিকানায় এদের কোন অফিসের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজনৈতিক দল রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেয়নি নির্বাচন কমিশন। বাকি যেসব দল রয়েছে তাদেরও কমিশন বাতিল করার মমস্থির করে ফেলেছে। তবে তার আগে ওই সব দলের প্রতিনিধিদের হেয়ারিং নেবে কমিশন। এজন্য প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচনী অফিসারদের হেয়ারিং নিতে বলা হয়েছে। বাস্তবে ওইসব দলের কোন অফিস রয়েছে কিনা তার ও খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে অনুমোদনের জন্য যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় তার কিছুই করেনি ওইসব রাজনৈতিক দল। তবে একতরফা যাতে সিদ্ধান্ত না হয় তার জন্যই হেয়ারিং নিতে বলা হয়েছে নির্বাচন আধিকারিকদের।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নিন্দা নেই, ঘোষণা পত্রে সই করলেন না রাজনাথ

নয়া জামানা, ডিজিটাল ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে কোন বিবৃতি দেয়া হলো না। তাই বৃহস্পতিবার সাংহাই কো - অপারেশন সম্মেলনে কোনরকম যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়ে গেল। বিবৃতির জন্য খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত তাতে সই করেনি। কারণ ওই প্রস্তাবে কোথাও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ করা হয়নি। তাই যৌথ বিবৃতি ছাড়াই ওই সম্মেলন শেষ হয়ে যায়।

রাশিফল

মেষ রাশি
স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয় কোনও ...মেষ

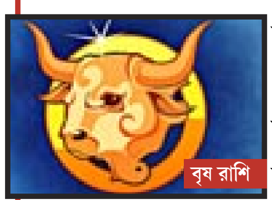
বৃষ রাশি
মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্য ভ্রমণ

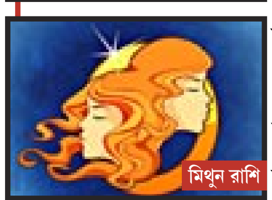
মিথুন রাশি
আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

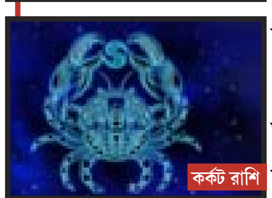
কর্কট রাশি
সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয়

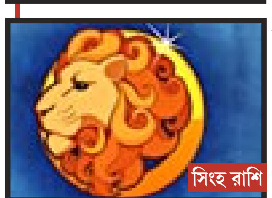
সিংহ রাশি
সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ক্ষতি

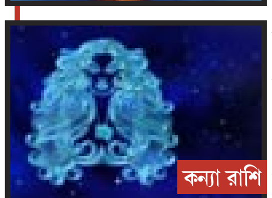
কন্যা রাশি
আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারে

তুলা রাশি
বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে, যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।

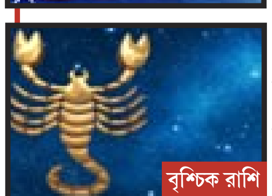
বৃশ্চিক রাশি
ধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে

ধনু রাশি
বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমৎকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

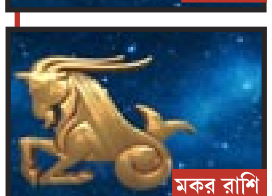
মকর রাশি
আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার

কুম্ভ রাশি
আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা করবে

মীন রাশি
ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে।

রাশিফল বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯০০২৯৮৯১৩২

স্বার্থপর জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার উপায়

স্বার্থপর জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার উপায়

নয়া জামানা ঃ স্বার্থপরতা মানব স্বভাবের একটি অংশ। খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাবে আমরা প্রায় সবাই জীবনে কখনো না কখনো স্বার্থপরের মতো আচরণ করি। তবে কিছু মানুষ রয়েছে যারা সব সময়ই এ ধরনের আচরণ করে থাকে। তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা মুশকিল। আর সেই মানুষ যদি হয় আপনার জীবনসঙ্গী, তাহলে তো মুশকিল। তখন সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে যায়। এমন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আপনাকে কিছু উপায় মেনে চলতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. সরাসরি কথা বলুন
আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। রেগে যাবেন না বা উত্তেজিত হবেন না। তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলুন। অনেক সময় সামনাসামনি কথা বললে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। তাকে দোষারোপ না করে আপনার অনুভূতি এবং উদ্বেগ প্রকাশ করুন। তার আচরণ আপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝাতে চেষ্টা করুন।

২. নিজের আচরণ খেয়াল করুন
আপনার সঙ্গীর মুখোমুখি হওয়ার আগে, আপনার নিজের আচরণ এবং প্রত্যাশাগুলো ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় নিন। এমন কিছু ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে আপনি হয়তো আরও বেশি স্বার্থপরতা দেখিয়েছেন। সম্পর্কের গতিশীলতায় আপনার নিজের অবদান বুঝতে চেষ্টা করুন। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন। এটিও দু'জনের মাঝে সম্পর্ক ঠিক রাখতে কাজ করবে।

৩. বাউন্ডারি রাখুন
স্বামী-স্ত্রী হলেও একে অন্যের সব সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। সবারই কিছু পার্সোনাল স্পেস থাকা উচিত। তাই সম্পর্কে মধ্যে কিছু বিষয়ে বাউন্ডারি রাখুন। সম্পর্কের শুরুতেই বিষয়গুলো নিয়ে স্পষ্ট কথা বলুন। এতে পরবর্তীতে আর ঝামেলা হবে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার কী প্রয়োজন এবং কোথায় আপনি আপস করতে রাজি নন তা নিয়ে আলোচনা করুন। সম্পর্কের এই বাউন্ডারি যেন যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এটি স্বার্থপর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে।

৪. বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন
যদি আপনার সঙ্গী স্বার্থপরতা আপনাদের দাম্পত্য জীবনে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে, তাহলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। একজন প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট আপনার উদ্বেগের সমাধানের জন্য কাজ করবেন। তিনি উভয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ এবং সহায়ক সমাধান দিতে পারবেন।

৫. সহানুভূতি
আপনার এবং সম্পর্কের ওপর তার স্বার্থপর আচরণের প্রভাব সঙ্গীকে জানান। এটি তাকে আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে পারে। হয়তো সে না বুঝেই এমন স্বার্থপর আচরণ করে থাকে। তার আচরণে কোথায় ভুল, কীসে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তা বুঝিয়ে বলুন। আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলো দেখতে কেমন তা তাকে জানান। সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললে হয়তো সে আর স্বার্থপরতা নাও দেখাতে পারে।

৬. নিজের যত্ন নিন
সঙ্গী স্বার্থপর আচরণ করলে নিজের প্রতি উদাসীন হবেন না। নিজের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই আপনার নিজের সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার আগ্রহের কাজগুলো করুন, প্রয়োজনে পৃথক কাউন্সেলিং করতে পারেন। এতে সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

বিয়ের আগের দিন বা রাতে বর-কনের যা করা উচিত নয়

নয়া জামানা ঃ আমাদের সমাজে বিয়ের আগে বর-কনেকে বেশ কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল বিয়ে দুজনের মধ্যেই নয় বরং দুই পরিবারের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে। এ সময় বর-কনে উভয়ের সামান্য ভুল-ভ্রান্তির কারণে দুই পরিবারে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। আবার ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিয়ে ভেঙেও যেতে পারে। তাই বিয়ের আগে বর-কনের উচিত নিজেদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রাখা ও প্রতিটি পদক্ষেপ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নেওয়া। ঠিক এমনই কয়েকটি কাজ আছে, যা বিয়ের আগের দিন বা রাতে বর-কনের করা উচিত নয়। বিষয়গুলো সামান্য ভাবলেও এসব ভুলের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি বিয়ে ভেঙে পর্যন্ত যেতে পারে। তো এবার কোন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন জেনে রাখুন-মদপান করা বা নেশাগ্রস্ত হওয়া বিয়ের আগের রাতে অনেক পুরুষই এখন ব্যাচেলর পার্টি করেন। নারীরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বন্ধু বা বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে এ পার্টির আয়োজন করেন বর বা কনে। এমন ক্ষেত্রে অনেকেই মজার ছলে মদপান করেন কিংবা জেনে-বুঝেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কিন্তু বিয়ের আগের রাতে ভুলেও করবেন না। দুর্ভাগ্যবশত হবু শ্বশুরবাড়ির কোনো সদস্য এ বিষয়ে জানলে বিয়েতে কুপ্রভাব পড়তে পারে। এমনকি আপনার ব্যক্তিত্বও নষ্ট হতে পারে। তাই এ ধরনের অঘটনের আগে বারবার ভাবুন ও সতর্ক থাকুন।প্রাক্তনকে কল করা প্রাক্তন প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীভাবে শেষ হয়েছে তা বিবেচ্য নয়। তবে বিয়ের আগের রাতে তাকে ফোন করার বোকামি করবেন না। এতে আপনিই বিপদে পড়বেন! এটি কেবল ভুল নয় বরং আপনার বিবাহিত জীবনকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিয়ের আগের রাতে এমনিতেই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন বর-কনে। এর মধ্যে অতীত নিয়ে ভাবলে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। আর আবেগের বশে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তই ভালো হয় না। তাই ভুলেও প্রাক্তনকে বিয়ের আগের রাতে কল করবেন না।বাজেট নিয়ে হবু সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা বিয়ের বাজেট বা আয়োজন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ই হবু সঙ্গীর সঙ্গে শেয়ার করবেন না। নিজ পরিবারের ভাবমূর্তি রক্ষায় এ বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ কথোপকথনের সময়, হবু স্বামী বা স্ত্রীর আপনার কোনো কথায় খারাপ লাগতেই পারে! যার কারণে বিয়ের দিন তার মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। তাই বিয়ের আগের দিন বুঝে-শুনে তবেই কথা বলুন।অভিযোগ এড়িয়ে চলুন বিয়েবাড়িতে অনেক মানুষের সমাগম ঘটে।

আর এক জায়গায় অনেক মানুষ থাকলে তাদের মধ্যে মতভেদ বা বিভিন্ন বিষয়ে ঝামেলা হতেই পারে। এ পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ছোট বিষয়ে অভিযোগ না করা বা কারও কথায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে অশান্তি না করা। এই একটি কারণে শুধু আপনার নয় আপনার পরিবারের সদস্যদেরও মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে।

নজরে INSTA

শুভাশীষ বসু

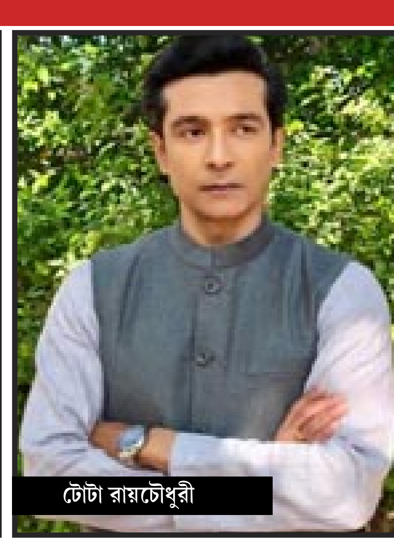
টোটা রায়চৌধুরী

বাইচুং ভুটিয়া

ববি দেওল

অজয় দেবগন

ইউকি ভাম্ব্রি

বয়সের ছাপ দূর করতে মটর

নয়া জামানা ঃ বয়স বাড়লে ত্বকে ফুটে ওঠে রেখা, এটা স্বাভাবিক। তবে পুষ্টি সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া বয়সের ছাপ ধীর করতে ভূমিকা রাখে। চল্লিশ বা পঞ্চাশের পরেও তরুণ দেখানোর গোপন রহস্য হিসেবে অনেকটাই কাজ করে দৈনিক খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা। আর বয়সরোধী উপাদান হিসেবে মটর, শুঁটি ও বীজ ধরনের খাবার হতে পারে সহজলভ্য।

পুষ্টির আধার কালো মটর, ছোলা, ডাল ধরনের খাবার এবং কিডনি বিনস অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিতে ভরপুর। যা সুস্থ বয়সের গতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।এগুলো ভেষজ প্রোটিন, আঁশ, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ যা সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে।

ত্বকের স্বাস্থ্য বয়স বোঝার দৃশ্যমান স্তর হল 'ত্বক'। মটর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- ভিটামিন সি ও ই সমৃদ্ধ যা ফ্রি রেডিকেলস'য়ের কারণে হওয়া ত্বকের অক্সিডেটিভ চাপ কমায়। অন্যদিকে মটরে আছে বায়োটিন, যা একটা ভিটামিন বি। এটা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে।এই পুষ্টি উপাদান ত্বকের তারুণ্য ফুটিয়ে তুলে বয়সের ছাপ, ভাঁজ ও বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে।

হাড়ের স্বাস্থ্য মটরে থাকে নানান খনিজ উপাদান যেমন- ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ও ফসফরাস। এগুলো হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। হাড়ের পুষ্টি কমে নানান রকম জটিলতা

যেমন- অস্টিও পোরেসিস'য়ের মতো বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। হৃদস্বাস্থ্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা দেয় হৃদরোগ। মটরে থাকা আঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

হাতের কাছে

হাওড়া

ডি.এম হাওড়া-
৯৮৩১০৭৬৮৬৫

এস.ডি.ও উলুবেড়িয়া-
৯৮৩০৬৯৩১৬৮

হাওড়া গ্রামীণ

সুপারেনটেনডেন্ট অফ হাওড়া রুরাল পুলিশ-
৯১৪৭৮৮৮২৩১

এস.ডি.পি.ও উলুবেড়িয়া-
৯০৭৩৩৪৩৮০২

আই.সি বাগনান-
৯১৪৭৮৮৮২৪৮

বাঁকুড়া জেলা

দমকল বিভাগ-
৮৫৮৪০২৭৩০৬

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ-
৯৪৩৪১৬৭৭৪৭

জলপাইগুড়ি

বক্সিরহাট থানা--
০৩৫৮২২৬৩৬৩০

বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্র--
০৩৫৮২২৬৩২৩০

ধুপগুড়ি মহকুমা শাসক -
৯০৪৬২২৭৯২৪

ধুপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান--
৭৭৯৭৮৬৩৮০০

ধুপগুড়ি বিএমওএইচ
৭০০৩৩৬৮৫৬৭

ধুপগুড়ি আইসি
৯১৪৭৮৮৯১৬৬

বানারহাট বিডিও অফিস
নং-- ৭৩১৮৮৫৮০০৬

বানারহাট ধুপগুড়ি দমকল।
নং-- ৯৮৩২৮৪৪৯৩৫

বানারহাট হসপিটাল।
নং-- ৯৪৩৪৩৫১৯৫৭

পুরুলিয়া

এস.পি--
৮৯৭১৭৭৬৬৬/৯০৮৩৬৯৪০০

ডি.এম--
৯৪৩৪০০১১২২

সি.এম.ও.এইচ--
৯৪৩৪১৯৭০৮

সভাধিপতি--
৮৬৭০৫০০৫৭৮

আই.সি পুরুলিয়ার সদর পি.এস
৯১৪৭৮৮৮৭৬১

আই.সি পুরুলিয়া (এম) পি.এস--
৯১৪৭৮৮৮৭৬৪

মালদা

এস.ডি.পি.ও কালিয়াচক
নং-- ৯১৪৭৮৯০২৮০

বিডিও কালিয়াচক-১
নং-- ৭৭১৯৩৬০৭৪৩

বি.এম.ও.এইচ কালিয়াচক হসপিটাল।
নং-- ৮০০১০৮৪০২৯

সি.এম.ও এইচ মালদা
নং-- ৯৮৩০৮০০২৩১

মালদা ডি.এম
নং-- ৯৭৭৫৮৪৪৮৪৪

মহানগর
নয়া জামানা

ফুটপাত ছোট করে চওড়া হবে রাস্তা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পথচারীদের চলাফেরার জন্য এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পৌরসভা। সম্প্রতি টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে উত্তর কলকাতার নর্দান এভিনিউয়ের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন উৎপাত দখল হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই অভিযোগ পাওয়ার পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন পাঁচ ফুটের বেশি যেসব ফুটপাত রয়েছে তা কেটে ছোট করা হবে। বাড়ানো হবে রাস্তার পরিসর।কলকাতা বিভিন্ন রাস্তা ফুটপাতে উপর গাড়ি রাতভর পার্ক করা হয়। এছাড়া জবরদখল করে দোকান বসে। সব মিলিয়ে উৎপাত প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুরসভার রাস্তা বিভাগের আধিকারিকরা স্বীকারও করেছেন সারদান এভিনিউ, বালিগঞ্জ, টালা, সি আই টি রোড, যাদবপুরে পাঁচ ফুটের বেশি ফুটপাত রয়েছে। কিন্তু ওইসব ফুটপাত দখল হয়ে গিয়েছে। কোন কোন ফুটপাতে পার্ক করে রাখ া হয় গাড়ি। আবার কোথাও বসে দোকান। ফলে পথচারীদের রাস্তায়

নেমে হাঁটতে হয়। এজন্য ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটছে। তাই পুরসভা ঠিক করেছে ফুটপাতের পরিসর কমিয়ে দিয়ে রাস্তা বাড়ানো হবে। পুরসভার আইন অনুযায়ী ফুটপাতের পরিধি অন্তত ৫ ফুট রাখতে হবে। কোন কোন রাস্তায় আবার ফুটপাত পাঁচ ফুটেরও
অনেক কম। এর ফলে সমস্যা রয়েছে। কারণ ওই ছোট ফুটপাতে হাঁটা দায়। তাই কলকাতার মেয়র উদ্যোগ নিয়েছেন রাস্তা বাড়ানোর। একই সঙ্গে ফুটপাতকে দখলমুক্ত করা।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার নবান্নে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়।

পাম্পহাউস থেকে লকগেট, একগুচ্ছ প্রকল্প হাওড়া পুরসভার, এই বর্ষাতেই মিলবে সুফল

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ পাম্পহাউস থেকে শুরু করে লকগেট, একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ জোরকদমে চলছে হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে। এবারের বর্ষাতেই এর ফলে সুফল মিলবে ৪৩নং ওয়ার্ডের মানুষের। জল জমার সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হাওড়ার ৪৩নং ওয়ার্ডে পুরসভার উদ্যোগে তিনটি পাম্প হাউস তৈরি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ৪টি লকগেট বসছে ওই এলাকায়। এছাড়াও জলের পাইপলাইন পাতার কাজ চলছে। সেই কাজ পরিদর্শন করত এদিন ওই প্রকল্প পরিদর্শনে যান পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস সহ পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। এই বিষয়ে সুজয় বাবু বলেন, ক্ষ্মকাজ শেষ হলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ জল জমার হাত থেকে রেহাই পাবেন। শুধু ৪৩নং ওয়ার্ডের জলই নয়, এর পাশাপাশি ২৫, ২৬, ২৩নং ওয়ার্ডের

জলও ওই এলাকা দিয়ে বের হয়। এই কারণে ওই জায়গায় জল জমার সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নিয়ে আমরা তিনটি পাম্প হাউস, চারটি লকগেট, পাইপলাইন পাতার কাজ করছি। প্রথম পাম্প হাউসের প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শুধু সেখানে সিইএসসি'র মিটারের কাজ কিছুটা বাকি আছে। দ্বিতীয় পাম্প হাউস তৈরির কাজ প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় যে পাম্প হাউস তৈরি হচ্ছে সেটির স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। ওই অঞ্চলে মাটির তলা দিয়ে প্রচুর কেবল লাইন ছিল। সেই কারণে প্রথমে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তৃতীয় পাম্প হাউসের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা আশা করছি এবারের বর্ষাতেই ওই অঞ্চলের মানুষকে আমরা বেশ কিছুটা 'রিলিফ' দিতে পারব।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আবারো নিম্নচাপ। বঙ্গোপসাগরে। বর্ষা ঢুকে গেল পুরোপুরি বৃষ্টি শুরু হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই বঙ্গোপসাগরের বারে বারে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। নতুন করে ঘনীভূত নিম্নচাপ আগামী রোববারের পর ওড়িশা থেকে ঝারখ ান্ড এবং তারপর ছত্তিশ গড়ের দিকে সরে যাবে। কিন্তু এই নতুন নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলা হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হবে শুক্রবার থেকে। সমুদ্রের কাছাকাছি যেসব জেলা রয়েছে সেখানে ঝড়ো হাওয়া বইবে ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে। উত্তাল সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার জন্য মৎস্যজীবীদের বলা হয়েছে। এজন্য জারি হয়েছে লাল সতর্কতা।আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে কলকাতা ও দুই চব্বিশ পরগনায় ভারী বৃষ্টি হবে। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে প্রবল বর্ষণ হবে। তবে দক্ষিণবঙ্গেরও বৃষ্টি বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়াতে ব্যাপক বৃষ্টি হবে। বজ্যবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারের পর আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি ঘটবে। আর এরপরে নামবে বর্ষা পুরোপুরি। ভরা বর্ষা
হলে কলকাতা শহরের জমা জল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও কলকাতা পুরসভা নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।সব ধরনের পাম্পিং স্টেশন কে প্রস্তুত করা হয়েছে। বাড়তি পাম্প এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং দমকল বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মমতাকে অনুকরণ ! দিল্লিতেও পথ নির্দেশিকা বোর্ডের রং নীল-সাদা

নয়া জমানা, কলকাতা ঃ কোথায় যাবেন? পার্লামেন্ট? জনপথ? কতর্ব্যপথ? নাকি, কনটপ্লেস? রেলভবন সাধারণ মানুষ যা দেখে পৌঁছবেন গন্তব্যে, সেই পথ নির্দেশিকার (রোড সাইন) বোর্ড এবার হচ্ছে নীল-সাদা। বর্তমান সবুজ বোর্ডের ওপর সাদায় লেখা ডিজাইন বদলে যাচ্ছে নয়াদিল্লির লুটিয়েন্স দিল্লি এলাকায়। যা নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের এনডিএমসি) অধীন। পদাধিকারবলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং নিউ দিল্লির সাংসদ কাউন্সিলের এক্স-অফিসিও মেম্বার। উভয়েই বিজেপির। এনডিএমসি'র ভাইসচেয়ারম্যান কুলজিৎ চাহলও বিজেপি নেতা। আর বিজেপি নেতৃত্বের হাতে চলা সেই নয়াদিল্লি নগরপালিকা পরিষদই এবার পথ নির্দেশিকা বোর্ড বদলাচ্ছে নীল-সাদায়। এর জন্য খরচ হবে ১৮ কোটি টাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর নীল-সাদা রঙে জোর দেন। রেলিং, বাড়ি, পথ নির্দেশিকা বোর্ডের রং বদলান। যা নিয়ে তৃণমূল বিরোধীরা কম সমালোচনা করেনি। ঘটনাচক্রে সেটিই এখন করতে চলেছে বিজেপির

নেতৃত্বাধীন এনডিএমসি। ৪২.৭ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত যে এলাকার মধ্যেই দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। নর্থব্লক, সাউথ ব্লক, সংসদ। সরকারি দপ্তর। দিল্লির প্রাণকেন্দ্র। সেখানকার ত্রিকোণ, চতুর্ভূজ, পঞ্চভূজ, গোলাকার সব ধরনের পথ নির্দেশিকার বোর্ডের রংই যাচ্ছে বদলে। 'ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেসে'র গাইডলাইন মেনেই তা বদলানো হচ্ছে। যেখানে শহরে পথ নির্দেশিকা বোর্ডের রং হবে নীল। তার ওপর সাদা দিয়ে লেখা থাকবে রাস্তার নাম। জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের ক্ষেত্রে সেটি হবে সবুজ প্রেক্ষাপটে সাদা লেখা।
নয়াদিল্লির এই এলাকায় রয়েছে ১, ২৯৮ কিলোমিটার রাস্তা। ৫২ টি গোলচক্কর। কলকাতায় যেমন রাস্তার মোড় হয় চারমাথা, পাঁচমাথা, তিনমাথা, দিল্লির লুটিয়েন্স জোনে সেগুলি গোলাকার। একাধিক দিক থেকে রাস্তা এসে মেশে। একটি রাস্তা মিস করে গেলে ঘুরে আসতে হবে অনেকটা। নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার দিক নির্দেশ করতে রয়েছে ৬,৪৩৯ টি রোড সাইন বোর্ড।
যেখানে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু আর গুরমুখীতে লেখা রাস্তার নাম। ২০১০* সালে কমনওয়েলথ গেমসের সময় নয়াদিল্লি সাজিয়ে তুলেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত। সেই থেকে চলছে বোর্ড। এবার সেগুলির রং বদলাচ্ছে বিজেপি। এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহলে অনুকরণ করছে বিজেপিও?

বড় পরিবারের জন্য রেশনে মিলবে আরো বেশি সামগ্রী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ এরাজেরে এসব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। বর্তমানে একজন রেশন কার্ড থাকলেও তাকে অন্য পরিবারের মতো একইভাবে চাল, গম থেকে শুরু করে সমপরিমাণ রেশম সামগ্রী দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আগামী ১ জুলাই থেকে তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটি পরিবারের যদি একজনের রেশন কার্ড থাকে তাকে অন্তদ্বয় অন্নপূর্ণা যোজনা অনুযায়ী আর রেশন দেয়া হবে না। তবে যেসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা দশের বেশি তাদের আরো বেশি করে রেশনের সামগ্রী দেয়া হবে। রাজ্য সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিরোধিতা অবশ্য বলেছে বড় সংসারে একাধিক ভোটার। তাই ছোট সংসারের রেশন কেড়ে নিয়ে বড় সংসারের জন্য দেয়া হচ্ছে। যদি এই ব্যবস্থা চালু হয় তাহলে ছোট পরিবারগুলিও বিরোধিতার পথে যাবে। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস সবেতে ভোটের রাজনীতি করে আসছে। কিছুদিন আগে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে খাদ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের উপর সীলমোহর

দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খাদ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এক সদস্যের রেশন কার্ড আছে এরকম গ্রাহকের সংখ্যা তিন লক্ষের কমবেশি। তুলনায় দশজনের বেশি সদস্য রয়েছে এরকম পরিবারের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। কিন্তু বড় সংসারের জন্য যেসব সামগ্রী দেয়া হয় রেশনে এবং যে অনুপাতে তা সব ক্ষেত্রে মানানসই নয়। এজন্যই বৃহৎ সংসারে বেশি পরিমাণে রেশনের সামগ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।একক সংসারে আরো একটি অভিযোগ হয়েছে তাহলে রেশনের পণ্যসামগ্রী তারা খোলা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন বেশি দামে। ৫ টাকা কেজি দরে চাল কিনে বাইরে কুড়ি টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। এরকম ভাবেই গম, ছোলা, ডাল, ভোজ্য তেল খোদা বাজারে চলে যাচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় এসব বন্ধ করা সম্ভব। ১ জুলাই থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কি ভূমিকা নেবে টা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে শাসক দল এবং সরকার। অনেকেই মনে করছেন এই নয় ব্যবস্থা চালু হলে বিরোধীরা ফের হাতে একটি রাজনৈতিক কষ্ট পেয়ে যাবে। এজন্য বাংলা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরো একটি ইসু তৈরি হবে।

স্কুলেও এবার থেকে একাদশ ও দ্বাদশে সেমিস্টার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নতুন সিলেবাসে কলেজের মত উচ্চমাধ্যমিকেও চালু হলো সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। অর্থাৎ এখন থেকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারা সেমিস্টারের মতোই পরীক্ষা দিতে পারবে। কলেজে সেমিস্টারে পাস না করলে পরের সেমিস্টারের সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীতেও ওই একই ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে। তবে দ্বাদশ শ্রেণীতে এই সুযোগ থাকবে না। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে এই সার্কুলার প্রত্যেক স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।কাউন্সিলের পাঠানো ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে আগামী এক মাসের মধ্যে থেকে স্কুলগুলি তাদের সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কলেজ
স্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেক আগেই চালু হয়ে গিয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতিতে। কেন্দ্রীয় সরকারেরঅধীন এসব বোর্ড রয়েছে তারাও স্কুলে স্কুলে চলতি বছর থেকে চালু করে দিয়েছে
সেমিস্টারের পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার।দেরিতে হলেও বাংলা সেই ব্যবস্থায় চালু করল।

বামেদের সরকারে থাকার ৩৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেবে তৃণমূল

আজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন মমতা, হাওড়ায় বললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ সরকারে থাকার ৩৪ বছরের বামেদের রেকর্ড অবলীলায় ভেঙে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও ২০ বছরের অনেক বেশি সময় ক্ষমতায় থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। যার প্রধান কান্ডারি হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি রাজ্যের শিক্ষক মহলও তৃণমূলের সঙ্গেই থাকবে। ওঁরা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেনও। বৃহস্পতিবার হাওড়ার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এক অনুষ্ঠানে এসে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল রাজ্যে বামেদের ৩৪ বছরের ক্ষমতায় থাকার ভেঙে দেবে। এখনও ২০ বছরের অনেক বেশি সময় তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় থাকবে। আজীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও তিনি সম্পূর্ণ ফিট আছেন। দিল্লিতে ২০২৯ এ দেশের বড় দায়িত্বভার নিয়ে তাঁকে চলে যেতে না হলে তিনিই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি। সারা রাজ্য ঘুরছেন। তিনিই রাজ্যের মুখ। অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে তিনি মানুষের ভালবাসা ও আর্শীবাদ পেয়েছেন। এমনকি শিক্ষকরাও তৃণমূল সঙ্গেই আছেন। যতই তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হক তাঁরা জানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পাশে রয়েছেন। ওঁদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, মামলা মামলার জায়গায় রয়েছে। স্নাতকস্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু রয়েছে। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে তুলোধোনা করেন ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, হাওড়ায় একটি হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এটা একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই করা সম্ভব। তামান্নার পরিবারের সিবিআই তদন্ত চাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওঁরা এটা চাইতেই পারেন। এই ব্যাপারে আমার কোনও বক্তব্য নেই। দল ইতিমধ্যে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করছে। নিন্দা করেছে। আমরাও অপরাধীদের কঠোরতম সাজা চাই। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অরূপ রায়, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেণঃটর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূল কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মধু নির্যাতনের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি সোনারপুরে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল রঞ্জিত মন্ডল তার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার এবং মারধর করার অভিযোগ এনেছেন। স্ত্রী মিতালী মন্ডলের অভিযোগ প্রায় দিন তাকে মারধর করা হয়। এখনো খাবার রান্না ভাল হয়নি। এরকম নানান অজুহাত দেখিয়ে অত্যাচার করা হতো। সম্প্রতি এই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। মিতালী দেবীর অভিযোগ তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে বাইরে চলে যেতেন কাউন্সিলর। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি ১০০ ডায়ালে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। নরেন্দ্রপুর থানা থেকে

পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে মিতালী দেবীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ওই কাউন্সিলর রঞ্জিত মন্ডল কে পুলিশ থানায় সাত দিনের মধ্যে আসতে বলেছে। যদি তিনি না আসেন তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এই মর্মে নরেন্দ্রপুর থানা রঞ্জিত মন্ডলকে নোটিশ ও দিয়েছে। মিতালী দেবীর আরো অভিযোগ তার মেয়ে বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে এনে তাকে দিত। কারন যেভাবে অত্যাচার চলত তা সূর্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তৃণমূল কাউন্সিলারের এই আচরণকে ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত রঞ্জিত মন্ডল দাবি করেছেন তার স্ত্রী মানসিক রোগী। এইজন্য তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। তিনি বলেন আমার বাড়িতে সিসিটিভি আছে। পুলিশ ইচ্ছা করলে সিসিটিভির ফুটেজ নিয়ে দেখতে পারে। আমি কোনরকম অত্যাচার করিনা। এসব মিথ্যা অভিযোগ। পুলিশ অবশ্য গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মিতালী দেবী পুলিশের কাছে লিখি ত অভিযোগ ও দায়ের করেছেন।

নতুন ওবিসি তালিকা বাতিল,পুরনোতেই কলেজে ভর্তি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলেজে ভর্তি হওয়ার পোটাল বাতিল করলো না হাইকোর্ট। ওবিসি নিয়ে আদালত অবমাননা করার যে মামলা হয়েছে সেখানে রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিল ওবিসি তালিকার এ এবং বি ক্যাটিগরি আপাতত কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে চালু হবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। রাজ্য সরকারের এই মন্তব্য করার পর বিচারপতি রাজা শেখর মানথা বলেন আদালত আশা করে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলবে। কারণ ২০১০ সালের পর থেকে হাইকোর্টি ওবিসি তালিকা বাতিল করে দেয়। এরপর গত ১৮ জুন সাংবাদিক বৈঠক করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ভর্তির পোর্টাল চালু করেন। ওই বৈঠকেই প্রশ্ন উঠেছিল ওবিসি তালিকা নিয়ে কি হবে। কারণ ততদিনে রাজ্য সরকার ওবিসি এ এবং ওবিসি দি ক্যাটেগরি ঘোষণা করে দিয়েছে।এরপরই আদালত অবমাননার মামলা হয়। যদি ওই সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার বলেছিলেন আমরা আইনের পথে ঠিক আছি। ভোটটি নিয়ে সমস্যা হবে না ওবিসিদের। শেষ পর্যন্ত আদালতে ভুল স্বীকার করতেই হল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কে। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী জানান গোটা বিষয় কি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই সুপ্রিম কোর্ট তাই দেবার পর সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। এরপরই বিচারপতি রাজা শেখর মানথা বলেন ভর্তির পোর্টালের উপরে কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করছে না আদালত।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সেন্সর বোর্ডের নতুন নিয়ম

নতুন নিয়ম নিয়ে এলো সেন্সর বোর্ড।এবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা সেন্সর বোর্ডের পোর্টালে গুরুত্বপূর্ণ বদল নিয়ে আনা হয়েছে।কোনও সিনেমার কোন অংশ পরিবর্তন বা ছেঁটে ফেলতে বলা হলে তা এই পোর্টালে আগে দেখা যেত।জুন থেকে এই নিয়মে বদল আনছে 'ই-সিনেপ্রমাণ' পোর্টালটি। সেন্সর বোর্ডের মূল ওয়েবসাইটে এই তথ্য কোনও কালেই পাওয়া যেত না। একমাত্র 'ই-সিনেপ্রমাণ' পোর্টালই এই সুবিধে মিলত। সাংবাদিক-সহ সাধারণ মানুষ জানতে পারতেন, কোন ফিল্মে কী সেন্সর করা হয়েছে।এখন সেই রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে সেন্সর বোর্ড। এখন থেকে একমাত্র ছবির প্রযোজকই জানতে পারবেন,কী সেন্সর করা হল বা কী সেন্সর করতে হবে।

প্রত্যেক ছবির সিবিএফসি শংসাপত্রে একটি করে কিউআর কোড দেওয়া থাকে।সিবিএফসির সাম্প্রতিক এই পরিবর্তনের আগে ওই কোড স্ক্যান করলে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট 'ই-সিনেপ্রমাণ' পেজ দেখতে পাওয়া যায়। যা থেকে জানা যায়, সার্টিফিকেটটি বৈধ। ওই পেজেই জানা যায়, ছবির কোন কোন অংশ সেন্সর করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক ছবির ই-সিনেপ্রমাণ পেজগুলির ইউআরএল বা ওয়েব ঠিকানায় ১৮-সংখ্যার একটি নম্বর থাকত। নম্বর অদলবদল করলেই জানা যেত, সেন্সর বোর্ড ছবির কোন কোন অংশ বাদ দিতে বলেছে।

জীবনি

প্রথম পর্ব

মান্না দে

প্রথম জীবন
প্লে-ব্যাক
সাফল্য এবং পুরস্কার

১৯১৯ সালের ১লা মে কলকাতায় জন্ম প্রবোধ চন্দ্র দে'র। বাবা-মায়ের কাছে গোলগাল চেহারার এই সন্তানটি প্রবোধ নামেই বড় হয়ে উঠছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের মঞ্চ নামেই তিনি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হন। তিনি মান্না দে। মা মহামায়া এবং বাবা পূর্ণ চন্দ্র দে।বাবা-মায়ের সংস্পর্শ ছাড়াও, পিতৃসম্বন্ধীয় সর্বকনিষ্ঠ কাকা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র অনুপ্রেরণাতেই সঙ্গীতশিক্ষায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তিনি ছোটবেলা থেকেই। মান্না দে শৈশবে পড়াশোনা শুরু করেন 'ইন্দু বাবুর পাঠশালা' নামে একটি ছোট প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তারপর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি তার সহপাঠীদেরকে গান শুনিয়ে মাতিয়ে রাখতেন। তিনি তার কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র পাশাপাশি উস্তাদ দাবির খানের কাছ থেকেও সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে মান্না দে আন্তঃকলেজ গানের প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে তিন বছর তিনটি আলাদা শ্রেণীবিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি পড়াশোনা, সঙ্গীত শিক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত কুস্তীও করতেন।

প্রথম জীবন

মান্না দে ১৯৪২ সালে কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র সাথে প্রথম বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) দেখতে যান। সেখানে শুরুতে তিনি কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র অধীনে সহকারী হিসেবে এবং তারপর শচীন দেব বর্মণ (এস.ডি. বর্মণ) এর অধীনে কাজ শুরু করেন। ১৯৪২ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কাকার সঙ্গীত পরিচালনায় তামান্না ছবিতে একটি ডুয়েট গান রেকর্ড করেন মান্না দে। সেটাই ছিল তাঁর বলিউড ডেব্যিউ। ঐ সময়ে গানটি ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে তিনি অন্যান্য স্বনামধন্য গীতিকারের সান্নিধ্যে আসেন এবং তারপর স্বাধীনভাবে নিজেই কাজ করতে শুরু করেন। ঐ সময় তিনি বিভিন্ন হিন্দি চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত পরিচালনার পাশাপাশি উস্তাদ আমান আলি খান এবং উস্তাদ আব্দুল রহমান খানের কাছ থেকে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন। 'মশাল' (১৯৫০) ছবিতে শচীন দেব বর্মণের সঙ্গীত পরিচালনায় 'ওপার গগন বিশাল' নামে একটি গান গেয়েছিলেন তিনি। এই গানের কথা লিখেছিলেন কবি প্রদীপ। সেটিই ছিল উনার প্রথম একক গানের রেকর্ড। ১৯৫২ সালে মান্না দে বাংলা এবং মারাঠী ছবিতে একই নামে এবং গল্পে 'আমার ভূপালী' গানটি রেকর্ড করেন। এরপরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় গায়ক হিসেবে সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পান।

মান্না দে পণ্ডিত ভীমসেন জোসির সাথে একটি জনপ্রিয় ডুয়েট 'কেতকী গুলাব জুহি' গেয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি কিশোর কুমারের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে শোলে ছবিতে 'ইয়ে দোস্তী হাম নেহী তোড়েঙ্গে' এবং পড়োসন ছবিতে 'এক চতুর নার' গানগুলি গেয়ে শ্রোতাদের কাছে প্রচুর পরিচিতি পান।এছাড়াও, মান্না দে বাংলায় শিল্পী ও গীতিকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ আরো বেশকিছু গীতিকারের সাথে বাংলা ছবিতে গান গেয়েছিলেন। দ্বৈত সঙ্গীতে লতা মঙ্গেশকরের সাথে শঙ্খবেলা ছবিতে 'কে প্রথম কাছে এসেছি' গানটি গেয়ে বাঙালির মন জয় করেছেন। আট দশক দীর্ঘ কেরিয়ারে রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ প্রায় ৪০০০ গান গেয়েছেন মান্না দে দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে। তিনি অসংখ্য শ্যামাসংগীতও গেয়েছেন।

প্লে-ব্যাক

শচীন দেব বর্মনের সঙ্গে মান্না দে'র প্রথম অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫০ সালের

'মশাল' ছবিতে। 'উপর গগন বিশাল' এবং 'দুনিয়াকে লোগো'-ছবিতে দুটো গান রেকর্ড করেছিলেন মান্না দে। এরপর থেকেই শুরু সুপারহিট এই সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক জুটির সফর।মান্না দে গোটা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন ১৯৫৩ সালে 'দো বিঘা জমি' মুক্তির পর। সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশনে এই ছবিতে গান গেয়েছিলেন মান্না দে।১৯৫৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর কেরলের মেয়ে সুলোচনা কুমারণকে বিয়ে করেন মান্না দে।

চাকা ঘোরে রথের, হৃদয় কি ঘোরে?

উৎসব রইল রাস্তায়, ঈশ্বর চুপ অন্তরে

আমার মনে হয়, আজকের রথযাত্রা যেন দাঁড়িয়ে আছে দুটি পথের সন্ধিক্ষণে। একদিকে প্রযুক্তির দীপ্তি, যেখানে ঈশ্বরের পথে পা ফেলছি না, বরং ক্যামেরার ফোকাসে তাঁকে বন্দি করছি এবং অন্যদিকে বিশ্বাসের ধূসর স্নিগ্ধতা। ধর্ম ও রাজনীতির সীমারেখা ঘোলাটে। আর এসবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা- ভক্ত নই, পর্যবেক্ষক। আর রথের মতো শান্তি ও সমতার প্রতীক যদি হয়ে যায় দখলের প্রতিযোগিতা, তবে আমরা কেবল ঈশ্বরকে নয়, নিজের বিবেককেও বিসর্জন দিচ্ছি ; লিখেছেন দেবরাজ সাহা

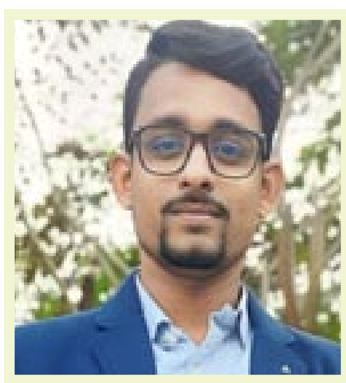

রথের চাকা ঘুরছে। বহমান, অনবরত। কিন্তু সেই গতির গভীরে আমরা কী শুনি? ভক্তির ধ্বনি, না এক বিবশ বিনোদনের ব্যস্ত শব্দ? এক সময় রথ মানে ছিল আকাশে মেঘ, জমির ধুলো, মানুষের ঢল আর অন্তরের আবেগ। কাঁধে বল, কপালে ঘাম, গলায় জয়ধ্বনি। আর আজ সেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে, সেলফি স্টিকে ঈশ্বর আটকে আছেন। ভক্তি এখন 'লাইভ'এ। দর্শন নয়, সম্প্রচার। মন নয়, মোবাইল অন। আমার শৈশবে, রথ মানে ছিল কাগজে রং করে বানানো রথ। পাড়ার বুড়ো ঠাকুরমা বলতেন, তজগন্নাথ আজ রথে উঠেছেন, তোদের জীবনেও শুভ সূচনা হোক।দ সেইসব কথা আজ আর শোনা যায় না। এখন শোনা যায়, তলাইভটা ঠিক মতো হচ্ছে তো?দ অথবা, তফলোয়ার বাড়ছে তো?দ ঈশ্বর যেন সামাজিক মাধ্যমের একটি ফিচার হয়ে গিয়েছেন যিনি মানুষ নয়, কন্টেন্ট। একসময় রথ মানে ছিল আবেগ, বাড়ির ছোট্ট বেদিতে কাঠের রথে বসা ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া,আর ঠাকুরমশাইয়ের মুখে শুনে আসা পদাবলী। আজ রথ মানে মেলা, শপিং, ঝলমলে ডিজে সাউন্ডে ঢেকে যাওয়া পুরোনো গান। রথ মানে 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা', যেখানে ঈশ্বরের নাম ডুবে যায় সাউন্ড মিক্সারে।

আমার মতে, এটা আমাদের অন্তরের বিপর্যয়। ঈশ্বরকে আজ আমরা দেখাতে চাই, অনুভব করতে চাই না। আমরা তাঁর ছবি তুলতে চাই, সান্নিধ্যে থাকতে চাই না। আমরা রিল বানাই, কিন্তু রূপান্তর হই না। তবে প্রযুক্তির গরিমা আমি অস্বীকার করি না। এই প্রযুক্তিই আজ পৌঁছে দিচ্ছে রথের স্পর্শ সেই সব মানুষদের কাছে যারা শারীরিকভাবে বা ভৌগোলিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন না। বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রবাসী তাঁরা অন্তত স্ক্রিনে দর্শন পান। কিন্তু প্রশ্ন থাকে দর্শন কি অনুভবের সমান? মায়ের কোলে ঘুমানোর যে উষ্ণতা, তা কি ফোনে দেখা মায়ের ছবিতে থাকে? ঠিক তেমনই, রথ যদি অনুভব না হয়, তাহলে তা নিছকই দৃশ্য, অনুভবহীন একটি দৃশ্য।

আজকের ডিজিটাল রথের দৌলতে ফুটে উঠছে এক অস্বস্তিকর প্রতিচ্ছবি।একদিকে আলোকিত রথ, অন্যদিকে অন্ধকারে ঢেকে থাকা সমাজচেতনা। যখন রথের গায়ে রং-বেরঙের আলোকসজ্জা, তখন পাশের গ্রামে এক রোগী রক্তের অভাবে বা ডাক্তারের অভাবে মারা যাচ্ছেন। রথ মঞ্চে রাজনীতিকদের মুখ দেখা যায়, কিন্তু মানুষের চোখে নেই স্বস্তি। রাজনৈতিক নেতারা এসে বলছেন তভগবানের আশীর্বাদে আজ আমরা এখানেদ- কিন্তু প্রার্থনায় রাজনীতি ঢুকে গেলে তা আর প্রার্থনা থাকে না, হয়ে ওঠে প্রতারণা। রথের দিনে যখন ভক্তরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন ভগবান দর্শন করবার জন্য, তখন মন্দিরের পাশে আলাদাভাবে থাকে ভিআইপি লাইন, তাছাড়াও ঠাকুরের চেয়েও বড় হয় ফ্লেক্সে ছাপানো রাজনীতিকের মুখ। এটাই আজকের সমাজের বাস্তব চিত্র। ধর্ম ও রাজনীতির সীমারেখা ঘোলাটে। ঈশ্বরের নামে মিছিল হয়, ট্রেন বন্ধ হয়, প্রাচীন রথকে ঘিরে শুরু হয় মেরুকরণ। রথ হয়ে ওঠে ক্ষমতা প্রদর্শনের অজুহাত।ধর্ম যখন রাজনীতির হাত ধরে চলে, তখন তা ভক্তির বাহন নয়, বিভেদের যন্ত্র হয়ে ওঠে। আর রথের মতো শান্তি ও সমতার প্রতীক যদি হয়ে যায় দখলের প্রতিযোগিতা, তবে আমরা কেবল ঈশ্বরকে নয়, নিজের বিবেককেও বিসর্জন দিচ্ছি। ধর্মের নামে উল্লাস আর ভোটের নামে হুজুগ; এই দুইয়ের মধ্যবর্তী রথে ঈশ্বর আর থাকেন না, থাকেন শুধু ব্যালটের সম্ভাবনা।

আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে সত্যিই অনুভব করতে হলে চোখ নয়, হৃদয় দরকার। আর সেই হৃদয় আজ যেন হারিয়ে যাচ্ছে ক্যামেরার লেন্সে। আমরা ঈশ্বরের পথের সঙ্গী হচ্ছি না, বরং তাঁকে পর্যবেক্ষণের বস্তুতে রূপান্তর করছি। তবু আমি বলব, প্রযুক্তির সবটুকু মন্দ নয়। এটা একটা আয়না। সে আমাদের দেখায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি শুধুই মুখ ঠিক করি? না কি চোখে চোখ রেখে দেখি নিজের অন্তর? এই প্রশ্নই রথযাত্রার দিন আমাদের করা দরকার। আজ যখন আমরা ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে রথ দেখতে যাই, তখন নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় রথের আসল দর্শনার্থী কে? আমি, না আমার মোবাইল ফোন? রথ মানে তো কেবল উল্লাস নয়। রথ মানে পথ। রথ মানে চলা। সেই চলার সাথী হওয়া মানে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো নয়, বরং তাঁর মতো করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যদি রথযাত্রা আমাদের শুধু বাহ্যিক উৎসবে সীমাবদ্ধ রাখে , তাহলে সেটি ধর্ম নয়, হুজুগ। আর যদি রথ আমাদের ভিতরের রথচক্র ঘোরাতে শেখ ায়;তাহলে সেই রথই সত্যিকারের উৎসব। আমার মনে হয়, আজ আমাদের ঈশ্বরকে দরকার নিজের ভেতরের রথে বসিয়ে তোলার। উৎসব শুধু রাস্তায় নয়, সে যেন ঘটে আত্মার আঙিনায়। যদি তা না হয়, তবে রথ থাকবে, কিন্তু যাত্রা হবে না। আর ঈশ্বরের এর চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, যদি তাঁকে বসিয়ে রাখা হয় একা এক নিঃসঙ্গ রথে। প্রযুক্তি খুব ভালো, কিন্তু সে যেন ঈশ্বরের প্রতীক না হয়ে ওঠে। ঈশ্বর যিনি অনুভবের বস্তু, তাঁকে যদি আমরা শিখরে বসিয়ে রিল বানানোর অস্ত্র করে ফেলি, তাহলে তাঁকে আমরা খুইয়ে ফেলি। ঈশ্বর তখন আর আমাদের হৃদয়ে থাকেন না, থাকেন ট্রেন্ডিং ট্যাগে। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের রথ যতটা না পথচলার প্রতীক, তার চেয়েও বেশি এক আত্মজাগরণের আহ্বান। রথ টানার শক্তি শুধু বাহুতে নয়, লাগে বিবেকেও। আর সেই বিবেক আজ যেন ক্রমেই মঞ্চ, মিডিয়া আর মিথ্যের ভিড়ে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, প্রযুক্তি থাকুক, জৌলুস থাকুক, তবু ঈশ্বর যেন অন্তরেই থাকেন। তাঁকে যেন আমরা ব্যবহার না করি, বরং উপলব্ধি করি। যদি আমরা সত্যিই চাই ঈশ্বরকে কাছে পাবার, তবে আমাদের হৃদয়টাও প্রস্তুত করতে হবে ভক্তির, বিনয়ের, প্রশ্নের এবং প্রতিরোধের মাটি দিয়ে। কারণ ঈশ্বর কেবল রথে বসেন না, তিনি বসেন সেই মনেও, যেখানে মানুষকে মানুষ ভাবার সাহস এখনও বেঁচে আছে। আর আমি সেই সাহসকেই ঈশ্বর বলে জানি।

রথের চাকা ঘুরছে। বহমান, অনবরত। কিন্তু সেই গতির গভীরে আমরা কী শুনি? ভক্তির ধ্বনি, না এক বিবশ বিনোদনের ব্যস্ত শব্দ? এক সময় রথ মানে ছিল আকাশে মেঘ, জমির ধুলো, মানুষের ঢল আর অন্তরের আবেগ। কাঁধে বল, কপালে ঘাম, গলায় জয়ধ্বনি। আর আজ সেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে, সেলফি স্টিকে ঈশ্বর আটকে আছেন। ভক্তি এখন 'লাইভ'এ। দর্শন নয়, সম্প্রচার। মন নয়, মোবাইল অন। আমার শৈশবে, রথ মানে ছিল কাগজে রং করে বানানো রথ। পাড়ার বুড়ো ঠাকুরমা বলতেন, তজগন্নাথ আজ রথে উঠেছেন, তোদের জীবনেও শুভ সূচনা হোক।দ সেইসব কথা আজ আর শোনা যায় না।

গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশী সহ ২ ভারতীয় দালাল

নয়া জামানা উত্তর ২৪ পরগনাঃ গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশী সহ ২ ভারতীয় দালাল। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত তথা বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের কালিন্দী নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢোকার সময় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগর কোস্টাল থানার ঘুমটি থেকে তিন বাংলাদেশীকে আটক করে বিএসএফ।

এই তিন বাংলারদেশী টাকার বিনিময়ে এদেশে ঢুকতে সাহায্য করায় দুই ভারতীয় দালালকেও আটক করে হেমনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বিএসএফের আধিকারিকরা। তারপর পুলিশ তিন বাংলাদেশী ও দুই দালাল সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তিন বাংলাদেশীর বাড়ি খুলনা জেলার বিভিন্ন জায়গায়।

ধৃতদের নাম- আজগার ঢালি এবং অপর জনের নাম সাহানারা বিবি। ও তাদের সঙ্গে থাকা তামিন গাইন নামে এক নাবালক। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

পাশাপাশি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ এবং হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ।

সই জাল করে মতুয়া কার্ড বানানোর অভিযোগ, গ্রেফতার ২

নয়া জামানা, বারাসাতঃ সই জাল করে মতুয়া কার্ড দেওয়ার অভিযোগে আটক এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী।

অভিযোগ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সই জাল করে মতুয়া কার্ড বিক্রি করছিল অনেকদিন ধরেই। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ গতকাল রাতে ঠাকুরনগরের গাতির বাসিন্দা সবুজ মন্ডল(৪০) ও তার স্ত্রী মিরা মন্ডলকে(৩৭) আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

সেই সঙ্গে সবুজ মন্ডলের দোকান থেকে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও ১৪ টি মতুয়া কার্ড বাজেয়াপ্ত করে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের বনগাঁ আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

যদিও অভিযুক্ত নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

দীঘার জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরনে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী

নয়া জামানা, বারাসাতঃ রেশন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ নিজের হাতে বিতরন করলেন অশোকনগরের বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। অশোকনগর বিধানসভার মানিকতলাতেও দেখা গেল রেশন দোকানের সামনে মহাপ্রসাদ সংগ্রহের জন্য লম্বা লাইন। আর সেখানেই হাজির হলেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক নিজের হাতে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ তুলে দিনেন সাধারণ নাগরিকদের হাতে। স্বয়ং বিধায়কের হাত থেকে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ পেয়ে ভীষণ খুশি সাধারণ মানুষ। শাসক দলের পক্ষ থেকে একদিকে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বিতরণ অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তিনিও ঘোষণা করেছেন পুরীর জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বাড়ি বাড়ি বিতরণ করা হবে এই নিয়ে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে প্রশ্ন করা হলে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি আজও শিক্ষক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বেছে নেন , মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা এক মাস আগে করেন ওনারা তা এক মাস পরে কপি করেন।

ছাত্রাবাসের উদ্বোধন

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ শিক্ষকের দান করা জমিতে ২২ লক্ষ টাকায় ছাত্রাবাস তৈরি করে নজির করল ৯২ জন শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহাকুমার বসিরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গণপতিপুরে তৈরি হল ছাত্রাবাস। সুন্দরবন সীমান্তের প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে হিঙ্গলগঞ্জের শিক্ষক ১৯৫২ সালে মার্টিনবার্ন রোডের ধারে সাড়ে চার কাটা জমি কিনেছিলেন, তার স্বপ্ন ছিল সমাজের দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার। সেই সময় খড়ের চাল দিয়ে শুরু করেছিলেন। তিনি আজ প্রয়াত, তার আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা, চিকিৎসক, আইনজীবী তাদের জমানো অর্থ দিয়ে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ছাত্রাবাস গড়ে তুললেন। সেখানে দুঃস্থ ও মেধাবি ছাত্ররা তাদের থাকা-খাওয়া পড়াশুনোর সবকিছু বিনামূল্যে পাবে। আর এই পরিষেবা শিক্ষার মূল স্রোতে পৌঁছে দেবে। খ াগড়া বর্তমানে ১১ জন শিক্ষক তারা দায়িত্ব নিয়েছেন সমাজ তৈরি করার কারিগর হিসেবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত ছাত্রাবাস কোচিং সেন্টার সম্পাদক দেবদাস সরকার, কোষাধক্ষ্য নির্মল কুমার মন্ডল, সভাপতি সুব্রত সাহা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা, কয়েকজন ডাক্তার, আইনজীবী সকলেই।

বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট টাউন স্কুলে খাবারের মান দেখতে হাজির হন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, বসিরহাট মহাকুমা শাসক আশীষ কুমার ও বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান। এদিন মিড ডে মিলের একাধিক খ াবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলের অভিভাবকরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের অভিযোগ করেন তাই এবার সরেজমিনে খতিয়ে দেখ তে বসিরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র বসিরহাট টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুমার মিস্ত্রি সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। একদিকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা অন্যদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা কোন পরিবেশে কিভাবে রান্না করছে সেটাও দেখেন। অন্যদিকে প্রায় ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীরা মিড ডে মিলের খাবার খাচ্ছে এবং তাদের গুণমান সঠিক রয়েছে কি না ও পরিমাণে খাবার পাচ্ছে কিনা সেটাও তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু দম্পতির

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ ঘুমন্ত অবস্থায় কুলপিতে মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু দম্পতির। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে, রাতে নিশ্চিন্তে ঘরের মধ্যে ঘুমাচ্ছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। আর সেই ঘরের দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু তাদের। মৃত শিবপ্রসাদ মন্ডল (৭৫) ও তার স্ত্রী রেনুকা মন্ডল(৬৫) তারা কুলপি থানার বিষ্ণুরামপুর এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা যায় বুধবার রাতে দম্পতি ঘরে রাতের খাবার শেষে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। পাশের ঘরেই ছিল তাদের ছেলে ও বৌমা। হঠাৎ গভীর রাতে বাড়ির একটি পুরনো ও দুর্বল দেয়াল হুড়মুড়িয়ে তাদের উপর ভেঙে পড়ে। এই খবর বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের লোকেরা প্রথমে জানতে পারেন। তারপর পড়শীদের খবর দেন। পরিবারের লোকেরা তাদের সাহায্যে ভেঙে পড়া দেওয়ালের নিচ থেকে দম্পতি দেহ উদ্ধার করেন। তারপর খবর দেওয়া হয় কুলপি থানার পুলিশের, এবং দম্পতিকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিবপ্রসাদের ছেলে রাজু মন্ডল জানিয়েছেন গভীর রাতে তারা সকলেই ঘুমাচ্ছিলেন। কেউ টের পাননি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন এই অবস্থা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বহুদিন ধরে বাড়ির এক অংশ ভগ্ন অবস্থায় ছিল। প্রতিদিন বৃষ্টির জন্য আস্তে আস্তে দেয়ালের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনার পুরো তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ। এবং মৃতদেহ দুটি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

কুলপিতে রক্ত দান শিবির

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও পঞ্চায়েত প্রধান শাহানুর বিবি মোল্লার তৎপরতায় আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা কর্মসূচি। এদিন এই শিবির কুলপির বাঁশবেড়িয়া কেদারনাথ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মুমূর্ষ রুগীদের স্বার্থে ও ব্লাড ব্যাংক গুলোর রক্ত সংকট মেটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে জানা গেছে। এদিন এই শিবিরে প্রায় ৪০০ মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত দাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। পাশাপাশি এদিনের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে প্রায় শতাধিক মানুষ নিজেদের চোখের নানান সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেন। এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

পাবলিকের মার, কেওড়াতলা পার! মার খেয়ে বলে ওঠলো চোর

নয়া জামানা, বারাসাতঃ দেগঙ্গা থানার কার্তিকপুর এলাকায় স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ সান্যালের অভিযোগ, গতকাল রাতে দোকান বন্ধ করার আগে তিনি লক্ষ করেন দোকানের সামনে থেকে একটি শাড়ির বান্ডিল উধাও, স্থানীয়রা জানান এক ব্যক্তি সেই বান্ডিল নিয়ে পালিয়েছে।

ধাওয়া করে কাপড়ের বান্ডিল সহ ধরা হয় অভিযুক্তকে, তারপর চলে মারধর। মারের চোটে যুবকের কাতর আর্তি আর মেরোনো দাদা আমি কোনদিন এদিকে আসব না, আমি কথা দিলাম কালিয়ানী বিল পার হবো না।

এরপর নিজেই বলে ওঠে ক্ষ্মপাবলিকের মার, কেওড়াতলা পারক্ষ্ম। যা নিয়ে একপ্রকার হাসির রোল ওঠে এলাকায়।

এরপর খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার পুলিশ, অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় দেগঙ্গা থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টোটো-বাইক সংঘর্ষ, জখম ৫

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, নয়া জামানা, ক্যানিংঃ টোটো-বাইক সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন টোটোর এক যাত্রী ও বাইকের চারজন আরোহী।বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত মৌখালি ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায়।গুরুতর জখম চার বাইক আরোহী অতনু দাস,ঈশিতা অধিকারী, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, আত্রেয়ী দাস(৭) ও টোটো যাত্রী আশিক খান গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুরের রামনগরের বাসিন্দা অতনু দাস। একই বাইকে চারজন ছিলেন। মৌখালি ব্রীজে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি টোটোর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মোট পাঁচজন গুরুতর জখম হয়। টোটো চালক আনার হোসেন সেখ তড়িঘড়ি জখমদের উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অবসরের পরেও বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করে চলেছেন তাপস কুমার পড়ুয়া

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে সারা রাজ্য যখন তোলপাড়। ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে অবসরের পরেও বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করার জন্য এগিয়ে এলেন কাকদ্বীপের বামানগরের বাসিন্দা তাপস কুমার পড়ুয়া। গত ৩০ এপ্রিল তিনি বামানগর সুবালা উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ) থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়েছিল। আর এরপর থেকেই দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন স্কুলের কার্যকরী কমিটি। কারণ এই স্কুল থেকে তাপসবাবু অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৪ জন। অথচ এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এছাড়াও এই স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা দুটি হোস্টেল রয়েছে। হোস্টেলে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০০ ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। কিভাবে স্কুল ও হোস্টেল চালাবেন, তা নিয়ে কমিটির সদস্যরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবসরের পরের দিনই তাপসবাবু আবারও ফিরে আসেন। এদিন তিনি বিনা পারিশ্রমিককে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য একটি আবেদন পত্র জমা দেন। আর এই আবেদন পত্র পাওয়ার পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। দেরি না করে তাঁরা সেদিন থেকেই তাঁকে ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুমতি দেন। এখন আগের মতই ক্লাস করে চলেছেন তাপসবাবু। এবিষয়ে তিনি বলেন, ক্ষ্ম১৯৯৩ সালে শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলাম। তখন থেকেই বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ আমার কাছে আনন্দ নিকেতন হয়ে উঠেছিল। স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী আমার খুব স্নেহের। তাদের ছেড়ে কোনদিনই আমি দূরে থাকতে পারবো না। তাই আবার স্কুলে ফিরে এসেছি। যতদিন আমার কর্মক্ষমতা থাকবে, আমি ততদিনই স্কুলে আসবো এবং ক্লাস নেবো।ক্ষ্ম বামানগর সুবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মন্ডল বলেন, ক্ষ্মতাপসবাবু পুনরায় ফিরে না এলে খুব সমস্যায় পড়তাম। তিনি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নিতেন। সপ্তাহে ২৫টি করে ক্লাস নেন। তিনি আগের মত এখনও একই রকম ভাবে ক্লাস নিয়ে চলেছেন।

ঘোটারী শরীফ থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি যুবক

ইয়ামুদ্দিন সাহাজী, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনারঃ ঘোটারী শরীফ থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি যুবক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জিবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন এক বাংলাদেশি যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ ইয়াসিন মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। অভিযোগ, তিনি দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ঘুটিয়ারি শরীফের দেওয়ান পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জিবনতলা থানার পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বৈধ কোনও নথিপত্র দেখাতে না পারায় অবশেষে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক ২ বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে গা ঢাকা দিয়ে বসবাস করছিল। বর্তমানে তাকে হেফাজতে রেখে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কী উদ্দেশ্যে সে ভারতে এসেছিল এবং তার সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার ইন্ডিয়া ওয়ান্ডস মমতাদি সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ারম্যান সাদ্দাম হোসেন

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ ইন্ডিয়া জোট চাই মমতাকে, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রচারে তৃণমূল। এবার সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার আই ডাব্লু এমের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান হলেন সাদ্দাম হোসেন লস্কর। তিনি মথুরাপুরে দীর্ঘদিন যাবত তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। দেখা গিয়েছে দুঃস্থ ব্যক্তিদের হাতে বস্ত্র বিতরণ, থ্যালাসিমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান শিবির, অসহায় ব্যক্তিদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে তাকে দেখা গিয়েছে এবং দলের হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দেখা গিয়েছে, সে সকল কর্মকান্ড দেখার পরে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করেন। সম্প্রীতি এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ইন্ডিয়া জোট চালাতে পারব। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই, রাজনীতি মহলে ছড়িয়ে পড়ে জল্পনা, তারপর ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার দাবিতে প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের একাধিক সাংসদ। মহুয়া মিত্র, শাকেত গোখ লে, সুস্মিতা দেব সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা ইন্ডিয়া ওয়ান্ডস মমতাদি স্লোগান দেওয়া শুরু করে, এই নিয়ে পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। তারপর থেকে ইন্ডিয়া ওয়ান্ডস মমতাদি সোশ্যাল মিডিয়ার কমিটি তৈরী হয়। এলাকায় এলাকায় সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সংগঠন বাড়াতে কর্মীও নিয়োগ করা হয়। সেই মতো সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান হিসেবে লিখিত ভাবে ঘোষণা করা হলো মথুরাপুর দেবীপুরের এলাকার যুবক সাদ্দাম হোসেনের নাম। তাকে সোশ্যাল মিডিয়া সেলের কর্মীরা পুষ্প স্তবক দিয়ে ইতিমধ্যে সম্বর্ধনা ও জানান। তিনি দলের হয়ে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে কাজ করারও কথা বলেন।

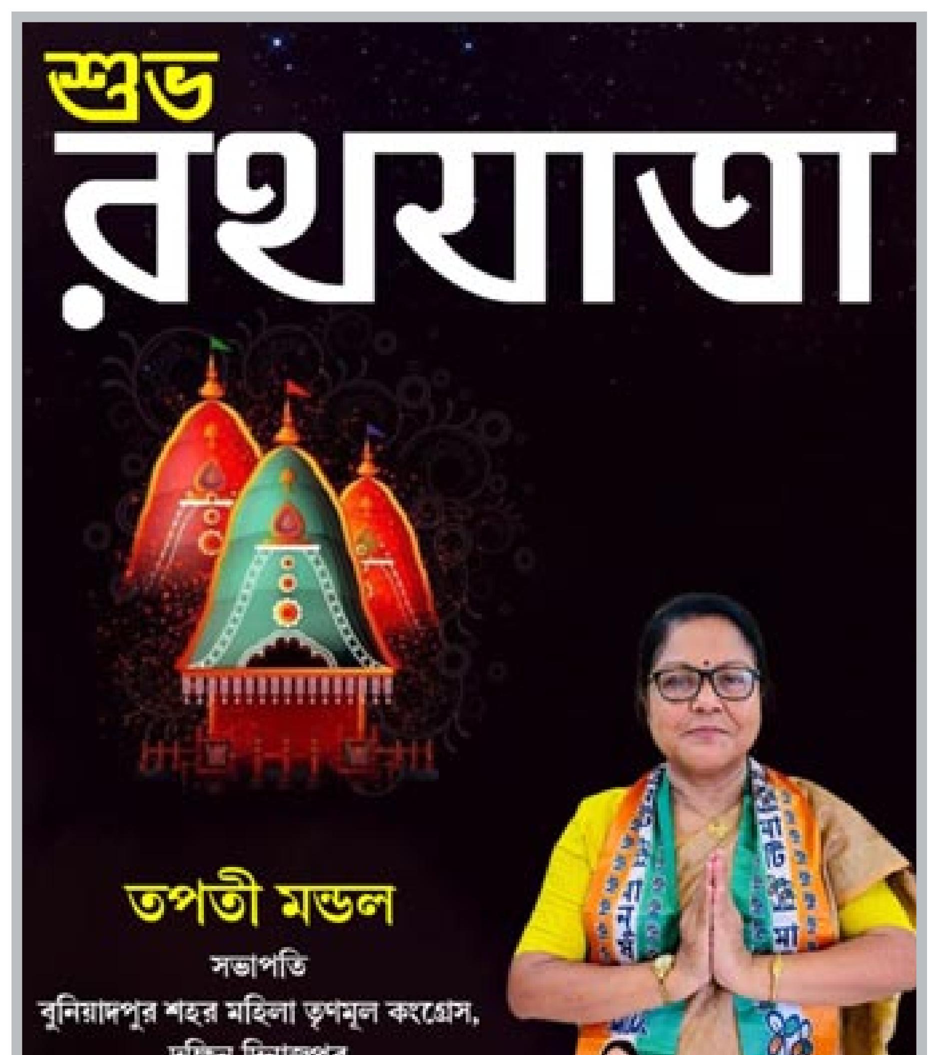

রোবটিক অঙ্কো-সার্জারির

কলকাতার পর এবার দুর্গাপুরে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সম্প্রতি দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে অশীতিপর এক ক্যান্সার রোগীর কোলোনে সফল অস্ত্রোপচার হয় 'দ্য ভিঞ্চি' রোবটিক সিস্টেমের সাহায্যে। পূর্ব ভারতে কলকাতার বাইরে এমন অত্যাধুনিক রোবটিক অঙ্কো-সার্জারির দুর্গাপুরে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জানায়, এতে শুধু নগণ্য রক্তপাত ও ন্যূনতম কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে নিখুঁত অস্ত্রোপচারই হয়নি যার জেরে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন, গোটা প্যাকেজের খরচও পড়েছে দক্ষিণ ভারতের সেরা হাসপাতালগুলির তুলনায় তো বটেই, এমনকী কলকাতার বড় হাসপাতালগুলির চেয়েও কম। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিমল দত্ত নামে এক ৮০ বছরের বৃদ্ধ কিছু দিন আগে ভয়াবহ অ্যানিমিয়া নিয়ে মিশনে আসেন। নানা স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ধরা পড়ে, অন্ত্রে ক্যান্সার হয়েছে তাঁর। অঙ্কোলজির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্ণব চক্রবর্তী ও বিজিত সাহা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, অপারেশন করে বাদ দিতে হবে অন্ত্র বা কোলোনের ওই ক্যান্সার আক্রান্ত অংশ। রোগীর বয়স এবং অস্ত্রোপচারের জটিলতাকে কিছুটা ঝুঁকিবিহীন ও সহজ করার উদ্দেশ্যে তখনই ঠিক করা হয়, রোবটিক সার্জারি করা হবে। মিশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু কিংবা চেন্নাইয়ের বিখ্যাত হাসপাতালে প্রথাগত সার্জারি হয় যে খরচে, তার মাত্র ৬০ু খরচেই সেরে ফেলা হয় ওই বৃদ্ধের রোবটিক অঙ্কো-সার্জারি। এমনকী, কলকাতাতেও এর চেয়ে বেশি খরচ পড়ে বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কলকাতার বাইরে পূর্ব ভারতে এমন অত্যাধুনিক বিশ্বমানের চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হওয়ায় তার জেরে লাভবান হবেন কলকাতা থেকে দূরবর্তী অসংখ্য রোগী। এ দিন বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছুটির সময়ে পরিমলবাবু বলেন, 'রোবটিক সার্জারি সম্পর্কে আগে কোনও জ্ঞান ছিল না আমার। মেয়ে,জামাই আমাকে বলে, প্রথাগত সার্জারির চেয়ে রোবটিক সার্জারি অনেক ভালো। কোনও ব্যথা হয় না। দ্রুত সুস্থও হওয়া যায়। রোবটিক সার্জারি করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছি।'

শক্তিগড়ের ল্যাংচার ইতিহাস

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শক্তিগড়ের ল্যাংচা। বিখ্যাত নামটাই রয়ে গেছে। কিন্তু বর্ধমান রাজাদের আমলে আবিষ্কার হওয়া সেই বিখ্যাত মিষ্টির স্থান বদল ঘটে গেছে। শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা এখন আমড়া গ্রামে স্থান করে নিয়েছে। আগের আমলের সেই দোকানপাট আর নেই। স্বাদ বদলও ঘটেছে অনেকটাই। দোকানের সংখ্যা বেড়েছে, নতুন প্রজন্মের কারিগররা নতুন পদ্ধতিতে ল্যাংচা তৈরি করছেন। বিক্রিবাটা হয়তো বেড়েছে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুণমান আর ঐতিহ্যের প্রশ্নে শক্তিগড়ের ল্যাংচা এখন জাতীয় সড়কের ক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবিভক্ত বর্ধমান জেলার দুটি মিষ্টি জগৎ বিক্ষাত। একটা হল শক্তিগড়ের ল্যাংচা আর অন্যটা শহর বর্ধমানের মিহিদানা -সীতাভোগ। দুটোই এখন বিদেশে পাড়ি দেয়। শহর বর্ধমানে এক সময় গড়ে উঠা মিহিদানা সীতাভোগের জন্য বিখ্যাত প্রায় ১১৩ বছরের প্রতিষ্ঠান গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডার আজও আছে। তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিহিদানা সীতাভোগের পাশাপাশি বর্ধমানেও এখন ল্যাংচার কদর অনেকটাই বেড়েছে। কারন হল গুণমান। তবে আর যাই হোক দুটো মিষ্টির মধ্যে বর্ধমানের রাজাদের ঘরানার একটা ঐতিহ্য,পরম্পরা সবটাই জড়িয়ে আছে। বলা যায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। মিহিদানা সীতাভোগের কথা আরও একদিন বলা যাবে, আজ বলা হচ্ছে ল্যাংচার কথা। ল্যাংচা নামের মিষ্টি বর্ধমানে তৈরি হলেও ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যাবে একই মিষ্টি নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বোধহয় প্রথম জন্ম নিয়েছিল।এর মধ্যে আছে দুই জেলার রাজ পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক। জানা যায় বহু বছর আগে যখন এখানে রাজাদের রাজত্ব ছিল তখন ল্যাংচা নামের অতি সুস্বাদু মিষ্টির উৎপত্তি। কৃষ্ণনগরের রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান শহরের এক রাজকুমারের সঙ্গে। সেই রাজকন্যা একদিন অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতেই রাজকন্যা খাবার দাবারে অরুচি দেখা দেয়। রাজ বৈদ্যরাও ওষুধ দিয়ে অরুচি সারাতে পারলেন না। কোন খাবারেই রুচি না থাকায় চিন্তায় পড়ে যান রাজ অন্তঃপুরের মহিলা এবং অন্যান্য সদস্যরা। রানীমার এই অরুচি ঘোঁচাতে উঠেপড়ে লাগেন সকলে। কিন্তু একদিন রানীমা নিজেই সমস্যার সমাধান বাতলে দিলেন। জানালেন বাপের বাড়িতে অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের একটি মিষ্টি খেলে তার হয়তো অরুচি কেটে যেতে পারে। রসে ডোবানো ভাজা একটি মিষ্টি। কথা হবার পর খোঁজ পড়লো সেই ময়রার। যে ময়রা ওই মিষ্টি তৈরি করছিলেন। বর্ধমানের রাজ পরিবার থেকে লোকলসস্কর পাঠানো হল কৃষ্ণনগরে। পাওয়া গেল সেই ময়রা তথা কারিগরের। নাম না জানা ওই ময়রাকে আনা হল বর্ধমানে। উদ্যেশ্যে রানীর জন্য অরুচি ঘোঁচাতে মিষ্টি তৈরি। রাজাদের রান্না ঘরে বসানো হল ভিয়েন। ময়দা, চিনি, খোয়া আর ছানার উপকরণ দিয়ে তৈরি হল মিষ্টি। সামান্য একটু লম্বা ঘিয়ে ভেজে তারপর রসে ডুবিয়ে তৈরি হল ওই মিষ্টি। আর তা খেয়ে রানীমা এতটাই তৃপ্তি পেলেন যে অরুচি নিমেষে উধাও। রানীমার অরুচি সেরে যাওয়ায় খুশি ছড়িয়ে পড়ে রাজ অন্দরে। উপহার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন সবই জুটে গেল ওই ময়রার ভাগ্যে। কিন্তু ময়রার ভাগ্য খুললেও নাম জানা যায়নি ওই মিষ্টির। নাম খোঁজার চেষ্টা হল। জানা গেল কৃষ্ণনগরে ওই কারিগরকে সকলে ল্যাংড়া ময়রা নামেই চিনতেন। কারণ তার একটা পা খোঁড়া ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা চলা করতেন। আর রাজারা ওই ময়রার নাম অনুসারে ল্যাংড়ার জায়গায় ল্যাংচা নাম দিলেন মিষ্টির। রাজ পরিবারের রানীমা ওই মিষ্টি খেয়েছেন, স্বাদ ভালো এই কথা লোকমুখে প্রচার হতে সময় লাগেনি। কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে উঠে ল্যাংচা। কিন্তু একশো বছরের অনেক আগের সেই মিষ্টির ভোল বদলে গেছে। শক্তিগড়ে আর নেই ল্যাংচা। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সময় ল্যাংচা দোকান চলে আসে গাংপুরের কাছে আমড়া গ্রামের কাছে। পুরনো আমলের দু একটি দোকান হয়ত রয়েছে শক্তিগড়ে। কিন্তু আমড়াতে এখন শতাধিক ল্যাংচার দোকান বেশিরভাগই নতুন। সবই ১৯ নং জাতীয় সড়কের ধারে। ক্রেতাও যাতায়াতের পথে যাওয়া যাত্রীরা। কারণ ওখানে কোন জনবসতি সে ভাবে নেই। অনেকেই বলেন স্থান বদলে ল্যাংচার নাকি স্বাদ বদল ঘটে গেছে। শহর বর্ধমানের মিষ্টির দোকানের যে কোয়ালিটি তার সঙ্গে মেলেনা ওখানকার স্বাদ। উপকরণ ব্যবহারে বা গুণ মানে একটা ফারাক আছে। তবে সব দোকানে সবটাই এক নয়। গত বছর আমড়ার ল্যাংচা নিয়ে গুণমানের প্রশ্ন উঠেছিল। খাদ্য দপ্তরের অভিযানে ছত্রাক পড়ে যাওয়া ল্যাংচা নিয়ে রাজ্য জুড়ে হুই চই পড়ে। কয়কটি দোকান থেকে বস্তাভর্তি আগে থেকে ভেজে রাখা শুকনো ল্যাংচা উদ্ধার হয়। জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেগুলো চাপা দেওয়া হয়েছিল। দোকানদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও গ্রহন করা হয়। তবুও নামের ঐতিহ্যে থেকে গেছে বিক্ষাত ল্যাংচার নাম।

রাস্তা সম্প্রসারণে জমি দখল,অন্দোলন চাষিদের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলাকালে বেআইনি ভাবে জমি দখল চলছে। সরকারি এই কাজের বিরুদ্ধে সরব হলেন কৃষি প্রধান পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বাসিন্দারা। রাস্তার কাজে না জানিয়েই তাদের জমি থেকে মাটি তুলে ভরাটির কাজ চলছে বলে অভিযোগ চাষিদের। আর এই ক্ষোভে এবার রাস্তা তৈরি বন্ধ করে দিলেন চাষিরা। তবে এতকিছুর পর স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি বা জননেতারা মুখ খোলেননি। আর পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার বলেন, অভিযোগ আসেনি, তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের পাসন্ডা গ্রাম থেকে বড়বৈনান হাটতলা পর্যন্ত দীর্ঘ তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। সম্প্রতি রাস্তার বেহাল দশা কাটাতে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু তার পরেই সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং সরকারের এই কাজকর্মে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দারা কৃষিজীবী। তাঁদের বক্তব্য কোন কিছু না জানিয়ে জমির মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে চাষের শুরুতে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য দুপাশে জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাপা উত্তেজনা ছড়ায়। চাষিরা জানিয়েছেন, কোন বৈধ নোটিশ জারি করা হয়নি। অথচ জমি অধিগ্রহণ, মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে বেআইনি ভাবে। এই সময়ে জমি থেকে মাটি তুলে নেওয়া হলে চাষ হবে কি করে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে চাষিদের পক্ষ থেকে। চাষিদের অভিযোগ নোটিশ জারি ছাড়াও তাদের সঙ্গে বসে কোনরকম আলোচনা পর্যন্ত করা হয়নি। তারা বলছেন রাস্তার কাজ হোক সেটা আমরা চাই, কিন্তু সরকারের কাজে ন্যূনতম আইন মেনে করা হোক। তিন ফসলি জমি চলে গেলে চাষিদের কি ভাবে চলবে। এসব প্রশ্নের উত্তর চাইতে চাষিরা সম্মিলিত ভাবে রায়নার বিডিও, ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে লিখিত অভিযোগ জানালেন। চাষিদের অভিযোগ, কারা এই বেআইনি কাজ করছে তার কোন সূত্র মিলছে না। এমনকি ঠিকাদার সংস্থার নাম পর্যন্ত জানানো হয়নি। ফলে তারা তাদের সমস্যার সমাধান না হলে কাজে বাধা দেবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন। কয়েকজন চাষি বলেছেন, জমি অধিগ্রহণ হলে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কিন্তু তার আগে আলাপ আলোচনা প্রয়োজন ছিল।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে সচেতনতা শিবির

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ আগামী দিনে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকেই ভয়াবহ দূষণে হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি হবে। প্লাস্টিক দূষনের জন্য চাষের জমিতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের মধ্যে নানা রোগব্যাধি ডেকে আনছে। এসব কথা তুলে ধরে এবারে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা আনতে বিদ্যালয়ে চললো শিবির। উদ্যোগ নেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জঙ্গলমহল আউশগ্রাম ব্লকের চন্ডিপুর ডাঙ্গা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। অভিভাবকরা যাতে তাদের ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে বুঝিয়ে প্লাস্টিক থেকে দূরে সরাতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা। এতদিন বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানাভাবে সচেতন করে আসছিলেন আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এর পর তাদের পাড়া প্রতিবেশী সহ অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এই দূষণ সম্পর্কে বোঝানো হল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এর জন্য একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুমিত রায় বলেন, সকলকেই প্লাস্টিক না ব্যাবহার করার জন্য বলা হয়েছে। বাজার থেকে প্লাস্টিক আনলেও বাড়িতে নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করতে হবে।

পুলিশের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের রাঙ্গামাটি স্পোর্টসের ধাঁচে আরেকটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হতে চলেছে পূর্ব বর্ধমানে। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ হল বৃহস্পতিবার। জানানো হল বিভিন্ন থানা পর্যায়ে পুলিশের টিম নির্বাচিত করে প্রথম মহকুমা পর্যায়ে খেলা হবে। সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ান টিম জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে। এসপি কাপ চ্যাম্পিয়ন হবে যে টিম, পরবর্তীতে ঐ টিম রাজ্য পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বিশেষ করে পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক বাড়াতে এই উদ্যোগ বলে জানা যায়। এদিন মেমারি পুলিশের উদ্যোগ ট্রায়াল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। খাঁড়ো ফুটবল মাঠে দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের ড্রিম ফুটবল একাডেমি এবং মেমারি থানা ফুটবল টিমকে নিয়ে ওই প্রদর্শনী ম্যাচ করা হয়। ৯০ মিনিটের খেলায় মেমারি থানা ফুটবল টিম ১-০ গোলে জয়লাভ করে। বৃষ্টি বিঘ্ন পরিবেশে এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঠে উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানার এসআই দেবাশীষ রায় সহ থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীবৃন্দ।

ছিলেন শিল্পপতি আব্দুল আলীম, মেমারি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সেখ ইউসুফ, ফুটবল প্রশিক্ষক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ড্রিম ফুটবল একাডেমির দুই কোচ প্রমোদ ভট্টাচার্য্য ও পার্থ পাল সহ অন্যান্যরা।

শহর বর্ধমানের অদূরে বর্ধমানের রাজাদের তৈরি একসাথে ১০৮ শিবমন্দির আছে। যে ঐতিহাসিক মন্দির এখন পর্যটকদের কাছে অন্যতম আর্কষণ। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ঐতিহাসিক মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান দেওয়া হলো বর্ধমান জেলা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এদিন জেলাশাসক আয়েষা রানীর হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। তুলে দেন রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক, রাজকুমার সাহানা, কাঞ্চন সোম সহ অন্যান্যরা। ছবি -আমিনুর রহমান।

বর্ধমান হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা কেয়ার হাব পরিকল্পনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মা এবং শিশুদের পরিচর্যা এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে নতুন প্রকল্প হতে চলেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ক্যাম্পাসে। বৃহস্পতিবার এই পাওয়া গেছে হাসপাতাল সূত্রে। বিশেষ এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তাব পাঠানো হয়

রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনে। তার পর স্বাস্থ্য ভবনের এক প্রতিনিধি দল বর্ধমান হাসপাতালের পরিকাঠামো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতাল সুপার তাপস ঘোষ। হাসপাতাল সুপার তাপস ঘোষ জানান, এবার থেকে একই ছাদের তলায় শিশু এবং মা এর পরিচর্যা এবং চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে।আর সে জন্যই সব রকম প্রস্তুতি চলছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন এই প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। নাম থাকবে মাদার চাইল্ড কেয়ার হাব। এর জন্য একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভবনের পরিদর্শন চলে, অন্যদিকে কিভাবে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য ভবনের ১২ জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে হাসপাতালের প্রসূতি ও শিশু বিভাগের চিকিৎসক দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এর আগে নার্স কোয়াটারের পাশাপাশি কোন একটি জায়গায় ওই হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।বাস্তবে তা হয়নি। কিন্তু এবার বর্ধমান হাসপাতালের অতি প্রাচীন ওয়ার্ড রাধারাণীতে হাব গড়ে তোলার বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সুপার তাপস ঘোষ বলেন, চাইল্ড হাব গড়ে তোলার বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারাই বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন স্বাস্থ্য ভবনে। হাব হয়ে গেলে মা এবং শিশুদের আউটডোর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, জরুরী চিকিৎসা পরিষেবা সহ সবই সুযোগ থাকবে।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

অভিনব পন্থায় গৃহপ্রবেশ করল নবজাতক

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ অভিনব উপায়ে নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হলো বাড়িতে। পরিবারের সদ্যজাত শিশুটি যাতে বড় হয়ে বাবার মতো বড় ফুটবলার হয় এই আশা নিয়ে হাসপাতাল থেকে সদ্যজাত শিশুটিকে বাড়িতে প্রবেশ করানোর সময় তার পায়ের সাহায্য ফুটবলে হালকা শর্ট দেওয়ানো হলো।এভাবেই নবজাতককে স্বাগত জানালেন পরিবারের সদস্যরা। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল বাড়িতে প্রবেশের পথ। সেখানেই প্রবেশের দরজায় রাখা ছিল ফুটবল। সেই ফুটবলে শর্ট দিল সদ্যজাত! পরিবারের আশা, ছেলে যেন বড় হয়ে ফুটবলার হয়। এমন চিত্র দেখা গেল মেদিনীপুর সদর ব্লকের চাঁদড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢড়রাশোল গ্রামে।এই গ্রামেই বড় হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান দলের প্রাক্তন ফুটবলার পিন্টু মাহাতো। জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কলকাতার চেনা মাঠে এক সময় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ডার্বিতে জোড়া গোল করে নজর কেড়েছিলেন জঙ্গলমহলের এই পিন্টু। বাড়িতে অভাব অনটন থাকলেও নিজের জেদ আর কঠোর পরিশ্রমে জায়গা করে নিয়েছিল মোহনবাগান ফুটবল দলে। সেই সময় ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিল।

পরবর্তীকালে ইস্টবেঙ্গল দলেও যোগ দেন।

সেখান থেকে নৌবাহিনীতে চাকরি পান। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র হয়ে মাঠ কাঁপাচ্ছেন পিন্টু। কয়েকদিন আগে পিন্টুর স্ত্রী অঞ্জলি দেবী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয়েছে প্রিহান। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর প্রিহানকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন গোটা পরিবার সহ গ্রামের মানুষজন। স্বাগত জানানোর ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

দেখা গিয়েছে, বাড়িতে প্রবেশ পথ ফুল দিয়ে সাজানো রয়েছে। যা সাধারণত অনেক বাড়িতেই করে থাকেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী ওই ফুলের উপরে রাখা রয়েছে একটি ফুটবল। ওই ফুটবলে শর্ট দিয়েই বাড়িতে ঢুকলেন নবজাতক।

ছাতনায় আদিবাসী কৃষিজীবীদের কৃষক মেলা ও প্রদর্শনী

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ আদিবাসী কৃষিজীবি মানুষকে উচ্চ ফলনশীল ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল আইসিএআর নামে একটি সংস্থা। ওই সংস্থার উদ্যোগে ছাতনার দলপুর শ্রী শ্রী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী আশ্রমে এলাকার তপশীলি জাতিভূক্ত কৃষকদের নিয়ে কৃষক মেলা ও প্রদর্শণী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো জন আদিবাসী কৃষককে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ পেয়ে খুশী সংশ্লিষ্ট কৃষকরা। পূরাণো ধ্যানধারণা বদলে এখন নতুন ও আধুনিক পদ্ধতিতে বোনা ধানের বীজের চাষ হবে। ফলে খরচ যথেষ্ট কমবে, লাভ বেশী হবে। আগে এই ধরণের কোন সুযোগ ছিলনা, এখন কৃষিক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছেন বলে জানান। আয়োজক সংস্থার পক্ষে ডঃ গৌরাঙ্গ কর বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে তপশিলী জাতি উপজাতির মানুষের হাতে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল বীজ পৌঁছে দেওয়া দরকার।

আমরা সেই কাজটাই করছি। ছাতনা এলাকার কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। ফলে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চাষাবাদ করতে হবে। তাই ওই সময়ের মধ্যে যাতে চাষের কাজ করা যায় তার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন বলে জানান। ছাতনার বিডিও সৌরভ ধল্ল বলেন, আমাদের ব্লক এলাকায় কৃষির উন্নতিতে কাজ করে চলেছে দলপুর শ্রী শ্রী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী আশ্রম। তাদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

বরাবাজারে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বরাবাজার থানার অন্তর্গত হাড়ামডি গ্রামে। বৃহস্পতিবার সাত সকালে একটি বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে বরাবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুজাতা মাহাতো নামের ওই কিশোরীটি হাড়ামডি গ্রামে তার মামা বাড়িতে থাকতো, তার বাড়ি ওই থানারই অন্তর্গত গোঁসাইডি গ্রামে। প্রতিদিনের মতো আগের দিন রাত্রে সে একটি ঘরে শুয়ে ছিল।

সকালে তার মামা বাড়ির লোক দরজা খুললেই তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে বরাবাজার থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বরাবাজার থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে প্রথমে বরাবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পিতা-মাতার স্মৃতিতে বিনামূল্যে এম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ মা প্রয়াত সন্ধ্যারানী চ্যাটার্জী ও পিতা প্রয়াত ডাঃ তারক প্রসাদ চ্যাটার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুত্র বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ও চিকিৎসক ডাঃ ত্রিনাথ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে এবং পুরুষোত্তম হোমিও বিকাশ ল্যাবেরটরি এবং আর এক্স অন্বেষণা প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চম বর্ষ রক্তদান শিবির ও দুঃস্থ নাগরিকদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ শিবির। পাশাপাশি এদিন মেদিনীপুর পৌর এলাকার জন্য বিনামূল্যে এম্বুলেন্স পরিষেবার সুচনা করা হয় ডাঃ ত্রিনাথ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে। এদিনের শিবিরে ৮০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন এবং শতাধিক নাগরিকের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন এম্বুলেন্স পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান। উপস্থিত ছিলেন উপ পুরপ্রধান অণিমা সাহা, কাউন্সিল সৌরভ বসু, সুসময় মুখ র্জি, মিতালী ব্যানার্জী, চন্দ্রানী দাস, সমাজসেবী নির্মাল্য চক্রবর্তী, উদ্যোগপতি আর কে যাদব, ডিসিসিআই এর সম্পাদক চন্দন রায়, সমাজসেবী আব্দুল ওয়াহেদ আরিফ আহমেদ, অসীম কাইতি, সুমনা চক্রবর্তী, রামমোহন ব্যানার্জী, উত্তম রায়, সুমন চ্যাটার্জি, চিকিৎসক ডাঃ অর্ণব দত্ত, ডাঃ পঙ্কজ সিনহা,ডাঃ দেবব্রত চ্যাটার্জি, চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ পড়িয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। উপস্থিত সকলে ডাঃ ত্রিনাথ চ্যাটার্জীর এই মানবিক উদ্যোগ সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কর্মসূচি সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত হওয়ায় চ্যাটার্জী পরিবারের পক্ষে উপস্থিত রক্তদাতা সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ডাঃ ত্রিনাথ চ্যাটার্জী ও ডাঃ প্রিয়াংকা চ্যাটার্জী।উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও লিখিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে এই মানবিক কর্মসূচি সমূহের সাফল্য কামনা করেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া।

চোলাই বিক্রির অভিযোগ তুলে বাঁকুড়ায় রাজ্য সড়ক অবরোধ

সুচিন্ত্য গোস্বামী,নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস দিনেই এলাকায় অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে সামিল হলেন গ্রামের প্রমিলা বাহিনী। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া-খাতড়া ২ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর ইন্দপুর থানার অন্তর্গত ডাঙ্গারামপুর মোড়ে অবরোধ করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে ডাঙ্গারামপুর সহ আশপাশ এলাকায় চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। যারা এই অবৈধভাবে মদের কারবার করছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি কদিন আগে তাদের এই গ্রামের দুটি ছেলেকে মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করে তাদের ১৪ দিনের জেল হয়।পাশাপাশি একজনকে গ্রেফতার করেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কেন আর এই কারণেই তাদের এই পথ অবরোধ।পথ অবরোধের জেরে ছোট বড় সহ অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ইন্দপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ মুক্ত হয়।

দারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে পড়ুয়ার মৃত্যু

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ মামা ও দুই সঙ্গীর সঙ্গে দারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে তলিয়ে মৃত্যু হল পঞ্চম শ্রেণীর এক পড়ুয়ার।ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার সামড়োঘাট সেতুর কাছে। মৃত পড়ুয়ার নাম শেখ সালমান। পরে দারকেশ্বর নদে তল্লাশি চালিয়ে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্থানীয়রা ।এই নিয়ে গত ৭২ ঘন্টায় দারকেশ্বর নদের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল চার পড়ুয়ার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বাসিন্দা শেখ সালমান আজ স্কুলে না গিয়ে দুপুরে মামা ও পরিবারের অন্য দুই সঙ্গীর সঙ্গে স্নান করতে যায় স্থানীয় দারকেশ্বর নদের সামড়োঘাটে ।সেখানে পৌঁছাতেই জলে নামে শেখ সালমান ও তার দুই সঙ্গী। দারকেশ্বর নদে জলের স্রোত বেশি থাকায় তলিয়ে যেতে থাকে তিনজনই। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে অন্য দুই সঙ্গীকে কোনোক্রমে নদের পাড়ে তুলে আনে ।সঙ্গে থাকা মামা চেষ্টা করেও সালমানকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে দারকেশ্বর নদে তল্লাশি শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পরে ঘটনাস্থলের অদূরেই ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। গত মঙ্গলবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছে সুভাষ পল্লী ঘাটে দারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে নবম শ্রেণীর তিন পড়ুয়া নিখোঁজ হয়ে যায়। বুধবারই ওই তিন জনের দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতে এবার ইন্দাসে দারকেশ্বর নদে তলিয়ে গিয়ে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে নয়াগ্রাম থানার উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচি

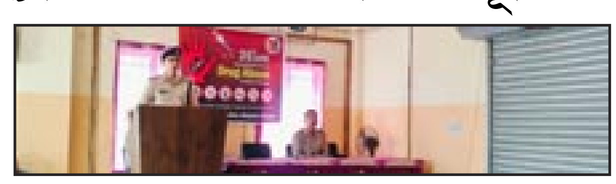

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম গভর্নমেন্ট আইটিআই-তে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নয়াগ্রাম থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মূলত যুবসমাজকে মাদকবিরোধী বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সরবরাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই কর্মসূচিতে কলেজের মোট ৮৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে মাদকের কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা তাদের বক্তব্যে বলেন, ক্ষ্মমাদক শুধু একজন মানুষের জীবন নয়, গোটা সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।ক্ষ্ম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মাদক থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি পরিবার, পাড়া ও সমাজকে সচেতন করার বার্তাও দেন। এই ধরনের কর্মসূচি ভবিষ্যতেও চালু থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশের এই উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

ক্লাসরুম থেকে ক্যামেলিয়ান উদ্ধার

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার লোকপুর হাইস্কুল থেকে উদ্ধার হল একটি পূর্ণবয়স্ক ক্যামেলিয়ান।বৃহস্পতিবার স্কুল খোলার পর প্রথমে ক্লাসরুমের একটি বেঞ্চে ক্যামেলিয়ানটিকে দেখতে পায় পড়ুয়ারা।

ক্যামেলিয়ানটিকে দেখে প্রাথমিক ভাবে বেশ কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা। দ্রুত তারা খবর দেয় স্কুল শিক্ষকদের। শিক্ষকরা ক্লাসরুমে গিয়ে প্রাণীটিকে শনাক্ত করে আগলে রাখেন।পরে বন দফতরে খবর দেওয়া হলে ক্যামেলিয়ানটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে ক্যামেলিয়ানটির শারিরীক অবস্থা পরীক্ষা করে দ্রুত সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বামেদের গড়বেতা ৩নং বিডিও অফিস অভিযান

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জবকার্ড রক্ষাকরো - কাজের অধিকার আদায় করো এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবং অন্যান্য বিভিন্ন দাবিতে ডেবরা,খড়গপুর গ্রামীণ,

ঘাটাল, সবং এর পর এবার বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড়ে অবস্থিত গড়বেতা -৩নং বিডিও অফিস অভিযান করলো বামপন্থী শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর গুলো।

১০০ দিনের কাজ চাই - চাই ন্যায্য মজুরি, বঞ্চিত মানুষদের আবাস যোজনায় ঘর চাই,পাট্টা জমির রেকর্ড চাই, দখলকরা জমির পাট্টা চাই,পাট্টাদার ও বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ করো,প্রাপকদের নিয়মিত ভাতা চাই, যোগ্যদের অবিলম্বে ভাতা চাই -এই সমস্ত দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে এদিন বিডিও অফিস অভিযান হয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটু নেতা উত্তম মন্ডল,

কৃষক সভার নেতা শ্যাম পান্ডে, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন নেতা বুদ্ধদেব মাহাতো,সিটু নেতা চঞ্চল মন্ডল, বামনেতা সুশান্ত ঘোষ,সনৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

উল্লেখ্য বুধবার একই দাবিকে সবং বিডিও অফিস অভিযান কর্মসূচিতে পুলিশে লাঠি চালায় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

শুরু হচ্ছে ট্রেন পরিষেবা

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম ট্রেন পরিষেবা চালু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার নিজেই এই খবর জানান বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, রেল মন্ত্রক সূত্রে জানতে পেরেছি আগামী ২৭ তারিখ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাঁতরাগাছি থেকে এই ট্রেনটির সূচনা করবেন। অপাতত এই ট্রেনটি প্রতিদিন দুপুর ১১ টা ১৫ মিনিটে পুরুলিয়া থেকে ছেড়ে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়ায় পৌঁছাবে বলে তিনি জানান।

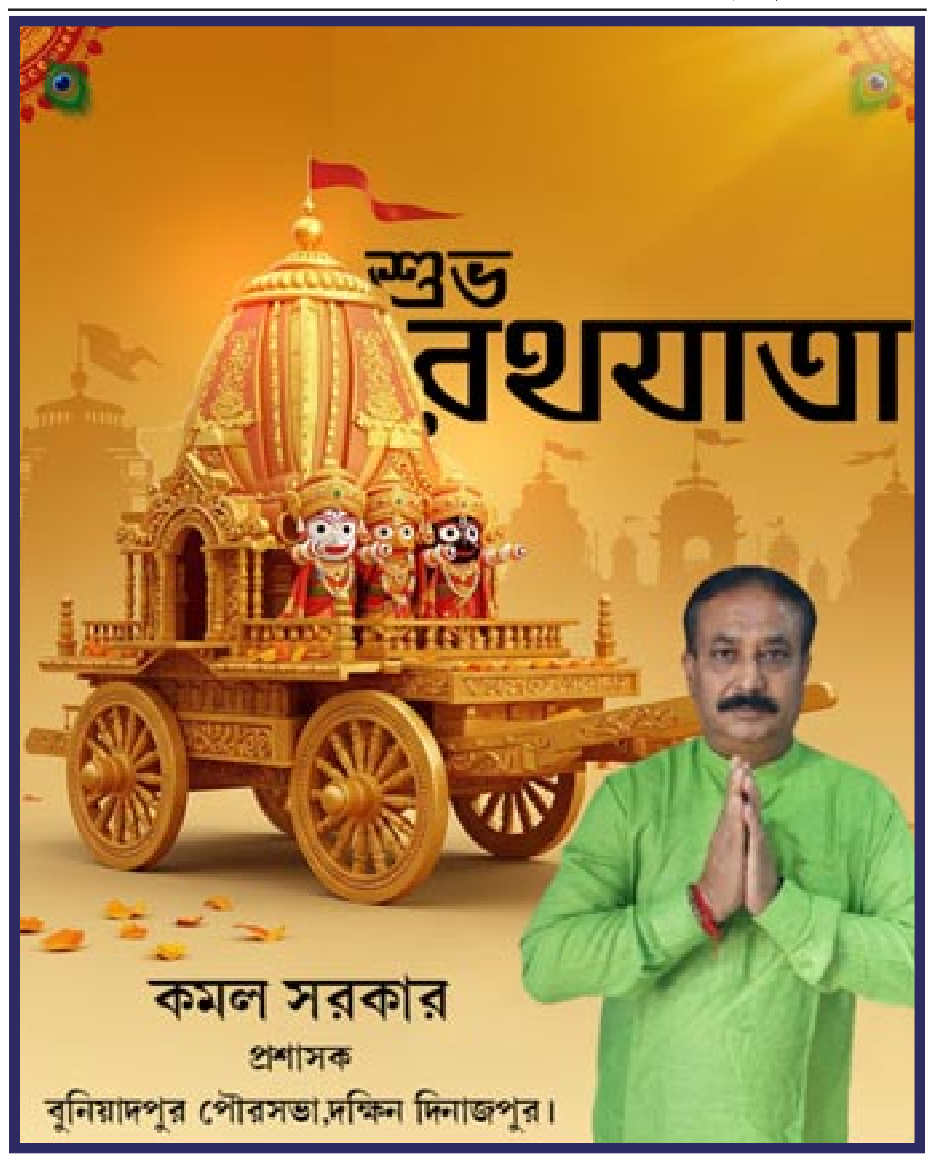

বাতাসি পিএসএ ক্লাবের খুঁটিপূজা

উত্তম সিংহ, নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বাতাসি অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা আয়োজক পিএসএ ক্লাব বৃহস্পতিবার সকালে তাদের ৫৯ তম বর্ষের খুঁটিপূজোর মধ্য দিয়ে এবারের দুর্গোৎসবের সূচনা করে। খুঁটিপূজার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। এবারের পূজার থিমে থাকছে বিশেষ আকর্ষণ, থিমের নাম 'ওরা কাজ করে'। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার বাজেটে এবারের মণ্ডপ ও প্রতিমা নির্মাণ করা হবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সরঞ্জাম দিয়ে। প্রতিবছরের মতো এবারও লক্ষাধিক দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশা করছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের সম্পাদক আনন্দ মোহন রায় জানান, 'সকলের অংশগ্রহণে এই পূজো হয়ে উঠুক সম্প্রীতির উৎসব। মা দুর্গার আশীর্বাদে সবাই যেন বিপদ মুক্ত থাকে। খুঁটিপূজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ। এদিন তিনি বলেন, বাতাসি পিএসএ ক্লাবের দুর্গাপূজা একসময় মা-দিদিমার পুরনো শাড়ি দিয়ে তৈরি হত। আজ সেই পুজোই উত্তরবঙ্গের গর্ব। প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব প্যান্ডেল নির্মাণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাণীগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তাপস সরকার ও ক্লাবের সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে খুঁটিপূজো ঘিরে। এবারের দুর্গাপূজা আরও বড় ও দর্শনীয় হবে বলেই আশাবাদী আয়োজক ও এলাকাবাসী।

স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরে মা-র হাতে খুন শিশু, চাঞ্চল্য দিনহাটায়

নয়া জামানা, দিনহাটাঃ স্বামীর সঙ্গে তীব্র বিবাদের জেরে তিন বছরের কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মায়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ থানার চৌধুরীহাট এলাকায়। ঘটনার পর এলাকা জুড়ে নেমে আসে শোক ও চাঞ্চল্যের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন সকালে অভিযুক্ত মোমিনাবিবির সঙ্গে স্বামীর মধ্যে প্রবল বিবাদ হয়। স্বামী বাড়ি ছেড়ে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর, প্রথমে তিনি তাঁর ছোটো ছেলেকে মারতে যান বলে অভিযোগ। তাতে বাধা পেয়ে, তিনি তিন বছরের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মোমিনাবিবি। তাঁর ছোট ছেলে বাড়ি থেকে দৌড়ে গিয়ে এক প্রতিবেশীকে ঘটনার কথা জানালে, প্রতিবেশীরা দ্রুত ঘরে ছুটে আসেন। তাঁরা দেখেন, মোমিনাবিবি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এরপর ঘরের এক কোণে কাপড়ে মোড়া অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর তিন বছরের কন্যার নিথর দেহ। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মেয়েকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন মোমিনাবিবি। তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ কালীপূজার খুঁটিপূজো ! এসটিএস ক্লাবের মণ্ডপে থাকছে মায়াপুরের ছোঁয়া

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ রথযাত্রার দিন থেকেই ধূপগুড়ি শহরে শুরু হচ্ছে কালীপূজার প্রস্তুতি। শহরের অন্যতম বড় পুজো কমিটি এসটিএস ক্লাব আজ সাড়ম্বরে আয়োজন করছে তাদের কালীপূজার খুঁটিপূজো। এবারের পূজায় ক্লাবের পক্ষ থেকে থাকছে একাধিক চমক ও সামাজিক উদ্যোগ। খুঁটিপূজো উপলক্ষে এসটিএস ক্লাব আয়োজন করছে একটি বিশাল স্বাস্থ্য শিবির, যেখানে থাকবেন ২৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পাশাপাশি থাকছে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে ইসিজি, চোখ পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থাও। ক্লাবের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং জানান, উত্তরবঙ্গে

সবচেয়ে বড় কালীপুজোর দায়িত্বে থাকে আমাদের ক্লাব। এবছরও সেই ধারা বজায় থাকবে। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে উৎসবে সামিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবারের পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ, প্যান্ডেল। জানা গিয়েছে, কালীপূজার মণ্ডপ নির্মিত হবে মায়াপুরের নবনির্মিত ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে। খুঁটিপূজোর পরদিন থেকেই শিল্পীরা মণ্ডপ নির্মাণের কাজে হাত লাগাবেন। প্রায় ৭০ ফুট দীর্ঘ, ১১০ ফুট চওড়া ও ১০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই সুবিশাল মণ্ডপ নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের। এই বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। শহরে কালীপূজার খুঁটিপূজো দিয়ে উৎসবের মরশুম শুরু হচ্ছে বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। পূজার জৌলুসে এবার ধূপগুড়ির এসটিএস ক্লাব ফের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলেই আশাবাদী আয়োজকরা।

স্টারলাইট অনন্যা সম্মানে 'সেরার সেরা' অস্মিতা ! গর্বিত মালবাজার

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ ডুয়ার্সের সবুজ-ঢাকা চা-বাগান ঘেরা ছোট্ট শহর মালবাজার এবার রাজ্যস্তরে গর্বের আরেক অধ্যায় রচনা করল। শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিল পাড়ার বাসিন্দা কিশোরী অস্মিতা রায় সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'স্টারলাইট অনন্যা সম্মান ২০২৫' প্রতিযোগিতায় নৃত্য বিভাগে 'সেরার সেরা' শিরোপা জয় করে মালবাজার শহরকে রাজ্যজুড়ে পরিচিত করে তোলে। নবম শ্রেণির ছাত্রী অস্মিতার বাবা খোকন রায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মা মামনি দাস রায় একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল

অস্মিতার। শহরের নৃত্যশিক্ষিকা সুস্মিতা দাসের কাছে তালিম নেওয়া শুরু করে মাত্র ছয় বছর বয়সে। সেই থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অনেক মঞ্চ। তবে হাল না ছেড়ে একরত্তি মেয়েটি নিজের পথ নিজেই গড়ে তুলেছে। স্টারলাইট অনন্যা সম্মান প্রতিযোগিতায় অস্মিতার পারফরম্যান্স মুগ্ধ করে বিচারক ও দর্শকদের। সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী মমতা শঙ্কর, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দেবশ্রী রায়, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি, কৌশানী মুখার্জি এবং পায়েল সরকার প্রমুখ। তাদের সামনে অস্মিতার নিখুঁত ও আবেগঘন পরিবেশনা মুহূর্তে কুর্নিশ আদায় করে।

অস্মিতা জানিয়েছে, 'নৃত্য আমার ধ্যান ও জ্ঞান। পড়াশোনার পাশাপাশি এই ভালোবাসাকেই আমি লালন করি।

মা-বাবা ও শিক্ষিকাই আমার মূল ভরসা। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমি আজ এখানে পৌঁছাতে পারতাম না। ভবিষ্যতে আরও বড় মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরাই আমার লক্ষ্য।, অস্মিতার বাবা-মা জানান, 'ছোট থেকেই মেয়ের নাচের প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে উৎসাহ দিয়ে পাশে থেকেছি। আজ তার এই সাফল্যে আমরা গর্বিত।, উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলায় নৃত্য পরিবেশনার মাঝপথে এক বিতর্কিত ঘটনার কারণে অস্মিতাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা ঘিরে শহরজুড়ে ব্যাপক চর্চা হয়। সেই অপমান ভুলে, অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আবার নিজেকে প্রমাণ করল এই কিশোরী। আজ তার চোখে নতুন স্বপ্ন। বৃহত্তর মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জেদই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মালবাজার শহর এই কৃতিত্বে গর্বিত।

ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

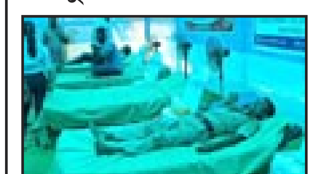

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ স্বেচ্ছায় রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ও ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে টিকাটুলি কালিরহাটে। সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস ও ময়নাগুড়ি। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রায় ৭২ জন রক্তদাতা অংশ নেন। ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পাল চৌধুরী ট্রাফিক সচেতনতায় সিট বেল্ট ও হেলমেট ব্যবহারের বার্তা দেন; 'সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ।,

শিলিগুড়িতে টোটোর জাল কিউআর কোডে বাড়ছে যানজট, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

কুশল রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ যানজট রুখতে একসময় শিলিগুড়ি শহরে টোটো চালকদের রুট নির্ধারণ করে রঙিন কিউআর কোড স্টিকার চালু করেছিল প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে সুফল মিললেও ফের দেখা দিয়েছে পুরনো সমস্যা। জানা যাচ্ছে, বর্তমানে ব্যাপক হারে নকল কিউআর কোড তৈরি করে শহরের প্রধান সড়কগুলিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে টোটো। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শুরুতে পাঁচ হাজার টোটোকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়িতে। এরপর পাশের জেলাগুলিতেও লাইসেন্স দেওয়া শুরু হতেই অন্তত আড়াই হাজার অতিরিক্ত টোটো শহরে ঢুকে পড়ে। যানজট ঠেকাতে ট্রাফিক পুলিশ রুট ভাগ করে সবুজ, নীল ও হলুদ রঙের কিউআর কোড লাগানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এখন সেই কিউআর কোডও নকল হচ্ছে। অভিযোগ, সাইবার ক্যাফেগুলিতে চাহিদা মতো কিউআর কোড বানানো হচ্ছে। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টোটোও মূল রাস্তায় চলতে পারছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাফিক সামলাতে গিয়ে প্রতিদিন কিউআর কোড স্ক্যান করে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আসল কিউআর কোডে বিশেষ হলোগ্রাম থাকে, সেটাই যাচাইয়ের মাপকাঠি। কিন্তু নজরদারি কম থাকায় অনেকেই জাল স্টিকার লাগিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে। সেবক রোড, হিলকার্ট রোড ও বিধান রোডে এই টোটোই এখন প্রধান যানজটের কারণ। শহরবাসীর একাংশের অভিযোগ, টোটো সহজলভ্য হলেও অতিরিক্ত সংখ্যা ও অনিয়ন্ত্রিত চলাচলই এখন বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব বলেই মনে করছেন অনেকে।

তালাবন্ধ কমিউনিটি টয়লেট, দুর্ভোগে খড়িবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা

উত্তম সিংহ, নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নির্মিত হলেও এখনও তালা বন্ধ খড়িবাড়ি বাজারের পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি টয়লেট। ফলে দৈনন্দিন জীবনে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বাজারের ব্যবসায়ী ও পথচারীরা। ২০২৩ সালের শেষের দিকে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয়ে মুরগিহাটি সংলগ্ন এলাকায় একটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়। লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়ী ও সাধারণ পথচারীদের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের সুবিধা প্রদান। তবে দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও সেই টয়লেটের তালা আজও খোলা হয়নি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে টয়লেট নির্মাণ হলেও এখন তা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকায় কার্যত কোন উপকারেই আসছে না। ফলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মানুষকে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন মহিলা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী নেহা সরকার বলেন, 'টয়লেট হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছিলাম, ভাবছিলাম কিছুটা সুবিধা হবে। কিন্তু নির্মাণের পরেও যদি ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে সেটার অর্থ কী? আমাদের দিনের বড় একটা সময় বাজারেই কাটে, এমন অবস্থায় এই সমস্যা প্রতি মুহূর্তে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, সরকারি অর্থ খরচ করে পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরও কেন তা তালাবন্ধ পড়ে থাকবে? দ্রুত এই টয়লেটটি চালু করার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েত সমিতির নীরব ভূমিকা ঘিরে উঠছে প্রশ্ন।

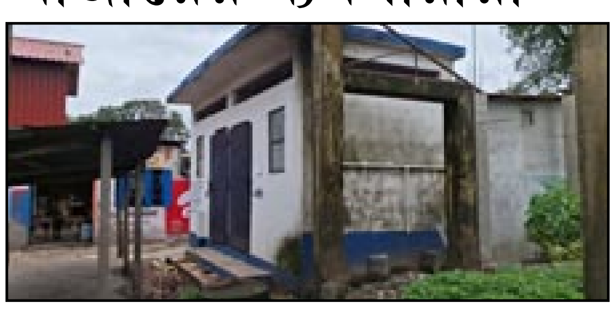

ওএমআর সিট প্রকাশের দাবিতে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ কোচবিহারে

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ চাকরি ফেরতের দাবিতে ফের পথে নামলেন ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা প্রশাসনিক ভবন অভিযান করেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শতাধিক চাকরিহারা আন্দোলনকারীরা। এদিন প্রথমে কুচবিহার রাজবাড়ী স্টেডিয়ামে জমায়েত করে বিক্ষোভকারীরা। এরপর বিশাল মিছিল করে তারা পৌঁছান কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে। সেখানে জেলা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সকল পরীক্ষার্থীর ওএমআর সিট প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে চাকরি থেকে

বঞ্চিত করার দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারেরই। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস জানান, আমাদের একটাই দাবি ওএমআর সিট প্রকাশ করতে হবে। আমরা যোগ্য প্রার্থী, আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতেই হবে। যতদিন না আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাচ্ছি, ততদিন আমরা রাস্তায় আন্দোলন চালিয়ে যাব। চাকরি হারিয়ে বছরের পর বছর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এই বঞ্চিত শিক্ষক সমাজ। এবার তাঁরা রাজ্য জুড়ে ওএমআর সিট প্রকাশের দাবিতে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে জেলা শাসক বিক্ষোভকারীদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি না মানা পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চলবে।

বিদেশে এআই গবেষণার সুযোগ পেল ভেটাগুড়ির সৌম্যরত্ন

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কৃতিত্বের নতুন নজির গড়লেন দিনহাটার ভেটাগুড়ি এলাকার সৌম্যরত্ন দেবনাথ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ও রোবোটিক সায়েন্স নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি করেন সৌম্যরত্ন। অনলাইন ভাইভার মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেন্ট স্কলারশিপ সহ চার বছরের পিএইচডি গবেষণার সুযোগ পান। ২৮ জুলাই সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। তার বাবা তুষার

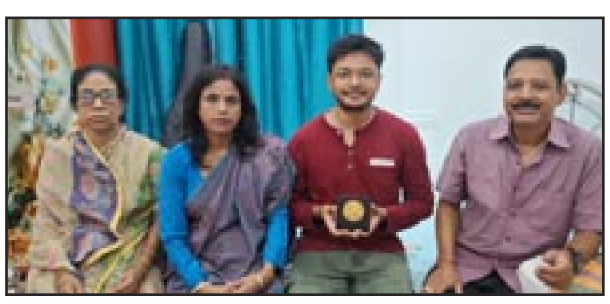

সুযোগ পেয়েছেন সিঙ্গাপুরের নামী বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (এনটিইউ)-তে। সৌম্যরত্ন বর্তমানে আইআইটি গান্ধীনগর থেকে এমটেক পাশ করেছেন এবং ২০ জুন সেখান থেকেই পেয়েছেন বিশেষ গবেষণার জন্য গোল্ড মেডেল। তার আগে বিন্নাগুড়ি আর্মি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক সম্পূর্ণ করেন। গবেষণার প্রতি আগ্রহ থেকেই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন জাপান ও হায়দরাবাদে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এনটিইউ-তে আবেদন কান্তি দেবনাথ পেশায় প্রাক্তন শিক্ষক এবং মা রত্না দেবনাথ একজন গৃহবধূ। সৌম্যরত্ন জানিয়েছেন, তার সাফল্যের পেছনে বাবা-মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। এই খবরে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ভেটাগুড়িতে। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার পেলেও এশিয়ার মধ্যে থেকেই কাজ করতে চেয়েছিলেন সৌম্যরত্ন তাই এনটিইউ-কে বেছে নেন। উল্লেখ এই বিশ্ববিদ্যালয় টেকনোলজির দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ দশের মধ্যে অন্যতম। এআই প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্বের ভবিষ্যৎ গঠনের পথে ভেটাগুড়ির কৃতিসন্তান সৌম্যরত্ন আজ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

আলিপুরদুয়ারে বহু প্রতীক্ষিত সুইমিং পুলের শিলান্যাস

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল আলিপুরদুয়ারে। শহরের বাসিন্দাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ অবশেষে শুরু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার ২৬ জুন আলিপুরদুয়ার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ সংলগ্ন এলাকায় আধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত সুইমিং পুলের শিলান্যাস করা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হতে চলা এই সুইমিং পুলের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক্ বারাইক, আলিপুরদুয়ার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, মহকুমাশাসক দেবব্রত রায়, জেলাপরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, 'সাঁতার শেখার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামো চেয়ে শহরবাসী দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, কচিকাঁচা, এমনকি সাধারণ মানুষ সকলের জন্যই এই সুইমিং পুল অত্যন্ত জরুরি।

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্যোগে এদিন এই কাজ শুরু হতে চলেছে। শহরবাসীর দাবি অনুযায়ী, সুইমিং পুল তৈরির জন্য জনপ্রতিনিধিরা একাধিকবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই সম্মিলিত চেষ্টারই ফলস্বরূপ এই উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানের পর শহরে আনন্দের হাওয়া। বহু বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'এতদিন পর অবশেষে আমাদের দাবির প্রতিফলন ঘটতে চলেছে। আলিপুরদুয়ারেও আধুনিক সাঁতার শেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এ আমাদের কাছে দারুণ খুশির খবর।'

ডুয়ার্সে এক সপ্তাহে তিন অজগর উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, ডুয়ার্স ঃ এক সপ্তাহের ব্যবধানে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে পরপর তিনটি অজগর উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু ডিভিশনে উদ্ধার হয় একটি প্রায় ১৫ ফুট লম্বা বিশাল অজগর, যা আস্ত একটি ছাগল গিলে ঝোপে নিস্তেজ অবস্থায় বসে ছিল। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে, একই সপ্তাহে জলপাইগুড়ির টাকিমারী পূর্ব পাড়ায় টেপাই নামক মাছ ধরার ফাঁদে ধরা পড়েছে দুটি অজগর ছানা। গত শুক্রবার খগেন্দ্র দাস নামক স্থানীয় বাসিন্দার টেপাইয়ে ধরা পড়ে একটি

পাঁচ ফুট লম্বা অজগর ছানা। এরপর আবার রবিবার সকালে একই ব্যক্তির ফাঁদে ধরা পড়ে একটি ছয় ফুট লম্বা অজগর ছানা। সাপ উদ্ধারে এগিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'গ্রীন জলপাইগুড়ি'। সংস্থার সম্পাদক অংকুর দাস এবং দপ্তর সম্পাদক স্বরূপ বসাক ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপ দুটি সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই এলাকায় একইভাবে তিনটি অজগর উদ্ধার হওয়ায়, সেখানে আরও অনেক অজগর এবং তাদের ছানা লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বনদপ্তরের কাছে ওই এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই পরপর উদ্ধার ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যেমন আতঙ্ক, তেমনি বনদপ্তরের ভূমিকাও নিয়ে কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

নদী আছে শুধু নামে, দখলে সব পাড়

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা,নদিয়া ঃ জেলার মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীর পাড়ে চলছে লাগাতার দখলদারি। এক সময় এই নদীগুলির প্রস্থ ছিল প্রায় ৩৩৫ ফুট, বর্তমানে বর্ষায় তা দাঁড়ায় মাত্র ৩৫-৪০ ফুটে। অন্যান্য সময়ে তা আরও কমে যায়। নাথপুর ও তালদহ মৌজায় নদীর পাড় থেকে মাটি কেটে তা দেওয়া হচ্ছে পান বরজ ও ইটভাটায়। কোথাও হচ্ছে হাঁসের চাষ ও কলমি লতার চাষ। স্বর্ণখালী ও দুর্গাপুর মৌজায় অবাধে তৈরি হচ্ছে দোকানপাট ও পাকা ঘরবাড়ি। অনেকেই পাচ্ছেন সরকারি ট্রেড লাইসেন্স ও বৈধ ইলেকট্রিক সংযোগও। শিবনিবাস মৌজায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চলছে কলমি শাকের চাষ, বসানো হয়েছে বাঁশের সাঁকো। নদীজুড়ে এমন চাষাবাদ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। আড়ংঘাটা ও রানাঘাট এলাকায় রয়েছে অসংখ্য ইটভাটা, যেগুলি নিয়মিতভাবে নদী থেকে মাটি তুলে নিচ্ছে। শিবপুর ঘাটেও রয়েছে একটি বড় ইটভাটা, যার কার্যকলাপে নদীর গভীরতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এক সময় নদীর গভীরতা ছিল ৩০-৩৫ ফুট। এখন কোথাও তা ৭-৮ ফুটে নেমে এসেছে, কোথাও বা সর্বোচ্চ ১২-১৩ ফুট। নদীর পাড়ের গাছপালা ইতিমধ্যেই কেটে ফেলা হয়েছে বাপুজিনগরে। বন দফতরকে জানানো হলেও বড় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নদীপাড়ে নতুন করে বৃক্ষরোপণের কোনও উদ্যোগ নেই। বরং যেগুলি ছিল, সেগুলিও নির্বিচারে কাটা হয়েছে। মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটি কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও-র কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন দেখার বিষয়, উর্ধ্বতন প্রশাসন এই দখলদারিতে হস্তক্ষেপ করে কি না।

নবদ্বীপ ঘাটে রেল পরিষেবা ফেরাতে দিল্লির দরবারে জগন্নাথ সরকার

নয়া জামানা , নদিয়া ঃ নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা জোরালো হয়ে উঠছে। রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। দশকের পর দশক ধরে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরবাসীর দাবির মুখে অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে রেল মন্ত্রক। প্রসঙ্গত, বহু বছর আগে পর্যন্ত এই রুটে চলত ন্যারোগেজ ট্রেন। সেই পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পর ব্রডগেজ লাইন পাতা হলেও নানা জটিলতায় তা চালু হয়নি। রেলের জমি ঘিরে একাধিক দখলদারির অভিযোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থেমে যাওয়া ট্রেন পরিষেবা এসবই স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জমিয়েছে। রেল চালু না হওয়ায় তৈরি হয় ‘নবদ্বীপ রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটি’। তারা আমঘাটা নয়, বরং পুরনো নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়ে একাধিক আন্দোলন ও ডেপুটেশন জমা দেয়। সেই আন্দোলনের ফলেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে আসে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন।

রেলমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু করতে পদক্ষেপ করা হবে।

সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সহায়তা, বিশেষ করে রেলের জমি দখলমুক্ত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব ভিন্ন সুরে কথা বলেছে। নবদ্বীপ ব্লক সভাপতি কল্লোল কর স্পষ্ট করেছেন, এটি দল বা ব্যক্তির আন্দোলন নয়, সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি।

তাঁদের প্রশ্ন, রেলমন্ত্রী ঠিক কোন নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনকে বোঝাচ্ছেন পুরনোটি, না কি নতুন পরিকল্পনায় কালিনগরের কাছে যে প্রস্তাবিত স্টেশন?

রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ জানান, এই লড়াই এখনও চলছে। আগেও প্রতিশ্রুতি মিলেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

তাই এবার স্পষ্ট ও লিখিত আশ্বাস ছাড়া তারা পিছিয়ে আসবে না। সাধারণ মানুষও আশাবাদী, এই রেলপথ চালু হলে শুধু নবদ্বীপ নয়, গোটা অঞ্চলের ব্যবসা, যোগাযোগ ও পর্যটনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। মায়াপুরের মতো আন্তর্জাতিক ধর্মস্থানের যাতায়াত সহজ হবে এবং বহু মানুষের রুজির পথ খুলবে।

স্কুলে চুরির ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়ুয়া থেকে শিক্ষক

নয়া জামানা, কৃষ্ণগঞ্জ ঃ চুরি করে নিয়ে গেল স্কুলের ঘন্টা। তাহলে ছুটির ঘন্টা বাজবে কিভাবে? এই দুশ্চিন্তায় এখন শিক্ষক থেকে পড়ুয়া সবাই। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সীমান্ত লাগোয়া গেদে সম্মিলনী হাই স্কুলে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিদ্যালয়ে প্রহরী থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটায় প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুকদেব বিশ্বাস জানান, গতকাল রাত ১২টা নাগাদ প্রহরী তাঁর অসুস্থ বাবার জন্য ওষুধ আনতে বাড়ি যান। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তিনি বিদ্যালয়ে ফিরে এসে দেখেন, তালা ভাঙা এবং ঘরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি প্রধান শিক্ষককে জানান। প্রধান শিক্ষক সকালে বিদ্যালয়ে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরিচালন সমিতির সভাপতি তপন বিশ্বাসকে খবর দেন। এরপর দু’জনে মিলে দেখেন, বিদ্যালয় থেকে একটি মনিটর, মাইকের সাউন্ড সিস্টেম, মাইক্রোফোন, এমপি প্লেয়ার, স্কুলের ঘন্টা, সিসিটিভির হার্ডডিস্ক এবং কিছু নগদ টাকা চুরি হয়েছে। ঘটনার খবর জানানো হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। চুরির ঘটনায় পড়ুয়াদের মধ্যেও কৌতূহল ও দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে। তাদের কথায়, স্কুলের ঘন্টা চুরি হয়ে গেলে ক্লাস শুরু, টিফিন কিংবা ছুটি সবই কি এবার এলোমেলো হয়ে যাবে?

আবার মা আসছেন বড় রূপে, কামালপুরে প্রস্তুতি শুরু

নয়া জামানা,রানাঘাট ঃ গত বছর শেষ মুহূর্তে প্রশাসনিক জটিলতায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নদিয়ার রানাঘাটের কামালপুরের বহুচর্চিত দুর্গাপুজো।

সেই পুজো ঘিরে অভিনব প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন গ্রামের ছোট-বড় বহু পুরুষ, যাঁরা মাথা ন্যাড়া করে মায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। এ বছর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটুক এই লক্ষ্যে আবারও বড় দুর্গা প্রতিমার পুজোর উদ্যোগ নিচ্ছে পুজো কমিটি ও গ্রামবাসীরা। এই মুহূর্তে আইনি সহায়তা ও প্রশাসনিক অনুমতির প্রক্রিয়া চলছে পুরোদমে।

আয়োজকদের আশা, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এবার প্রতিমা তৈরি ও পুজোর কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। গ্রামবাসীদের তরফে অভিজিৎ মিত্র জানান, গত বছর সমস্ত দায় নিজেরা কাঁধে নিয়ে শেষ মুহূর্তে পুজো বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁরা। তবু হাজারো দর্শনার্থী এসেছিলেন মহালয়ার পর থেকেই। পুজো কমিটি জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি শুরু হবে। একই স্থানে এবারও বিশাল প্রতিমা তৈরি করে এক অনন্য নজির গড়ার স্বপ্ন দেখছে কামালপুর। পুজোর জন্য সর্বস্তরের মানুষ ও প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবার আর যেন অপূর্ণ না থাকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দ।

তাঁতের ব্যবসায় মন্দা, রথ বানিয়ে ভাগ্য ঘুরল শিল্পীর

নয়া জামানা,শান্তিপুর ঃ তাঁতের ব্যবসার দুরবস্থা ঘুচিয়ে এখন কাঠের কাজে ভাগ্য ফিরিয়েছেন নদিয়ার শান্তিপুরের চৌগাছাপাড়া এলাকার পূর্ণেন্দু কর।

আগেকার তাঁতি এখন বছরভর কাঠের ফার্নিচার, মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের কাজ করলেও রথযাত্রার মরসুম এলেই ব্যস্ততা তুঙ্গে পৌঁছায়। অর্ডার অনুযায়ী ছোট, মাঝারি ও বড় রথের পাশাপাশি তৈরি করছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। সম্প্রতি দীঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর রাজ্যে রথের চাহিদা বেড়েছে বহুগুণ।

সেই চাহিদার জোগান দিতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে চলেছেন শিল্পী পূর্ণেন্দু কর। এই বছর প্রায় কুড়িটি রথের অর্ডার পেয়েছেন তিনি। সব রথই সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি, যার স্থায়িত্ব দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

রথের দাম শুরু হচ্ছে ২০০০ টাকা থেকে।

অধিকাংশ অর্ডার ইতিমধ্যেই ডেলিভারি দিয়েছেন, বাকি গুলির কাজ প্রায় শেষের পথে। রথের সাজসজ্জা এবং রং করার কাজে তাকে সাহায্য করছে তার ছোট মেয়ে। এছাড়া, এক ফুটের নিমকাঠের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার একটি মূর্তি বানাতে খরচ হয় প্রায় ৬০০০ টাকা।

বর্তমানে তাঁতের কাজ অনেকটাই স্তব্ধ।

তাই শান্তিপুরের একাধিক শিল্পীর মতো পূর্ণেন্দু বাবুও রুজির সন্ধানে পেশা বদলে নেমেছেন কাঠের শিল্পকর্মে। আর রথ বানিয়ে চলেছে সংসারের চাকা, ঘুরছে ভাগ্যেরও।

বিজেপির সাংসদের এলাকায় বেহাল রাস্তা
অবশেষে সংস্কারে উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার

নয়া জামানা, শান্তিপুর ঃ সাংসদ জগন্নাথ সরকারের নিজগ্রাম শান্তিপুর আড়পাড়া অবশেষে নজরে এল রাজ্য সরকারের। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল, সাংসদের বাড়ির সামনের রাস্তা যেন সংস্কার করা হয়। শান্তিপুর আড়বান্দি ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গলায়দড়ি বটতলা থেকে আড়পাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা বহুদিনের। বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাংসদ জগন্নাথ সরকারকেও বহুবার কাদা ভেঙে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। তিনি নিজেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। সংবাদমাধ্যমেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শাসক ও বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক টানাপোড়েনেই রাস্তা সংস্কারের কাজ থমকে ছিল। অবশেষে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর তৎপরতায় নদিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় রাস্তাটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২২৩ টাকা। ইতিমধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার ও টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ছ’মাসের মধ্যে গলায়দড়ি বটতলা থেকে দ্বারকানাথ হাইস্কুল হয়ে আড়পাড়া পর্যন্ত রাস্তার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরকে। এই রাস্তা শান্তিপুর ব্লকের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সংলগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, জাতীয় সড়কের পাশে থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি অবহেলিত ছিল। যদিও সাংসদ এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি, তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে। অন্যদিকে, পুরনো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা নিয়ে পিডব্লিউডির দিকে দায় ঠেলেছেন তিনি। এখন দেখার বিষয়, বহু প্রতীক্ষিত এই রাস্তাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদৌ নতুন রূপ পায় কিনা।

অজয় নদে জল বাড়ায় বন্ধ ফেরিঘাট, বিপাকে সাধারণ মানুষ

নয়া জামানা, বীরভূমঃ টানা কয়েকদিনের নিম্নচাপ ও প্রবল বৃষ্টির ফলে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে জেলার বিভিন্ন নদ-নদীতে। তার প্রভাব পড়েছে অজয় নদেও। আর সেই কারণেই বিপর্যস্ত হল বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার, ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব-কেন্দুলীতে অজয় নদের উপর অস্থায়ী ফেরিঘাটটি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ফেরিঘাটে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুই জেলার মধ্যে স্বাভাবিক যাতায়াত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ পথ ঘুরে বিকল্প রাস্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে, যা সময় ও অর্থ দুই দিক থেকেই বেশ ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পলাশীপাড়া থানার উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস । তথ্য ও সূত্র ঃ নয়া জামানা

সোনা পাচার রুখল বিএসএফ, উদ্ধার ২.৩৬৭ কেজি সোনা

নয়া জামানা, নদিয়া ঃ বড় সাফল্য পেল বিএসএফ। পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে সোনা পাচারের চক্রান্ত রুখে দিল ৫৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সীমান্ত ফাঁড়ি জিৎপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ২০টি সোনার বিস্কুট। সেগুলির ওজন ২.৩৬৭ কেজি, বাজারমূল্য আনুমানিক ২,৩১,২২,৭৫৬.৭০ টাকা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকার, ঝড় ও জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে এক ব্যক্তি সাইকেলে করে সীমান্ত পার হচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় বিএসএফ জওয়ানরা তার সাইকেল থামান। তখনই নজরে আসে সাইকেলের পিছনের টায়ারের অস্বাভাবিক ফোলাভাব। জওয়ানরা তল্লাশি শুরু করতেই পাচারকারী সাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় কাশীপুর গ্রামের দিকে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জওয়ানরা টায়ার খুলে তল্লাশি শুরু করেন এবং উদ্ধার করেন ২০টি সোনার বিস্কুট। এরপর সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় রানাঘাট সীমান্ত ফাঁড়িতে, প্রয়োজনীয় সরকারি প্রক্রিয়ার জন্য। বিএসএফ জানিয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করার পাশাপাশি উদ্ধার করা সোনা আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

শিশু মৃত্যুর প্রতিবাদে কালীগঞ্জে ছাত্র ধর্মঘট

নয়া জামানা, কালীগঞ্জ ঃ উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই কালীগঞ্জে বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া সকেট বোমায় মৃত্যু হয় দশ বছরের ছাত্রী তামান্না খাতুনের। মোলান্দী দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে।

ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার এসএফআইয়ের ডাকে পলাশী সহ কালীগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলে পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। এদিন পলাশী মীরা উচ্চ বিদ্যালয়, মীরা বালিকা বিদ্যানিকেতন সহ একাধিক স্কুলে ধর্মঘটে সামিল হয় বহু ছাত্রছাত্রী। এসএফআই’র পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এই প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আবেদন জানানো হয়।

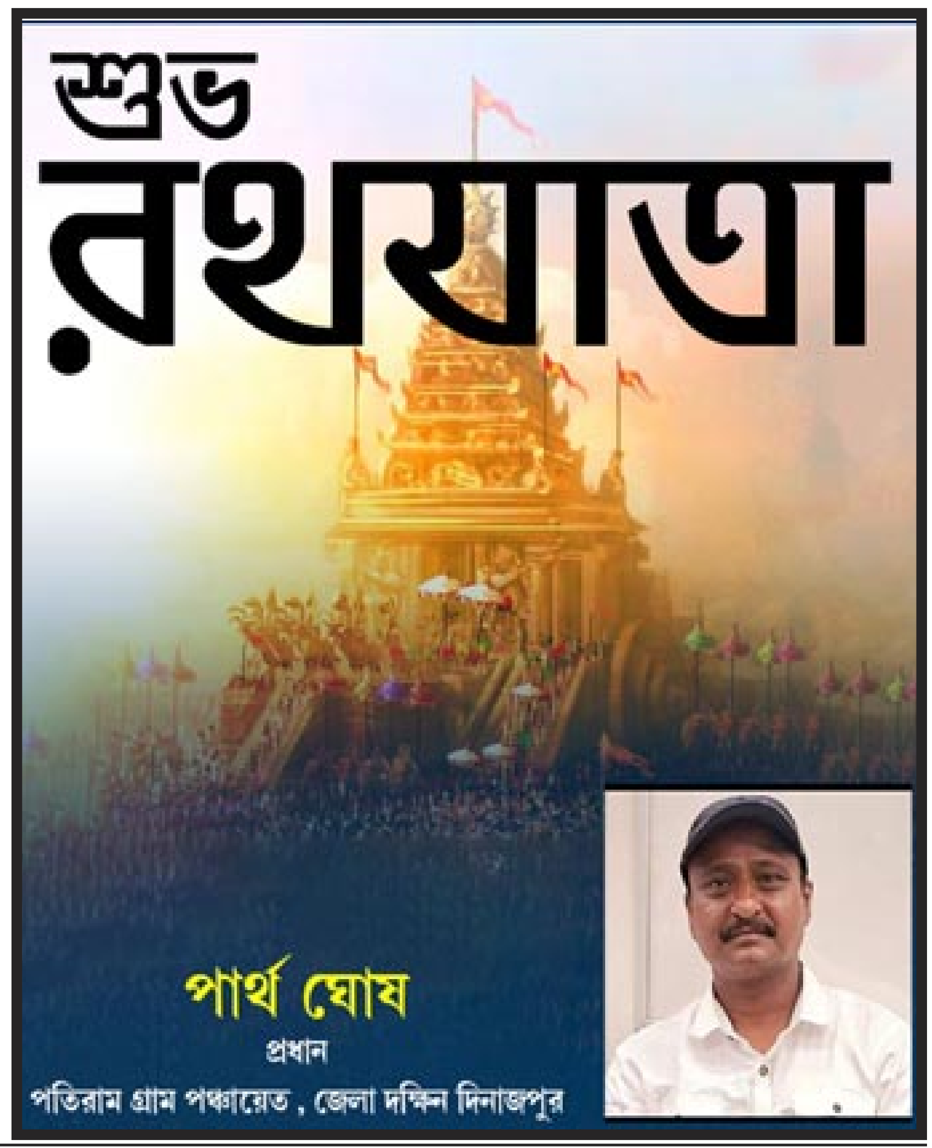

দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ পবিত্র কোরান ও হাদিসের আলোকে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সহ সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতি (রাবেতা)-র দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন ও কৃতি ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার জামিয়া রহমানিয়া পূর্ব শংকরপুর কাসেম মোড় এলাকায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক ও রাজ্য রাবেতা বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি আব্দুস সালাম। উপস্থিত ছিলেন মুফতি মহিদুল ইসলাম, ক্বারী জয়নাল আবেদীন, সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মাওলানা মাকসুদ আলী কাসেমী, মাওলানা সিদ্দিক মন্ডল, মুফতি জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। মুফতি আব্দুস সালাম তার বক্তব্যে বলেন, ইসলামের আলোকে শিক্ষালাভ সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সৎপথে জীবন যাপন করে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলের জন্য ২৬ জন ছাত্রকে নগদ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্পাদক মাওলানা মাকসুদ আলী কাসেমী জানান, এই জেলার শিক্ষার্থীরা এখন অনেক ভালো ফল করছে। চলতি বছরে ১৬ জন ছাত্র রাজ্যস্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে, যা অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস।

গঙ্গারামপুরে জাল লটারি চক্রে ধৃত ৪

নয়া জামানা,গঙ্গারামপুর ঃ জাল লটারি চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে পাঁচটি কম্পিউটার ও একটি টোটো। ধৃতরা হল পুলক সরকার (২৪), সুমন বেসরা (২৩), মেহেদি হাসান ইমন (২২) ও পার্থ চক্রবর্তী (২৪)। তাঁরা গঙ্গারামপুর ও তপন থানার বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর শহরের ধলদিঘি উত্তরপাড়ার একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ ও ডিইবি। সেখান থেকে জাল লটারি উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফের অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে জাল লটারি উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত হয় পাঁচটি কম্পিউটার ও একটি টোটো।

এরপর আরও তিনজনকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার জানান, উদ্ধার হওয়া জাল লটারির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চলছে। কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, ডিএসপি (ডিআইবি) এম. রানা ও গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র।

কুশমন্ডিতে ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল 'আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান'

দিলদার আলী, নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিল 'আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান'। বৃহস্পতিবার কুশমন্ডি ব্লকের বি.এল এন্ড এল.আর.ও অভিজিৎ পালের হাতে এই দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি ব্লক সভাপতি প্রদীপ মর্মু, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি, জেলা পরগনা সভাপতি বিক্রম মুর্মু, কুশমন্ডি ব্লক সেঙ্গেল পরগনা বৃন্দাবন হেমব্রম, হরিরামপুর ব্লক সভাপতি বালু মুর্মু সহ সংগঠনের একাধিক সদস্য ও কর্মী। ডেপুটেশনে উত্থাপিত দাবিগুলি হল পাট্টা রেকর্ড দেওয়া হচ্ছে না কেন তার জবাব চাই, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যদি সরকারি খাস জমি থাকে, তবে তা জাহের ধান মাঝিয়ান নামে পাট্টা বন্দোবস্ত করতে হবে, মাদারে থাকা পৈত্রিক সম্পত্তির উপর অবৈধভাবে অন্য আদিবাসীকে রেকর্ড দেওয়া হচ্ছে কেন, নারায়ন মুর্মুর ২২ শতক জমির উপর অবৈধভাবে রেকর্ড করে দেওয়া হয়েছে কেন, সাধারণ মানুষের বি এল আর ও অফিসে হয়রানি বন্ধ করতে হবে,বিনা ইনকোয়ারিতে ওয়ারিশের রেকর্ড করা যাবে না ও বিবিধ । জেলা পরগনা সভাপতি জানান, যদি এই দাবিগুলির সঠিক সমাধান না হয়, তবে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সংগঠন। অন্যদিকে, কুশমন্ডি বি এল আর ও জানান, জমা পড়া প্রতিটি দাবিপত্র গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশে গাঁজা পাচার রুখে দিল পতিরাম থানার পুলিশ, ধৃত ৩

নয়া জামানা, পতিরাম ঃ কোচবিহার থেকে বাংলাদেশে গাঁজা পাচারের ছক ভেস্তে দিল দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে পতিরাম আমতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ কেজি গাঁজা সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হল মিঠু রায় (৩০), প্রণব রায় (৩২) ও সুশান্ত দাস (৩২)। তিনজনেই কুমারগঞ্জ থানার রাধানগর রায়পাড়া, উত্তর বেলতাড়া ও রাধানগর দাসপাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ হয়ে একটি বেসরকারি বাসে রাত সাড়ে নয়টার সময় পতিরাম তালতলা মোড়ে নামে। সেখান থেকে টোটো করে কুমারগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তবে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আগেই ওত পেতে ছিল। আমতলা এলাকায় টোটোটি পৌঁছাতেই পুলিশ ঘিরে ফেলে এবং হাতেনাতে পাকড়াও করে পাচারকারীদের। টোটো থেকে উদ্ধার হয় ১৪ কেজি ৪৭২ গ্রাম গাঁজা, যার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা। পুলিশ ওই টোটোটিকেও আটক করেছে। ঘটনার বিষয়ে পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, ধৃতদের বৃহস্পতিবার বালুরঘাট আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

পুলিশের তরফে পুরো পাচার চক্রটি উন্মোচনের লক্ষ্যে তদন্ত চলছে। কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, কোথা থেকে এই গাঁজা সংগ্রহ করা হয় এবং কিভাবে পাচার করা হত, তা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দিঘার জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ পেল রেশন গ্রাহকরা

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দিঘার জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ এবার পৌঁছে গেল সাধারণ রেশন গ্রাহকদের হাতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালী অঞ্চলের ১৯ নম্বর কাঁচাকালী রেশন দোকানে বৃহস্পতিবার এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রেশন ডিলার জাকিয়া পারভীন প্রায় ১৫৫০ জন গ্রাহকের হাতে জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদের প্যাকেট তুলে দেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ একরামুল হক, পঞ্চায়েত সচিব বিপুল পাল, কাঁচাকালী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ মণেশ কুমার সিংহ ও আসমত আরা বেগম। রথযাত্রার আগের দিন এই মহাপ্রসাদ এবং জগন্নাথ দেবের ছবি পেয়ে খুশি রেশন গ্রাহকরা। রেশন দোকানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করায় এক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হয়। বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ একরামুল হক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সাধারণ মানুষকে মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগে এলাকার মানুষ আনন্দিত। পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম জানান, মাঝিয়ালী অঞ্চলের সব রেশন দোকানেই এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।

পাকা রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ তপনে , হুঁশিয়ারি ভোট বয়কটের

বিপ্লব হালদার, নয়া জামানা, তপন ঃ পাকা রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন তপনের বাবলাতলা এলাকার গ্রামবাসীরা। বহুবার আবেদন করেও কাজ না হওয়ায় এবার আন্দোলনের পথে হাঁটলেন তাঁরা। ২৬শে বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তা না পাকা হলে ভোট বয়কটের হুমকি দেন বিক্ষোভকারীরা। তপন ব্লকের রামপাড়া চ্যাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালুডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দক্ষিণ মুক্তারামপুর পার্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে বর্ষার সময় কাদা ও জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারে না বলে অভিযোগ। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতেও চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। নেতা-নেত্রীদের জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান না মেলায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ডিটল-নালাগোলা রুটের বাবলাতলা এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। দাবি তোলা হয় অবিলম্বে পাকা রাস্তা নির্মাণের। পাশাপাশি ২৬শে ভোটের আগে রাস্তা না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপাড়া চ্যাঁচড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও তপন থানার পুলিশ। পরে তপন ব্লকের যুগ্ম বিডিও দেবব্রত ঘোষ এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় চার ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অবরোধকারী চুমকি দাস প্রামানিক বলেন, প্রতিবার ভোটে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয় না। এবার লিখিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া আমরা আন্দোলন তুলব না। যুগ্ম বিডিও দেবব্রত ঘোষ জানিয়েছেন, রাস্তার সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাত দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিল ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন

নয়া জামানা গঙ্গারামপুর ঃ অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু, সরকারি কাজে দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা নির্ধারণ এবং পঞ্চায়েত বুথভিত্তিক জব কার্ডের সংখ্যা প্রকাশ-সহ মোট সাত দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের ২/১ বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিল সারাভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন। ডেপুটেশনের আগে বেলবাড়ি এলাকায় একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছয়। সেখানেই বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এবং পরে প্রধানের সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র তুলে দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্বে ছিলেন সারাভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক সুবীর কুমার দাস, সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক জীবন সরকার, সিপিএম নেতা সুশান্ত বিশ্বাস এবং কৃষক সভার নেতা বুদ্ধদেব জোয়াদ্দার প্রমুখ। দাবিগুলি প্রশাসনের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। ইউনিয়নের তরফে দাবি আদায়ের আন্দোলন জারি থাকবে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

হিলিতে বর্গা জমি থেকে উচ্ছেদ রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ আদিবাসীরা

রবিন মুরমু, হিলি, নয়া জামানা ঃ বর্গা জমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে চলেছেন হিলির সীমান্ত এলাকার একাধিক আদিবাসী পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে জমির মালিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিখোঁজ, অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে কোনও সদুত্তর না মেলায় তাঁরা দিশেহারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের হিন্দু মিশন পাড়ায় বিএসএফ কাঁটাতারের ভিতরে বসবাস প্রায় ৪০টি আদিবাসী পরিবারের। এই গ্রামের বাসিন্দা শুকুমণি উড়াও, সুনীল উড়াও, ভারতী উড়াও ও বিরসা উড়াও জানান, তাঁদের পরিবারের জ্যাঠা ও দাদুরা হিলির এক বসাক পরিবারের প্রায় চার বিঘা জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বর্গা চাষ করছেন। এখন সেই জমিতে কাস্টমস অফিস নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে উচ্ছেদের মুখে পড়েছেন তাঁরা। জমির আসল মালিক কোনওরকম পূর্বানুমতি ছাড়াই ক্ষতিপূরণ নিয়ে মালদায় চলে গেছেন বলে অভিযোগ। অথচ বর্গাদারদের কোনও ক্ষতিপূরণই দেওয়া হচ্ছে না। দাবি জানিয়েও মিলছে না কোনও প্রতিকার। জেলাশাসক, হিলি বিডিও, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। গত বুধবার জমির মালিক ও বর্গাদারদের ডেকে বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে কাস্টমস অফিস হলে বর্গাচাষিরা কোনও ক্ষতিপূরণ পাবেন না। এই ঘোষণার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন পরিবারগুলি। কাঁদতে কাঁদতে নয়া জামানার সাংবাদিককে তাঁদের অসহায়তার কথা জানান। কাগজপত্র হাতে ঘুরতে ঘুরতে জানান, তাঁদের একমাত্র ভরসা এখন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁরা মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীকে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানাবেন। হিলি বিডিওর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন করে আবেদন জানানো হলে তা বিবেচনা করা হবে।

তিনটি পৃথক ঘটনায় আত্মঘাতী তিন

নয়া জামানা, গঙ্গারামপুর ঃ তিনটি পৃথক ঘটনায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন দুই যুবক, এক যুবতী এবং এক প্রৌঢ়। ঘটনাগুলি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম তিতুল রায় (২৩), বন্দনা বর্মন (২৩) এবং জীবন রায় (৫৭)। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থানার জাহাঙ্গীরপুরের বাসিন্দা তিতুল রায় পেশায় টোটো চালক। বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গতকাল রাতে পরিবারের অজান্তে বাড়ির পাশে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেন। অনেকক্ষণ পর ঘটনাটি নজরে এলে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। একইভাবে আত্মঘাতী হয়েছেন অশোক গ্রামের এক যুবতী বন্দনা বর্মন। প্রতিদিনের মতো রাতে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঘুমাতে যান। কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন দেখেন ঘরের ভেতরে দেহ ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক অনুমান, প্রেম প্রত্যাখ্যানের কারণেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ঠ্যাঙ্গাপাড়া কড়িয়াল গ্রামে। মৃত জীবন রায় দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁকেও উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হয়, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তিনটি মৃতদেহই গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ফের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু,এবার অসুস্থ হয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

পারিবার সূত্রে জানা গেছে,মৃত শ্রমিকের নাম ফুলকুমার মণ্ডল (৩০) ।বাড়ি মালদহের ইংরেজবাজার বিনোদপুরের মোবারকপুর গ্রামে ।মঙ্গলবার রাতে কর্মস্থলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, পরে তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বাড়িতে রয়েছে অন্তঃসত্ত্বা বউ,মা,বাবা।

পেটের টানে মুম্বাইয়ে কাজে গিয়েছিলেন ফুলকুমার মন্ডল। বৃহস্পতিবার সকালে তার কফিনবন্দি মৃতদেহ বাড়িতে আসে ।একমাত্র রোজগেরে সেই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই পরিবারে কান্নার রোল পড়ে ।তিন মাস আগেই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজের জন্য মুম্বাইয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ফুলকুমার ।আর তার কফিনবন্দি মৃতদেহ এলাকায় পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।মৃত পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়িয়েছেন মালদহ জেলা পরিষদের সদস্য মহম্মদ জুয়েল রহমান সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, 'আমরা পরিবারটির পাশে আছি। সরকারিভাবে এই পরিবারকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা দেখা হচ্ছে।'

মালদহে কুসংস্কারের বলি ১

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ওঝার কেরামতিতে মৃত্যু হল সর্পাঘাতে আক্রান্ত বৃদ্ধার ।অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর বদলে ঝাড়ফুঁক করানো হয় রোগীকে ।ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের কালিয়াচক সুজাপুরের বামনগ্রাম এলাকায় ।মৃত মহিলার নাম নাজেরা বিবি (৫০) ।মৃত বৃদ্ধ মহিলার পরিবারে রয়েছে স্বামী রাব্বানী শেখ ।পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো পরিবারের সদস্যদের সাথে রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়েন ওই মহিলা। কিছুক্ষণ পর ওই মহিলার সারা শরীরে শুরু হয় জ্বালা ।এরপর মহিলাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় এক ওঝার কাছে। ওঝা শুরু করেন ঝাড়ফুঁক ।এরপর পরিবারের সদস্যদেরকে জানা হয় ঝাড়ফুঁক করার পর সমস্ত বিষ শরীর থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ।এইবার পুরোপুরি সুস্থ ওই বৃদ্ধ মহিলা। ওঝার কথা মতো মহিলাকে বাড়িতে আনার পর রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ।এরপরে হাসপাতালে আনার পরেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায় ।এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারসহ গোটা এলাকায় ।মৃত মহিলার বৌমা হাসিনা বিবি জানান,ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় শাশুড়িকে ।ঝাড়ফুঁক করার পর বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়।

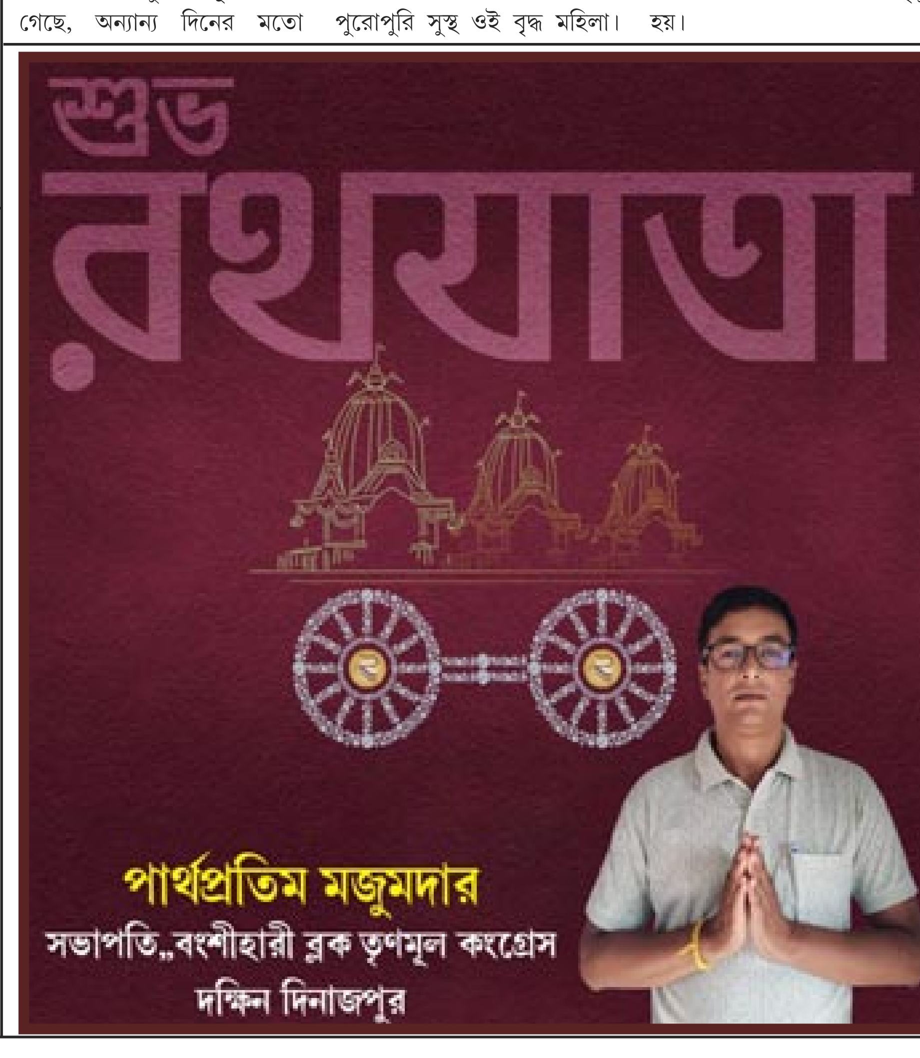

মুর্শিদাবাদ
নয়া জামানা

শতবর্ষের রথ টানার অপেক্ষায় স্বরুপপুরবাসী

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়াঃ শতবর্ষের ঐতিহ্য এখনো বুক ফুলিয়ে বহন করছে হরিহরপাড়ার স্বরুপপুর গ্রাম। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই গ্রামে হয়ে আসছে এক ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। গ্রামের মানুষজন এখন সেই রথের দড়ি টানার জন্য দিন গুনছেন। এই রথযাত্রার সূচনা হয়েছিল স্বরুপপুর গ্রামের শশধর কুন্ডু নামে এক কাঁসা-পিতল ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। কথিত আছে, তিনি প্রথমে রথযাত্রার পুজো করেন এবং তারপর তার কাঁসা-পিতলের ব্যবসা শুরু করেন। সেই থেকে কুন্ডু পাড়ার এই রথযাত্রা গ্রামে নিয়ম করে পালিত হয়ে আসছে।

শশধর কুন্ডু ছিলেন এক সময়ের সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী, যার ব্যবসার পরিধি ছড়িয়েছিল পূর্ব বাংলায়, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত। প্রথমদিকে এই রথযাত্রা ছিল পারিবারিক আয়োজনে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এখন পুরো গ্রাম একযোগে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। স্বরুপপুরের কুন্ডু পাড়ার পঞ্চকি তলা দুর্গাপূজা কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আগে রথটি কাঠের তৈরি ছিল, বর্তমানে লোহার তৈরি রথ ব্যবহার করা হয়। গ্রামের অন্যান্য রথ যত বড় বা ছোটই হোক না কেন, এই রথের দড়ি টানতে ভক্তদের ভিড় সবচেয়ে বেশি হয়। রথযাত্রার সময় মন্দির প্রাঙ্গণে ছোট একটি মেলা বসে, যেখানে পাপড়, জিলেপি, এবং বাচ্চাদের খেলনার দোকান বসে। পাশের গ্রাম থেকেও বহু মানুষ এই উৎসবে যোগ দিতে আসেন। রথযাত্রার কয়েক দিন আগেই গ্রামে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। পূজা কমিটির সদস্য অভিজিৎ কুন্ডু জানান, 'শুরুতে রথযাত্রাটি পারিবারিক ছিল, এখন পুরো গ্রাম একসঙ্গে মিলে অংশ নেয়। শশধর কুন্ডুর বংশধারারাও এখনও গ্রামে রয়েছেন এবং রথযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।' এই রকম শতবর্ষের ঐতিহ্য আজও স্বরুপপুরবাসীর হৃদয়ে জীবন্ত থেকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই রথযাত্রা রকমারি রঙে, উৎসবের ছোঁয়ায় আরও জমে উঠবে। এই আশা নিয়েই এগিয়ে চলেছেন সকলে।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের চালা ভেঙে আহত ৮ শিশু

নয়া জামানা,ভগবানগোলা ঃ কচিকাঁচাদের উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের টালির চালা। বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার নতুনগ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনায় জখম হয় আট শিশু। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ছুটে এসে শিশুদের উদ্ধার করে লালবাগ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে এক শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান লালবাগ মহকুমা শাসক বনমালী রায় ও মুর্শিদাবাদ থানার আইসি। মহকুমা শাসক জানান, অঙ্গনওয়াড়ি চলাকালীন টালির চাল ভেঙে আটজন শিশু আহত হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, সিডিপিও ও সুপারভাইজারকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বাড়িতে চলা এই সেন্টারটি বহুদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি বৃষ্টিতে চালের বাঁশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। জখম এক শিশুর মা অভিযোগ করেন, অভিভাবকদের একাধিকবার বলার পরও সেন্টার সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেননি দিদিমণি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শিশুদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি অবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা জঙ্গিপুর পুরসভায়

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুরঃ পৌরসভার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জঙ্গিপুরে। এবার সরাসরি জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন ১১ জন কাউন্সিলর। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষ পর্যাপ্ত নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছেন না, একাধিক কাজ আটকে আছে এবং চেয়ারম্যানের ব্যবহারও সন্তোষজনক নয়। পরিকাঠামোগত কোনও দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়নি বলেও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ২১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জন বৃহস্পতিবার অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে তা জমা দেন। স্বাক্ষরকারী কাউন্সিলরদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের ২ জন ও বিজেপির ১ জন। এক কাউন্সিলর জানান, 'পুরসভা কীভাবে চলছে, সবাই জানেন। তাই বাধ্য হয়েই আমরা অনাস্থা এনেছি এবং দলকে জানিয়েছি।' বিজেপির জেলা সভাপতি সুবল ঘোষ বলেন, 'একজন কাউন্সিলর থাকলেও আমরা বোর্ড ভাঙার জন্য সমর্থন করেছি।' চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, শহরের কাজ ভালই চলছে, সমস্যা থাকলেও তা দ্রুত সমাধান হবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরেই এই অনাস্থা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নবগ্রামে মাটির নিচে মিলল বজরংবলীর মূর্তি, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বৃষ্টির পর নরম মাটির গর্ভ থেকে উঠে এল একটি পাথরের বজরংবলীর মূর্তি। আর সেই মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের ঈশানপুর রামডাঙা এলাকায়। জানা গেছে, জমিদার আমলের এক চিকিৎসকের পরিত্যক্ত চেম্বারের পাশের জমিতে বৃষ্টির ফলে মাটি বসে যেতে শুরু করে। তখনই কয়েকজন কিশোরের চোখে পড়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা ছোট একটি মূর্তি। তুলে আনার পর দেখা যায়, সেটি বজরংবলীর প্রস্তরমূর্তি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষ কৌতূহল নিয়ে ভিড় করতে থাকেন মূর্তি দেখতে। শুরু হয় দুধ ও গঙ্গাজলে পুজো। ঘটনার খবর পেয়ে নবগ্রাম থানার পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। জানানো হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকেও।

স্থানীয়দের অনুমান, এটি ব্রিটিশ আমলের স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে।

রথযাত্রায় মিষ্টি ছোঁয়া মিড ডে মিলে

হরিহরপাড়া, নয়া জামানা ঃ শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাচাদের শেষপাতে সুস্বাদু ল্যাংড়া আম।

হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পীরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃহস্পতিবারের মধ্যাহ্নভোজনের মেনুতে দেওয়া হয়েছে ল্যাংড়া আম। শুক্রবার রথযাত্রা উপলক্ষে যেহেতু বিদ্যালয় ছুটি থাকে, তাই বৃহস্পতিবারই ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের মেনুতে আম দেওয়া হয়। ল্যাংড়া আম মিষ্টি ও সুস্বাদু চাহিদাও বেশি, তাই অন্যান্য আমের তুলনায় এর মূল্যও বেশি। সুস্বাদু আম পাতে পেয়ে বেজায় খুশি কচিকাচারা। হরিহরপাড়ার পীরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫২ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের অভিভাবক রফিকুল শেখ জানান, 'আমাদের পীরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাঝেমধ্যেই সরকার নির্ধারিত মেনুর বাইরে ভালো ভালো খাবার পরিবেশন করেন। সরকারের বর্ধিত অর্থের বাইরে তাঁদের নিজের পকেট থেকেও অনেক টাকা খরচ হয়। অন্যান্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে এই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন অনেক ভালো হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মনীষীদের জন্মদিন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিন উদযাপন করা হয়।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত সরকার বলেন, 'শুক্রবার রথযাত্রার দিন বিদ্যালয় ছুটি থাকে, তাই বৃহস্পতিবারেই ভাত-ডাল-সবজির সাথে শেষ পাতে ল্যাংড়া আম দেওয়া হয়েছে।'

বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় থেকে যেখানে অভিভাবকরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, সেখানে হরিহরপাড়ার পীরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামপুরে বাইক শোরুমে চুরি, ঝাড়খণ্ডে ধৃত ১

নয়া জামানা , ইসলামপুর ঃ গত ২৯শে মে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত একটি মোটরসাইকেল শোরুমে চুরির ঘটনার তদন্তে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইসলামপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলা নং ৩২০/২৫, তারিখ ২৯.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, সেদিন রাতে অন্ধকারে শোরুমে চুরি হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ এক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে এবং ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার রাধানগর থানার অন্তর্গত মধ্য পিয়ারপুর বোলতলা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম আব্দুল দালিম(৩৩), পিতা নজরুল শেখ। গ্রেফতারের সময় তার হেফাজত থেকে একটি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই মোবাইলটি চুরি হওয়া সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা চুরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান। তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং চুরির ঘটনার পেছনে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে, এসিজেএম, লালবাগ আদালতের কাছে অভিযুক্তের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং গোটা চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে তদন্ত চলছে।

হেরোইন কাণ্ডে মহিলা সহ ধৃত ২

নয়া জামানা, লালগোলা ঃ মাদক বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল লালগোলা থানার পুলিশ। ধারাবাহিক দুটি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৫৮৬ গ্রাম হেরোইন। ধৃত এক মহিলা-সহ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুটি ঘটনাই বৃহত্তর কোনও মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাথমিক অনুমান। প্রথম ঘটনা ঘটে ২৬ জুন ভোরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগোলা থানার একটি বিশেষ দল অভিযান চালায় বিএম পাড়ায়। তল্লাশিতে ধৃত ঊর্মিলা মণ্ডলের (৩০) বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২৯২ গ্রাম হেরোইন।

অপর অভিযানে, ২৫ জুন গভীর রাতে কৃষ্ণপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজনভাবে ঘোরাঘুরি করছিল নলদহরির রাকিব শেখ (২৫)।

পুলিশের নজরে আসতেই তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৯৪ গ্রাম হেরোইন। দুটি ঘটনার পেছনে একই ধরনের চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধৃতদের মোবাইল, আর্থিক লেনদেন ও যোগাযোগ মাধ্যম খতিয়ে দেখে গোটা নেটওয়ার্কের খোঁজে তদন্ত চলছে।

একুশে জুলাই ঘিরে বালিগ্রামে তৃণমূলের জোর প্রস্তুতি

আজিম উদ্দিন সেখ, ভগবানগোলা, নয়া জামানা ঃ একুশে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি। তারই অঙ্গ হিসেবে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা দুই ব্লকের বালিগ্রাম অঞ্চল সভাপতি গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বে দেওয়াল লেখনির মাধ্যমে শুরু হয়েছে ময়দানমুখী কর্মসূচি। 'মা মাটি মানুষ'-এর বার্তা তুলে ধরতে দেওয়ালজুড়ে ফুটে উঠছে তৃণমূলের রাজনৈতিক স্লোগান। রাস্তাঘাট, বাজার, মোড় থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকাতেও চলছে তৃণমূলের কর্মীদের তৎপরতা। একুশে জুলাই শুধু একটি রাজনৈতিক সভা নয়, বরং রাজ্যের মানুষের কাছে এটি একটি আন্দোলনের প্রতীক । এমনটাই বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। অঞ্চল সভাপতি গোলাম মর্তুজা বলেন, একুশে জুলাই আমাদের আত্মবলিদানের দিন। শহিদদের স্মরণ করার পাশাপাশি এই দিনটিতে আমরা আগামী দিনের রাজনৈতিক দিশা স্থির করি। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। তিনি আরও জানান, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে শুরু হয়েছে পরিকল্পনা। যুব সমাজকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি পাড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বার্তা। ভগবানগোলা ২ ব্লকের বালিগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখা যাচ্ছে উৎসাহী কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। হাতে তুলি, দেয়ালে স্লোগান, আর চোখেমুখে একুশে জুলাইয়ের প্রত্যাশা, এই ছবিই এখন ভগবানগোলা ২ ব্লকের বালিগ্রাম অঞ্চলের রাজনীতির মূল সুর। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এবারের একুশে জুলাই রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। আর তার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছেন গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বে বালিগ্রাম অঞ্চলের তৃণমূল কর্মীরা।

নাবালিকা বিয়ে আটকাল পুলিশ, গ্রেপ্তার তিন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বএক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন চলছিল মুর্শিদাবাদের রানীনগরের বিলছত্রা গ্রামে। ২৫ জুন সেই খবর পেয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা বাপু (ভাবনা অ্যাসোসিয়েশন ফর পিপলস আপলিফটমেন্ট)-র সদস্যা এলিজা সুলতানা। অভিযোগ অনুযায়ী, বিকেল চারটে নাগাদ ইসলামপুর থানার অধীনস্থ এলাকার বাসিন্দা মিস্টার শেখের সঙ্গে ওই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, এবং সেই বিয়েতে মেয়েটি নিজে সম্মতিও দেয়নি। এলিজা সুলতানার অভিযোগের ভিত্তিতে রানীনগর থানায় পকসো আইন ও শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইনের উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু হয়। এরপর ২৬ জুন পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনায় যুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের রানীনগরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে নাবালিকা বিবাহ রোধে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রশাসন।

বহরমপুরে গাঁজা সহ ধৃত ৪ পাচারকারী

বহরমপুর, নয়া জামানা ঃ মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও এক বড় সাফল্য বহরমপুর থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে মেহেদীপুর সংলগ্ন ফতেপুর বাইপাস এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে এক কুইন্টাল দশ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ।

পাশাপাশি মাদক পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে চারজনকে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয় বহরমপুর থানার একটি বিশেষ অভিযানকারী টিম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় সন্দেহজনক কিছু গাড়ির গতিবিধি নজরে আসছিল। এদিন গোপন খবর পায় পুলিশকর্মীরা। একটি নির্দিষ্ট গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় এবং সেখান থেকেই উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেটগুলি। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশের অনুমান, এই পাচার চক্রের পিছনে রয়েছে একটি সুসংগঠিত মাদক চোরাচালানকারী গোষ্ঠী। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের এই তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথায়, 'মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুলিশ যেভাবে বারবার অভিযান চালিয়ে এসব রুখছে, তাতে আমরা আশার আলো দেখছি।' এই ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় মাদক বিরোধী চেতনা জোরদার করার জন্য পুলিশ আরও কড়া নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

থানার এক আধিকারিক জানান, 'আমরা চাই বহরমপুরসহ গোটা জেলা মাদকমুক্ত থাকুক। এর জন্য সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে আদালতে তোলা হয়।

লালবাগে লঞ্চ পরিষেবা চালুর পথে

নয়া জামানা,লালবাগ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে চালু হতে চলেছে লালবাগ সদরঘাট থেকে লঞ্চ পরিষেবা। অতীতে নৌকায় গাড়ি পারাপারের সময় একাধিক দুর্ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ ছিল নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। তবে এবার এই পরিষেবা চালু হলে যাতায়াতের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকেরা। জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের একটি সংস্থাকে সদরঘাট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এই সংস্থা খুব শীঘ্রই লঞ্চ পরিষেবা চালু করবে। দেড় বছর ধরে দুই পাড়ের মধ্যে যানবাহন পারাপার বন্ধ থাকার পর আবার সেই পরিষেবা শুরু হতে চলায় স্বস্তি ফিরেছে জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ জেলা মূলত পর্যটননির্ভর। হাজারদুয়ারী, খোসবাগ, কিরীটেশ্বরী, ডাহাপাড়া ধামসহ বহু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান ভাগীরথীর দুই পাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্বপাড়ে লালবাগ এবং পশ্চিমপাড়ে এইসব স্থানে যাতায়াতের জন্য আগে নৌকার উপর নির্ভর করতেন সাধারণ মানুষ। নৌকায় টোটো, ভ্যান, লছিমন এবং ছোট গাড়ি পারাপার হলেও চারচাকা গাড়ি তুলতে গিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর জানান, সদরঘাট পরিচালনার দায়িত্ব নতুন সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে টেন্ডারের মাধ্যমে। তিনি জানান, বড় গাড়ি পারাপারের জন্য লঞ্চ পরিষেবা চালু হলে পর্যটকরাও গাড়ি নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমপাড়ে যাতায়াত করতে পারবেন, যা ভবিষ্যতে পর্যটন উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

রক্তদানে সেঞ্চুরি করলেন ডোমকলের শিক্ষক

আলি হোসেন নয়া, জামানা, ডোমকল ঃ নজির গড়লেন ডোমকলের শ্রীপতিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ষষ্ঠীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পিন্টু মণ্ডল। রক্তদান করলেন ১০১ তম বার, যা মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি অনন্য রেকর্ড। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও, মানুষ তাঁকে চেনে মানবিক সমাজসেবী হিসেবে। দিনের আলো হোক বা রাতের অন্ধকার, ফোন পেলেই রক্ত নিয়ে পৌঁছে যান যিনি। শুধু নিজে রক্ত দেননি, অসংখ্য বার অন্যদের রক্তের ব্যবস্থা করেও প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

এই মহান কর্মের জন্য ২২ জুন কলকাতার স্বাস্থ্য ভবন থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

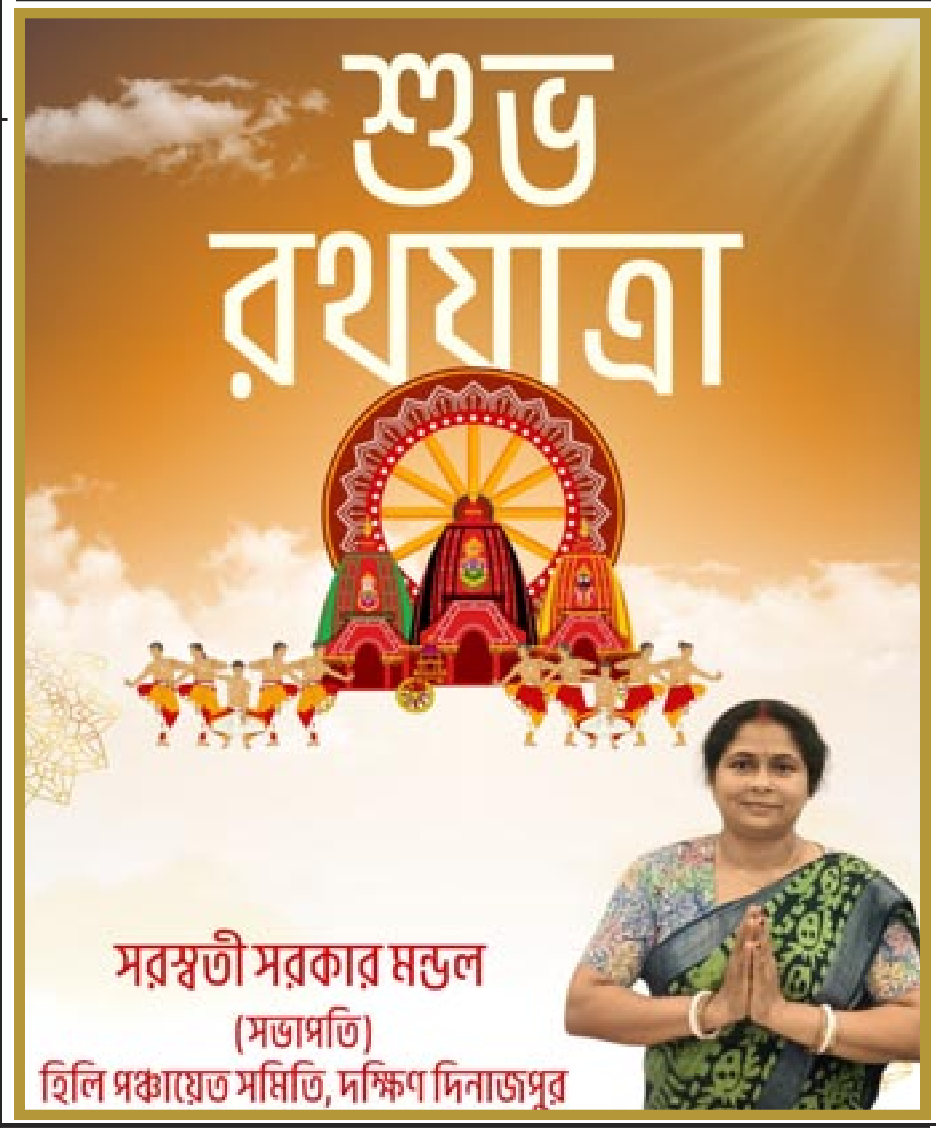

কেন হরমুজ প্রণালী বিশ্বের জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ ?

ইরান-ইসরাইলের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠেছে হরমুজ প্রণালী। কেননা, ইরান বারবার হুমকি দিয়েছে আসছিল-যদি তাদের স্বার্থে আঘাত আসে, তাহলে তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। যদিও চলমান সংঘাত ৯ দিনে গড়ালেও ইরান এই প্রণালী নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো তৎপরতা দেখায়নি।তবে গতকাল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি হামলার কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধের শঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে। যদি ইরান এই প্রণালী বন্ধ করে দেয় বা এতে কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হবে বিশ্ববাজারে তেলের দামের উল্লম্ফন। এটি পরিবহণ খরচ বাড়াবে না,অনেক দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার কারণ হতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান-ইসরাইলের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠেছে হরমুজ প্রণালী। কেননা, ইরান বারবার হুমকি দিয়েছে আসছিল-যদি তাদের স্বার্থে আঘাত আসে, তাহলে তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। যদিও চলমান সংঘাত ৯ দিনে গড়ালেও ইরান এই প্রণালী নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো তৎপরতা দেখায়নি।তবে গতকাল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি হামলার কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধের শঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে। যদি ইরান এই প্রণালী বন্ধ করে দেয় বা এতে কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হবে বিশ্ববাজারে তেলের দামের উল্লম্ফন। এটি শুধু পরিবহণ খরচ বাড়াবে না, বরং অনেক দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার কারণ হতে পারে। ভেঙে পড়তে পারে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা।পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর এবং আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করার একমাত্র সমুদ্রপথ এই হরমুজ প্রণালী। প্রতিদিন বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (প্রায় ২ কোটি ব্যারেল) এই প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়। সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং ইরানের মতো প্রধান তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশগুলো তাদের উৎপাদিত জ্বালানি এই পথ দিয়েই রপ্তানি করে। বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলো;যেমন চীন, ভারত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের জ্বালানির সিংহভাগের জন্য এই প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল।এই সংকীর্ণ জলপথ, যার সবচেয়ে কম প্রস্থ মাত্র ৩৩ কিলোমিটার, ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এর মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রতিটি ট্যাঙ্কার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বহন করে।যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য কর্তৃপক্ষ ইআইএ একে ‘বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ চোকপয়েন্ট’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।জ্বালানি ও পরিবহণ বাজার পরামর্শক সংস্থা ভরটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল, কনডেনসেট এবং জ্বালানি এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি রপ্তানিকারক দেশ কাতারও এই প্রণালীর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

বর্তমান পরিস্থিতি কী?

ইসরাইল ও ইরানের মধ্যকার সংঘাতে এই জলপথের নিরাপত্তার বিষয়টি আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। ইরান অতীতে হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুমকি দিয়েছিল পশ্চিমা চাপের জবাবে। যদিও বর্তমানে সরাসরি কোনো বাণিজ্যিক জাহাজে বড় হামলার খবর নেই। তবে ইরানের পরামাণুবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর থেকে জাহাজ মালিক এখন জলপথ ব্যবহার নিয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছেন।

কেউ কেউ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে, আবার কেউ কেউ রুট বাতিল করেছে বলে এপি জানিয়েছে। রয়টার্সের বরাতে জানা গেছে, সম্প্রতি এই অঞ্চলে নৌযান পরিচালনায় ইলেকট্রনিক হস্তক্ষেপ বেড়ে গেছে, যা জাহাজ চলাচলে প্রভাব ফেলছে।এই সংঘাত দ্রুত শেষ হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই, ফলে তেলের বাজারে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। প্রণালীতে কোনো ধরনের বিঘ্ন বা অবরোধ তেলের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। এটি বিশেষত এশিয়ার আমদানিকারকদের জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।তেলবাহী ট্যাংকারের ভাড়া ইতোমধ্যেই বেড়েছে। ব্লুমবার্গের মতে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্ব এশিয়ায় জ্বালানি পরিবহণের খরচ মাত্র তিন সেশনে প্রায় ২০% বেড়েছে। পূর্ব আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ-এরও বেশি।

সরবরাহ বিঘ্ন হলে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

ইআইএর তথ্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া জ্বালানি ও তেলের প্রায় ৮২% গন্তব্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।চীন, ভারত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এই চারটি দেশ সম্মিলিতভাবে এই প্রণালী দিয়ে যাওয়া তেল ও কনডেনসেটের প্রায় ৭০% আমদানি করে। ফলে এই দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে।

ইরান ও উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর কী প্রভাব পড়বে?

ইরান যদি প্রণালী বন্ধ করে দেয়, তাহলে তা মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ টেনে আনতে পারে। এই অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন পঞ্চম নৌবহর বাণিজ্যিক জাহাজ রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে।ইরানের এমন কোনো পদক্ষেপ সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। তাছাড়া,

ইরান নিজেও এই প্রণালী ব্যবহার করে তেল রপ্তানি করে। ফলে এটি বন্ধ করা আত্মঘাতী পদক্ষেপ হবে।জেপি মর্গানের বিশ্লেষকরা বলেছেন, ‘ইরানের অর্থনীতি এই জলপথে পণ্যের অবাধ চলাচলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এই প্রণালী বন্ধ করা তার প্রধান গ্রাহক চীনের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যও ক্ষতিকর হবে।’

প্রণালীর বিকল্প কী?

সৌদি আরব ও আরব আমিরাত ইতিমধ্যেই বিকল্প রুট তৈরি করেছে। সৌদি আরব ‘ইস্ট-ওয়েস্ট ক্রুড অয়েল পাইপলাইন’ চালায়, যার ক্ষমতা দৈনিক ৫০ লাখ ব্যারেল। সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি পাইপলাইন স্থাপন করেছে, যা তাদের স্থলভাগের তেলক্ষেত্রকে ওমান উপসাগরের ফুজাইরাহ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করে।ইআইএর হিসেব অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালীতে বিঘ্ন ঘটলে দৈনিক প্রায় ২৬ লাখ ব্যারেল তেল বিকল্প পথে পরিবহণ সম্ভব।

ইরানের ১০০ কোটির ভয়ঙ্কর সেজ্জিল’ মিসাইল যেভাবে ধ্বংসস্তুপ বানালো ইসরায়েলকে !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানের মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় দিশেহারা কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী বেনিয়মিন নেতানিয়াহুর দেশ ইসরায়েল। বিশ্বের অঘোষিত পরাশক্তি ইরানের পরমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যেনো ভিমরুলের চাকা হানা দিয়েছে ওরা। এখন ইরানের পাল্টা মিসাইল হামলা সামাল দিতে বিশ্বের বিখ্যাত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমসহ তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রীতিমতো ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েলের শক্তিশালী

এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নাকানিচুবানি খাওয়ানো ইরানের ১০০ কোটি টাকা মূল্যের এক একটি সেজ্জিল মিসাইল যেনো এক্ষেত্রে বীরের ভূমিকা পালন করেছে।আধুনিক নিজস্ব প্রযুক্তিতে বিশেষ এই মিসাইল তৈরি করেছে ইরান। যার মূল্যও আকাশ ছোঁয়া। এর এক একটির মূল্য ৮.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ১০০ কোটি টাকা। ইরানের তৈরি বিশেষ এই ক্ষেপণাস্ত্র দূরপাল্লার লক্ষ্যবস্তুতে তাৎক্ষণিক ধ্বংস সাধনে সক্ষম। ইরান তাদের সর্বাধুনিক ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র ‘

সেজ্জিল’ ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করে ইসরায়েলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় আঘাত হানিয়েছে। যাতে শতভাগ সফল এই মিসাইল। সেজ্জিল হল একটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট, সলিড ফুয়েলযুক্ত মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ মিটার, ওজন প্রায় ২৩ টন, এটি ৭০০ কেজি বিস্ফোরক বহন ক্ষমতাসম্পন্ন আর এর গতি বেশ চমকজাগানিয়া স্বাভাবিকভাবে এটি ৬,১৭৪ কিমি/ঘণ্টা বেগে ছুটে চলে কিন্তু সর্বোচ্চ দশ হাজার কিমি প্রতি ঘন্টায়ও গতি তুলতে সক্ষম এটি। ইরানের তৈরি বিশেষ এই ক্ষেপণাস্ত্র ২৫ হাজার কিমি পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে পারে। সলিড ফুয়েল প্রযুক্তির কারণে এটি দ্রুত মোতায়েনযোগ্য, কম সময়ের মধ্যে উৎক্ষেপণ সম্ভব এবং সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো যায়। আর এর গতির কারণে রাডার সিস্টেম ফাঁকি দিতে বেশ পটু এটি। ভবন ধ্বংসের পাশাপশি ভূগর্ভস্থ ঘাঁটির লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল ভাবে আঘাত হানতেও এর জুড়ি মেলা ভার। চলমান ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে ইরান ১৫টির বেশি সেজ্জিল মিসাইল নিক্ষেপ করে, যার মধ্যে সবগুলোই ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে আঘাত হানে। এই মিসাইলের আঘাতে তেল আবিবে একটি আবাসিক ভবন ধসে পড়ে নিহত হয় অন্তত ৯ জন ইহুদি। এছাড়া হার্জেলিয়া, বাত ইয়ামসহ হাইফাতে কয়েকটি সামরিক রেডার সিস্টেম পুরোপুরি ধ্বংস হয় সেজ্জিল ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র সেজ্জিলের আঘাতেই ইসরায়েলে ৩০ জনের বেশি নিহতের খবর পাওয়া যায়। এছাড়া আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ২ শতাধিকেরও বেশি। এর আঘাতে ১০টির বেশি ভবন ভূমিতে মিশে যায়। আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় ৫০টির বেশি ভবন। ইরানের ৭০০ কোটি টাকার এই ভয়ঙ্কর মিসাইল শুধু প্রযুক্তির জয় নয়, ইরানের যুদ্ধ কৌশলেরও প্রমাণ। সেজ্জিল এখন ইরানের প্রতিরোধ নয়, আক্রমণের প্রতীক। ব্যালিস্টিক মিসাইল ও শাহেদ-১০৭ এর পর সেজ্জিল সামনে এনে এবার পুরো বিশ্বকে যেনো আবারো দেখিয়ে দিলো ইরান কি করতে পারে।

২০২৫ সালে এসে বদলে গেল আইসিসির কোন কোন নিয়ম !

কিছুদিন আগে ছেলেদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্লেয়িং কন্ডিশনে কয়েকটি পরিবর্তন অনুমোদন করেছে আইসিসি। এর মধ্যে রয়েছে ওয়ানডেতে ইনিংসের ৩৫তম ওভার থেকে একটি বলের ব্যবহার ও বাউন্ডারি নিয়ম।বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (২০২৫-২৭) নতুন চক্রে এরই মধ্যে কিছু নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সাদা বলের সংস্করণ সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলো ২ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

নতুন এই প্লেয়িং কন্ডিশন ক্রিকেট, বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো দেখেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ;

Δ টেস্টে স্টপ ক্লক-

সাদা বলের সংস্করণে এক বছর আগেই এ নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। এবার টেস্ট ক্রিকেটেও নিয়মটি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। কারণ, এ সংস্করণে স্লো ওভার রেট দীর্ঘদিনের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী, ফিল্ডিং দলকে অবশ্যই একটি ওভার শেষ হওয়ার পর এক মিনিটের মধ্যে নতুন ওভার শুরু করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হলে আম্পায়ারদের কাছ থেকে দুটি সতর্কবার্তা পাবে ফিল্ডিং দল। আম্পায়াররা এরপর ফিল্ডিং দলকে ৫ রান জরিমানা করবেন। প্রতি ৮০ ওভার পর নতুন করে সতর্কবার্তা দেওয়ার হিসাব শুরু হবে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে (২০২৫-২৭) আগেই এ নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে।

Δ লালা মাখানো বল পাল্টানোর বাধ্যবাধকতা নেই-

বলে লালা মাখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে, তবে আইসিসি জানিয়েছে, আম্পায়াররা বলে লালার উপস্থিতি টের পেলে সেই বল পাল্টানোর বাধ্যবাধকতা আর নেই। কোনো দল যেন ইচ্ছা করে লালা মাখিয়ে বল পাল্টাতে না পারে, সে জন্য নিয়মটি পাল্টানো হয়েছে। বলের অবস্থা খুব বেশি খারাপ হলে, তখন তা পাল্টাতে পারবেন আম্পায়াররা;বল যদি বেশি ভিজে যায় কিংবা বেশি উজ্জ্বল হয়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার পুরোপুরি আম্পায়ারদের। তবে বলে লালার অস্তিত্ব টের পাওয়ার পর আম্পায়াররা যদি মনে করেন বল পাল্টানোর প্রয়োজন নেই এবং তারপর বল যদি বেশি সুইং করে কিংবা খেলতে অস্বাভাবিক লাগে, তবু তা পাল্টানো যাবে না। ব্যাটিং দলের স্কোরে ৫ রান যোগ হবে।

Δ ডিআরএসে দ্বিতীয় রিভিউ -

ধরুন, একজন ব্যাটসম্যানকে উইকেটের পেছনে ক্যাচআউট ঘোষণা করলেন আম্পায়ার। কিন্তু ব্যাটসম্যান রিভিউ নিলেন। আলট্রাএজে দেখা গেল, বল ব্যাটে না লেগে প্যাড ছুঁয়েছে। ক্যাচআউটের সিদ্ধান্ত বাতিল করে তৃতীয় আম্পায়ার এখন যেটা করবেন, বল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন, ব্যাটসম্যান এলবিডব্লু হয়েছেন কি না। এর আগে ক্যাচআউটের আবেদন বাতিলের পর এলবিডব্লুর ক্ষেত্রেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'নটআউট' ঘোষণা করতেন তৃতীয় আম্পায়ার। নতুন নিয়মে বল ট্র্যাকিং গ্রাফিকস স্ক্রিনে দেখানোর সময় 'অরিজিনাল ডিসিশন' আউট থাকলে এবং ব্যাটসম্যান এলবিডব্লু হলে তাঁকে আউট ঘোষণা করা হবে।

খেলোয়াড় ও আম্পায়ার একসঙ্গে রিভিউ নিলে সেটা সমন্বিত রিভিউ। এখন যেটা হয়, সমন্বিত রিভিউর ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ার মাঠের আম্পায়ারের রিভিউ আগে গ্রহণ করেন, তারপর খেলোয়াড়ের। আইসিসির সংশোধিত প্লেয়িং কন্ডিশনে ৩.৯ নিয়ম অনুযায়ী, 'প্রথম ঘটনায় ব্যাটসম্যান আউট হলে বল তারপর ডেড হবে, দ্বিতীয় ঘটনার তদন্ত এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।' অর্থাৎ এলবিডব্লু ও রানআউটের আবেদন হলে তৃতীয় আম্পায়ার আগে এলবিডব্লুর আবেদন খতিয়ে দেখবেন। কারণ, এটা আগে ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান এলবিডব্লু হলে তারপর ডেলিভারিটি ডেড বিবেচিত হবে।

Δ নো বলে ক্যাচের রিভিউ -

ধরা যাক, মাঠের আম্পায়াররা নিশ্চিত হতে পারলেন না ফিল্ডিং দল ক্যাচটি বৈধভাবে নিয়েছে কি না। কিন্তু তারা ক্যাচ উদ্‌যাপন করছে এবং তৃতীয় আম্পায়ার জানালেন ডেলিভারিটি 'নো' ছিল। এর আগের প্লেয়িং কন্ডিশনে নো বল ঘোষণার পর ক্যাচটি বৈধ না অবৈধ, তা আর দেখার প্রয়োজন হতো না তৃতীয় বা টিভি আম্পায়ারের। কিন্তু সংশোধিত প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, নো বলেও ক্যাচটি বৈধ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবেন তৃতীয় আম্পায়ার। ক্যাচ বৈধ হলে নো বলের জন্য শুধু ১টি রান পাবে ব্যাটিং দল। কিন্তু ক্যাচটি বৈধভাবে নেওয়া হয়েছে কি না, তা বোঝা না গেলে কিংবা ক্যাচটি বৈধভাবে নেওয়া না হলে ব্যাটসম্যানদের দৌড়ে নেওয়া রান স্কোরে যোগ হবে।

Δ ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট রান-

একজন ব্যাটসম্যান যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট রান (ক্রিজের দাগ না ছোঁয়া) নেন এবং সেটা ধরা পড়ে, তাহলে এত দিন ব্যাটিং দলকে ৫ রান জরিমানা করা হয়েছে। কিন্তু সংশোধিত নিয়মে, অতিরিক্ত রান চুরি করতে কোনো ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট রান নিলে আম্পায়াররা তখন ফিল্ডিং দলের কাছে জানতে চাইবেন, কোন ব্যাটসম্যানকে তারা স্ট্রাইকে চায়। অর্থাৎ ফিল্ডিং দলের ইচ্ছানুযায়ী স্ট্রাইক নিতে হবে ক্রিজের দুই ব্যাটসম্যানের যেকোনো একজনকে। এর পাশাপাশি ৫ রান জরিমানাও থাকছে।

Δ ঘরোয়া ক্রিকেটে ফুল টাইম বদলি খেলোয়াড়-

কোনো খেলোয়াড় মারাত্মক চোট পেলে এ নিয়ম কার্যকর হবে। আইসিসি বোর্ডগুলোকে জানিয়েছে এসব ক্ষেত্রে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পূর্ণ সময়ের জন্য বদলি ফিল্ডার নামিয়ে ট্রায়াল দিতে। এ ক্ষেত্রে কনকাশন বদলির মতোই ফিল্ডারকে 'লাইক ফর লাইক' হতে হবে। আর খেলোয়াড়ের চোট ম্যাচ অফিশিয়ালদের সামনে স্পষ্ট হতে হবে। হ্যামস্ট্রিং কিংবা মাংসপেশির টান এ ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। নিয়মটি হবে পরীক্ষামূলকভাবে এবং এটা কার্যকর করা হবে কি না, তা প্রতিটি সদস্যদেশের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

কলম্বোতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন কঠিন ছিল মানলেন সিমন্স

পুরো ইনিংসে একটি হাফ সেঞ্চুরিও নেই। বড় কোনো জুটিও গড়া যায়নি। গল টেস্টে ভালো ব্যাটিং করে এসে কলম্বোতে প্রথম ইনিংসে খেই হারিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। সবচেয়ে বড় ৬৭ রানের জুটিটি ছিল পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাসের। সাদমান ইসলামের ৪৬ রানই হয়ে থেকেছে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ সংগ্রহ। অথচ দ্বিতীয় দিনে শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের কাছে অসহায় ছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা। উদ্বোধনী জুটিতে লাহিরু উদারা ও পাথুম নিশাঙ্কা যোগ করেন ৮৮ রান। এরপর দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১৯৪ রান আসে নিশাঙ্কার সঙ্গে চান্ডিমালের জুটিতে।

২ উইকেটে ২৯০ রান নিয়ে দিন শেষ করা শ্রীলঙ্কার চেয়ে এখনই ৪৩ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ।দ্বিতীয় দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে নিজেদের এই পিছিয়ে পড়ার পেছনে ব্যাটিংয়ে জুটি গড়তে না পারাকে দায় দিয়েছেন প্রধান কোচ ফিল সিমন্স, 'আমরা গতকাল বড় জুটি গড়তে পারিনি।

এ জন্য আজকে আমাদের দুই-তিন উইকেট (আসলে দুটি) হাতে নিয়ে নামতে হয়েছে। অন্তত দুই-তিনজনকে গতকাল চালিয়ে (ব্যাটিং) যেতে হতো। আশা করি আমরা এটা মনে রাখব নিশাঙ্কা কত ভালো ব্যাট করেছে আর পরের ইনিংসে বড় রান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করব।' কোচ ব্যাটিংয়ের জুটির কথা বললেও জুটি,ব্যর্থতা ছিল বোলিংয়েও। তাইজুল ইসলাম লাঞ্চ বিরতির পর এক প্রান্তে চাপ তৈরি করতে পারলেও অন্য প্রান্তে সেটি কাজে লাগানোর মতো বোলিং কেউ করতে পারেননি।সব মিলিয়েই আজকের দিনটা কঠিন ছিল বলে মনে করেন সিমন্স, 'আমার মনে হয় এটা কঠিন দিন ছিল। উইকেট অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিল। আজকে ব্যাট করার জন্য ভালো ছিল। আমাদের উইকেট পেতে ভুগতে হয়েছে, ভালো উইকেটে যেটা প্রত্যাশিতই। এ জন্য এটা বোলারদের জন্য কঠিন দিন ছিল।' প্রথম দিনে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা

বেশির ভাগই ফিরেছেন নিজেদের উইকেট ছুড়ে দিয়ে। ২২০ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর আজ বাকি ২ উইকেট নিয়ে ২৭ রান যোগ করেন তাইজুলরা। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ব্যাট করতে নামার পর উইকেট নিতে বাংলাদেশকে করতে হয়েছে লম্বা অপেক্ষা। কেন এমন হলো ?সিমন্স উত্তরে বলছেন, 'উইকেটে উন্নতি হয়েছে। প্রথম দিন এটা স্টিকি ও গতির কিছুটা তারতম্য ছিল। আজকে তা অনেক ভালো হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি ব্যাটসম্যানদের জন্য কতটা সহজ ছিল। গতকালের মতো টার্ন ছিল না, ব্যাটসম্যানরাও ভালো ব্যাট করেছে। কখনো কখনো টেস্ট ক্রিকেট এমনই।'প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেট হাতে রেখে ৪৩ রানে এগিয়ে আছে শ্রীলঙ্কা। ওপেনিংয়ে নামা নিশাঙ্কা এখনো অপরাজিত আছেন ১৪৬ রান নিয়ে। প্রথম ইনিংসে স্বাগতিকদের লিডটা যে আরও বড় হবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

তৃতীয় দিনে কী পরিকল্পনা নিয়ে নামবে বাংলাদেশ ?সিমন্স বলেছেন, 'আমরা কাল ফিরে আসব, দেখব উইকেট কেমন আচরণ করে;আর নিশ্চিত করব যেন ভালো জায়গায় বল করি। আজকে সকালে যেমন শুরু করেছি তেমন হলে হবে না, অনেক ভালো করতে হবে। আর আমাদের (শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের) এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখান থেকে উইকেট পাওয়া যাবে।

মেসিকে বিয়ের প্রস্তাব ৯৮ বছরের বৃদ্ধার !

ঘটনাটা ঢাকায় ইন্ডিপেনডেন্স কাপে। পাকিস্তানের ম্যাচে বর্তমান জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে এক তরুণীর হাতে একটি প্ল্যাকার্ড তখন বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। 'আফ্রিদি প্লিজ ম্যারি মি';এই ছিল প্ল্যাকার্ডের বিষয়বস্তু।খেলাধুলায় এটা নতুন কিছু না। ১৯৯৮ সালে ইন্ডিপেনডেন্স কাপের শহীদ আফ্রিদির প্রতি এক ভক্তের সেই আহ্বানের আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে, পরেও ঘটেছে। এখন তো ব্যাপারটা অনেকটাই ডাল-ভাতের মতো। পছন্দের তারকা খে লোয়াড়ের প্রতি কারও এমন আহ্বান দেখে এখন আর আগের মতো কেউ হয়তো গা করেন না।

কিন্তু লিওনেল মেসির সঙ্গে যেটা ঘটেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো তা ভাইরাল। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে গত পরশু বাংলাদেশ

সময় সকালে পালমেইরাসের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ওঠে ইন্টার মায়ামি। এ ম্যাচে গ্যালারিতে ৯৮ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা মেসিকে প্ল্যাকার্ডে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

প্ল্যাকার্ডে লিখে আনেন, 'মেসি উইল ইউ ম্যারি মি ?'ম্যাচের বিরতির সময় মাঠে ছিলেন মেসি। তখন সেই বৃদ্ধা গ্যালারি থেকে মায়ামি তারকার প্রতি প্ল্যাকার্ডটি উঁচিয়ে ধরে তাঁকে ডেকেছেন এবং বিয়ের কথাও বলেছেন।

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিও দূর থেকে ইতিবাচকভাবে মিষ্টি হাসিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে হাতের

ইশারায় তাঁকে প্ল্যাকার্ডটি নামিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত করেন। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৯৮ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার নাম পলিন কানা। যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রীড়াপ্রেমী মহিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। খে লাধুলার বড় ইভেন্টে নাতি রস স্মিথের ভিডিওতে দেখা যায় তাঁকে। রস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার, তাঁর মজার সব টিকটক ভিডিওতেও পলিনকে অংশ নিতে দেখা যায়। টিকটকে ২ কোটি ৩০ লাখ অনুসারী রয়েছে রস স্মিথের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পলিনকে অনেকেই 'গ্রানি স্মিথ' নামে ডাকেন।

এনএফএল এবং ডব্লুডব্লুইর ম্যাচেও দুজনকে ভিডিওতে অংশ নিতে

দেখা গেছে।মেসিকে পলিনের বিয়ের প্রস্তাবের এই ছবি ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই মজার সব মন্তব্য করেছেন।

ইনস্টাগ্রামে একজন লিখেছেন, 'তার (পলিন) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্তোনেল্লাও পারবে না।'

বেশির ভাগই পলিনের উৎসাহ ও মজা করার মানসিকতার প্রশংসা করেছেন।আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো মেসির স্ত্রী।

হঠাৎ করেই পিছিয়ে গেল রিঙ্কু সিং -প্রিয়া সরোজের বিয়ে !

ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান তারকা রিঙ্কু সিং এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের বিয়ে নিয়ে যোগী রাজ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। এই বছর ১৮ নভেম্বর বারাণসীর তাজ হোটেলে তাঁদের বিয়ের কথা ছিল। গত ৮ জুন লখনউতে তাঁদের বাগদানের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, অভিনেত্রী জয়া বচ্চন, বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এবং ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর কুমারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এখন বড় খ বর রিঙ্কু ও প্রিয়ার বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন তারিখ নির্ধারিত হচ্ছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি ২০২৬, যদিও এখন পর্যন্ত সঠিক দিন ঘোষণা হয়নি। ক্রিকেটে রিঙ্কুর ব্যস্ত সূচির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রিঙ্কু সিংয়ের বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মূল কারণ তাঁর ব্যস্ত ক্রিকেট সূচি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ভারত অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলবে। অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ রয়েছে, যা ১৯ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট, তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-২০ ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে ১৪ নভেম্বর থেকে। রিঙ্কু, যিনি ভারতের টি-২০ দলের নিয়মিত সদস্য, এই সিরিজে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও অংশ নেবেন। এরপর শুরু হবে আইপিএল ২০২৬-এর প্রস্তুতি। এই ব্যস্ততার মধ্যে বিয়ের জন্য সময় বের করা সম্ভব নয়, তাই পরিবারগুলো ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ বিয়ের পরিকল্পনা করেছে। রিঙ্কু সিং এবং প্রিয়া সরোজের পরিচয় হয় ২০২৩ সালে, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে। প্রিয়ার বাবা তুফানি সরোজ, যিনি সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক এবং ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর মাধ্যমেই দুজনের দেখা হয়। একটি বন্ধুর পরিচয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে প্রেমে রূপ নেয়। দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের সম্পর্ক এগিয়ে যায়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে আলিগড়ে রিঙ্কুর বাড়িতে দুই পরিবারের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়। ৮ জুন লখনউর সেন্ট্রাম হোটেলে তাঁদের বাগদান অনুষ্ঠানে রাজনীতি ও ক্রিকেট জগতের বিশিষ্ট

ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান তারকা রিঙ্কু সিং এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের বিয়ে নিয়ে যোগী রাজ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। এই বছর ১৮ নভেম্বর বারাণসীর তাজ হোটেলে তাঁদের বিয়ের কথা ছিল। গত ৮ জুন লখনউতে তাঁদের বাগদানের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, অভিনেত্রী জয়া বচ্চন, বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এবং ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর কুমারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়া সরোজ, যিনি নয়ডার অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক, ২০২৪ সালে মছলিশহর থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে এক উদীয়মান মুখ।২৭ বছর বয়সী রিঙ্কু সিং ভারতীয় ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ২০২৩ সালের আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে এক ওভারে পাঁচটি ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) জয় এনে দিয়ে তিনি রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠেন। ২০১৮ সাল থেকে কেকেআরের সঙ্গে যুক্ত রিঙ্কু ২০২৪ সালে দলের আইপিএল শিরোপা জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন। ভারতের হয়ে তিনি ৩৩টি টি-২০ এবং দুটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে তাঁর গড় ৪৬.০৯ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৫.১৪। তিনি কেকেআরের ২০২৫ সালের আইপিএলের জন্য ১৩ কোটি টাকায় ধরে রাখা প্রথম খেলোয়াড়। তবে, ২০২৫ সালে তাঁর আইপিএল পারফরম্যান্স তুলনামূলকভাবে সাধারণ ছিল, ২৯.৪২ গড়ে ২০৬ রান সংগ্রহ করেন।রিঙ্কু ও প্রিয়ার বিয়ে উত্তর প্রদেশের একটি বড় ইভেন্ট হতে চলেছিল।

যুদ্ধ থামলেও ক্লাব বিশ্বকাপে খেলা অনিশ্চিত ইরানের স্ট্রাইকারের !

ইসরায়েল ও ইরানের টানা ১২ দিন পাল্টাপাল্টি তীব্র হামলার মধ্যে তেহরানে আটকা পড়েছিলেন ইন্টার মিলানের স্ট্রাইকার মেহদি তারেমি। ইরানের এই ফুটবলার ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য তেহরানের বিমানবন্দরে গিয়ে জানতে পারেন আকাশপথ সাময়িক বন্ধ রাখায় তাঁর ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে। তারপর তেহরানেই আটকে ছিলেন তারেমি।বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরান থেকে অবশেষে বের হতে পেরেছেন তারেমি। ইরানের রাজধানী থেকে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ গাড়ি চালিয়ে নিজের জন্মশহর বুশেহেরে ফিরেছেন ৩২ বছর বয়সী এ স্ট্রাইকার। সেখানে এখন একাই অনুশীলন করছেন তারেমি। ক্লাবের সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় আছেন। আজ রিভার প্লেটকে ২-০ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় উঠেছে ইন্টার। তবে ইতালির সংবাদমাধ্যম 'গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্ট' জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তারেমির দলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারার শঙ্কাই বেশি। ইরান জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে দেশে ফিরেছিলেন তারেমি। বাছাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে উত্তর কোরিয়াকে ৩-০ গোলে হারানোর পর তারেমি আর দেশ ছাড়তে পারেননি। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আটকা পড়েন। তবে গতকাল বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পাল্টাপাল্টি হামলা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই দেশ।তারেমি জানিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক রাখতে তিনি দেশেই অনুশীলন করছেন। তবে পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম 'এ বোয়া' জানিয়েছে, আগামী দলবদলের মৌসুমে তিনি ইন্টার ছাড়তে পারেন। যোগ দিতে পারেন ইংল্যান্ডের ক্লাব নটিংহাম ফরেস্ট কিংবা ফুলহামে। গত বছর জুলাইয়ে ইন্টারে সই করা তারেমি ক্লাবটির প্রথম ইরানি খেলোয়াড়।ক্লাব বিশ্বকাপে তারেমিকে না পাওয়ায় আক্রমণভাগের অন্য দুই খেলোয়াড় লাওতারো মার্তিনেজ ও মার্কোস থুরামকে খেলাচ্ছেন ইন্টার কোচ ক্রিস্টিয়ান চিভু। আজ তো অভিষেক হলো ১৯ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ফ্রানচেস্কো পিও এসপসিতোর।সংবাদমাধ্যম 'ফুটবল ইতালিয়া' জানিয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই ইন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তারেমির। কোচ চিভুর সঙ্গে কথাও বলেছেন। বুশেহেরে নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছেন তারেমি।

রথের রশিতে পড়লো টান সবাই বলো জয় জগন্নাথ

রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, মিলন ও আনন্দের বার্তাও বটে লিখেছেন সুপর্ণা ভট্টাচার্য

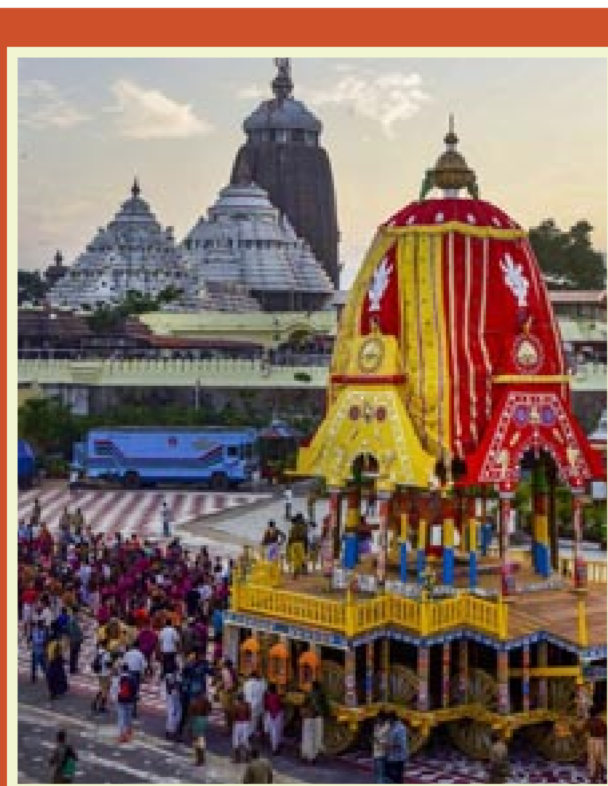

স্নানযাত্রার শেষে এবার রথযাত্রা পালা। রাজপথ ধরে এগিয়ে চলবে রথের চাকা । মেলা বসবে রাজ্যজুড়ে। আষাঢ় মাসে আয়োজিত রথযাত্রার উৎসব বাঙালির হৃদয় এক অন্য জায়গা দখল করে আছে।রথযাত্রা ভগবান জগন্নাথ দেবের পৃথিবীতে পদার্পণ ও ভক্তদের প্রতি তার অসীম করুণার প্রতীক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল যাত্রা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব ই নীলাচল অর্থাৎ পুরী থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন এবং মহাসমারোহে বাংলায় রথযাত্রার প্রচলন করেন।

রথযাত্রার প্রায় হাজার বছরের পুরনো একটি ঐতিহ্য । এটি মূলত গঙ্গা রাজবংশ এবং পরবর্তীতে গজবতি রাজাদের সময় কাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। কথিত আছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের মূর্তি স্থাপন করেন এবং রথযাত্রা প্রচলন করেন। রানী গুন্ডিচা এই উৎসবের আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বিশেষ করে যারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না তারাও যাতে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেটি ছিল মূল উদ্দেশ্য।উড়িষ্যার পুরীতে শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে রথ যাত্রার প্রচলন আছে।

হুগলির মাহেশ ঃ হুগলি মাহেশের রথযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম রথযাত্রা গুলির মধ্যে একটি। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পালিত হয়ে আসছে এই মাহেশের রথযাত্রা । যা পুরীর রথ যাত্রার পর দ্বিতীয় প্রাচীনতম রথ উৎসব । এই উৎসবে রথের রশি টানাকে অত্যন্ত পুণ্য কাজ বলে মনে করা হয়। যা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল দেয় বলে বিশ্বাস করা হয় হিন্দু ধর্মে। মাহেশের রথের চূড়ায় একটি নীলকণ্ঠ পাখি বসে থাকে। পুরীর রথযাত্রা শুরু হলে সে উড়ে যায়। তখন মাহেশের রথ চলতে শুরু করে। কথিত আছে এই নীলকণ্ঠ পাখি টিকে শুধু প্রধান পুরোহিতই দেখতে পান।

মায়াপুরঃ পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় মায়াপুরে। মায়াপুরের মন্দির থেকে রথ বের করা হয় না। বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রা রথে চড়ে আসেন এই মন্দিরে। প্রাচীনকালে মায়াপুর ও রাজাপুর নামে দুটি গ্রাম ছিল। রাজাপুরের বেশিরভাগই মানুষ ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রায় পাঁচশ বছরেরও আগে নাকি এক পুরোহিত স্বপ্নদেশ পেয়ে প্রথম রথযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। সেই রাজাপুর থেকে রথ যেত মায়াপুরে। সেখান থেকে উল্টো রথের দিন এক সপ্তাহ পরে আবার ফিরে আসতো রাজাপুর। কথিত আছে বহুদিন এই উৎসব বিশেষ কিছু কারণে বন্ধ ছিল। পরে আবার ইসকন রথযাত্রা উৎসব শুরু করে। তারপর থেকেই আবারো মায়াপুরে মহা ধুমধাম করে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়।

গুপ্তিপাড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গের আরো একটি প্রাচীন রথযাত্রা হয় গুপ্তিপাড়াতে। ১৭৪০ সালে এই উৎসব শুরু করেন মধুসূদানন্দ। এখানকার উৎসবের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে প্রায় ৪০ কুইন্টাল খাবার লুট করার প্রথা রয়েছে এখ ানে। এখানকার রথের উচ্চতা হয় ৩৬ ফুট। এক সময় গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দির থেকে বারো চাকার রথে চড়ে রথযাত্রা করতো জগন্নাথ দেব মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে। ১৮৭৩ সালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তারপর সেই রথের চাকার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়।

মহিষাদলঃ পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রথযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো এবং বিখ্যাত রথযাত্রা গুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই মহিষাদলের রথযাত্রা উৎসব। ১৭৭৬ সালে এখানকার জমিদার আনন্দলালের স্ত্রী জানকী দেবী এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। তারপর থেকেই মহিষাদলে রথযাত্রা চলে আসছে আজও।আমাদপুর বর্ধমান জেলার মেমারি অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রাম আমাদপুর। এই আমাদপুরে ধুমধাম করে রথযাত্রা পালন করা হয়। এটিও প্রাচীনতম রথযাত্রা গুলির মধ্যে অন্যতম। সেই গ্রামের জমিদার পরিবারের দেবতা হলেন রাধা মাধব। এখানে জগন্নাথ দেব নয় রাধা মাধবকে নিয়েই রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়।

রাজবলহাট ঃ হুগলির রাজবলহাট তাঁতের কাপড়ের জন্য ভীষণ বিখ্যাত । তবে এখানকার রথযাত্রাও ততোধিক বিখ্যাত। আমাদপুরের মত এখানেও রথে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা থাকেন না, থাকেন এলাকার বিখ্যাত মন্দিরের পূজ্য দেবতা রাধা কৃষ্ণ।এ বছরই দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দীঘায় প্রথমবারের মতন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রথযাত্রা উৎসব। মহাসমারহে পালিত হবে এই উৎসব। এবারের রথ যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ কাঁথির বেত শিল্পীদের তৈরি করা দীঘার জগন্নাথ ধামের আদলে তৈরি রথ।এছাড়াও রথযাত্রা পালিত হয় কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ি, পুরুলিয়ার গড় পঞ্চকোট, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপের মণিপুরী রাজবাড়ী, শান্তিপুরের গোস্বামী বাড়ি। আরো অনেক জায়গাতেই রথযাত্রা উৎসব পালিত হয় । তাছাড়া কাঁচরাপাড়া কল্যাণী খরদহ সোদপুর বেলঘড়িয়া বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে পাড়ায় পাড়ায় রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। পুরীর জগন্নাথ ধামে প্রতিদিন ৫৬ পদের ভোগ রান্না করা হয়। প্রায় ৮০০ রাঁধুনি অষ্টপ্রহর কাঠের আগুনে তৈরি করে চলে এই মহা প্রসাদ। ভাত, ডাল বিভিন্ন পদের পাশাপাশি মালপোয়া রাবড়ি ইত্যাদিও তৈরি করা হয় ভক্তগণের উদ্দেশ্যে।রথযাত্রা মানেই মেলা । আর মেলা মানেই পাঁপড় ভাজা, গরম গরম জিলিপি, বাদাম ভাজা আর সঙ্গে কখনো সখনো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। গ্রামগঞ্জে রথের মেলার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে আজও । রয়েছে রথের মেলায় যাওয়ার বায়নাও। কত মানুষ আছে যারা আজও অপেক্ষা করে থাকে মেলায় যাওয়ার জন্য। সোজা রথের এক সপ্তাহ পরেই আসে উল্টোরথ । সুতরাং মেলায় যাওয়ার আনন্দটাও বেড়ে যায় দ্বিগুণ। কোথাও কোথাও গোটা এক সপ্তাহ ধরে মেলা চলে, আবার কোথাও কোথাও সোজা রথ আর উল্টোরথ এই দুটো দিনই মেলা বসে। মেলায় যে কত কি পাওয়া যায় তা ঠিক নেই। গৃহস্থালির জিনিস খেলনা ছুরি, কাঁচি, বঁটি , হাতপাখা, নানান প্রসাধনীর জিনিস কি না পাওয়া যায়। ইলেকট্রিকের নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, ট্রয় ট্রেন ইত্যাদি থাকে মেলায়, যা চড়ার জন্য ভিড় জমে যায়। তাছাড়াও থাকে জামা কাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বাদের খ াওয়ার, পীঠের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। হরেক ধরনের ভেঁপু, বাঁশি তো আছেই।রথের সাথে বাঙ্গালীদের আজন্মকালের সম্পর্ক। রথ মানেই স্কুল ছুটি। সোজা রথ ও উল্টোরথ এই দুটো দিন স্কুল ছুটি থাকে । বিকেলে নিজের ছোট্ট রথ সাজিয়ে পাড়ার রাস্তায় নিয়ে বেরনো ছিল চরম উৎসাহের ব্যাপার। রথে থাকতো জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। একটি ছোট্ট পাত্রে থাকতো নকুলদানা কিংবা বাতাসা। আর রথ সাজানো হতো নানান রকম ফুল, পাতা আর রঙিন কাগজ দিয়ে। পাড়ায় সবাই যখ ন সবার রথ নিয়ে বের হতো যেন একটা অলিখিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে হতো । কখনো কোন রথের চাকা গর্তে পড়ে গিয়ে বিপত্তিও ঘটতো । আবার সেটা ঠিক করার প্রচেষ্টাও চলত সমান ভাবে। এটা সত্যিই নস্টালজিয়া বটে। এই প্রথা বর্তমানে অনেকটা কমে আসলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি। এখ নো বহু ছোট ছোট বাচ্চা পাড়ার গলিতে রথ নিয়ে বেরিয়ে খুব আনন্দ পায়। দেখতেও ভাল লাগে।সাহিত্যেও রয়েছে রথের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকে প্রজাদের জয়গান করা হয়েছে। মাধ্যমিকের বইতে ভাব-সম্প্রসারণ 'রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম/ ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম' আমরা প্রায় সকলেই করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রথের মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম গল্প 'রাধারানী'। আর এই গল্পের পট মাহেশের রথযাত্রা। নানা গান রচিত হয়েছে এই রথের মেলা কে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ বাক্য 'রথ দেখা ও কলা বেচা'র পেছনেও রয়েছে এই রথযাত্রা উৎসব।এই দিনটি বাঙ্গালীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি দিন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের সূচনা হয় এই শুভ দিনে। দুর্গা মন্ডপের খুঁটি পুজো হয়, প্রতিমার কাঠাময় পড়ে মাটি। শুধু পয়লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়া নয়, বর্তমানে বহু দোকানে এই দিনে হালখাতার অনুষ্ঠান হয়। নতুন বাড়ি ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশ হয়, ভিত পুজো হয়। অনেকে শখের গাড়িটি ও কেনেন এই দিনেই। বাংলা ছায়াছবির শুভ মহরতের অনুষ্ঠানও পালিত হয় এই পুণ্য তিথিতে।সর্বোপরি বলতেই হয় এই দিনটি প্রেম যাত্রারও শুভ সন্ধিক্ষণও বটে। অনেক নতুন প্রেমের সূচনা হয় এই দিনে মেলায় গিয়ে। পাশাপাশি হাঁটা , গল্প করা, জিলিপি খাওয়া প্রেমে মাধুর্য নিয়ে আসে । হঠাৎ করে বৃষ্টি নামলে দুজনে বৃষ্টিতে ভেজার মজাই আলাদা। সবমিলিয়ে রথযাত্রা বাঙ্গালীদের মনে অন্য জায়গা করে নিয়েছে। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না থেকে আবেগের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে । রথ মানেই একরাশ পুরনো স্মৃতি ও মন ভালো করার আবেশ।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।